তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ

তামাক নিয়ন্ত্রনে প্রধান প্রতিবন্ধকতা

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ
তামাক নিয়ন্ত্রনে প্রধান প্রতিবন্ধকতা

গ্রন্থনা, প্রতিবেদন ও সম্পাদনা

সৈয়দা অনন্যা রহমান
ফাহমিদা ইসলাম
সামিউল হাসান সজীব
শারমিন আক্তার
মিঠুন বৈদ্য
শুভ কর্মকার
আবু রায়হান

পরামর্শক

সাইফুদ্দিন আহমেদ, দেবরা ইফরইমসন, সৈয়দ মাহবুবুল আলম

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

আইএসবিএন:

978-984-35-2779-0

প্রকাশকাল
জুন, ২০২২

© ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"তামাক নিয়ন্ত্রনে প্রধান প্রতিবন্ধকতা তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ" শিরোনামের এ গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পৃক্ত সরকারী বেসরকারী পর্যায়ের অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক সহযোগিতা রয়েছে। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি সুরক্ষা এবং এফসিটিসি'র আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনামূলক ও সুচিন্তিত মতামত প্রকাশনাটিকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, ঢাকা জেলার সাবেক অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাহবুবুর রহমান, নারায়নগঞ্জের সাবেক জেলা প্রশাসক মো. জসিম উদ্দিন, ঢাকার সাবেক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কাজী মোহাম্মদ এমদাদুল হক, কিশোরগঞ্জের সাবেক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরফদার আক্তার জামিল'র প্রতি। তামাক নিয়ন্ত্রণে বিশেষজ্ঞ কয়েকজন ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ না পেলে প্রাপ্ত তথ্যগুলো কোনভাবেই সংকলন করা সম্ভব হতো না। স্থান সংকুলানের কারণে সকলের নাম হয়তো গ্রন্থটিতে যুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

বিভিন্ন সময়ে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালা, সেমিনার ও সভায় অংশগ্রহনকারী গণমাধ্যমকর্মী, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও পরামর্শ গ্রন্থটির সুপারিশ তৈরীর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা)'র স্থানীয় পর্যায়ে কার্যরত সংস্থা সাফ-কুষ্টিয়া, সিয়াম-খুলনা, ডিডিপি-সিরাজগঞ্জ, স্কোপ-বরিশাল, বউকস-রাজশাহী, প্রজন্ম মানবিক অধিকার উন্নয়ন কেন্দ্র-নওগাঁ, আরডিএসএ-সুনামগঞ্জসহ অনেক বেসরকারী সংস্থার প্রধানগণ পেশাগত অভিজ্ঞতার আলোকে মতামত, পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আর্ন্তজাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রকাশনাটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বোপরি এ গ্রন্থটি প্রকাশে সহায়তা প্রদানের জন্য ব্লুমবার্গ ইনিশিয়েটিভ ও দি ইউনিয়নের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সূচীপত্র

ক্র: নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	০৪
২.	উদ্দেশ্য	০৪
৩.	প্রারম্ভিক	০৫
৪.	অধ্যায়-১: তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিতে কোম্পানির হস্তক্ষেপ	০৬
৫.	অধ্যায়-২: নীতি প্রণয়ন বাধাগ্রস্থ করতে কোম্পানিগুলোর কৌশল	০৭
৬.	অধ্যায়-৩: নীতি সুরক্ষায় এফসিটিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ কিভাবে সহায়ক	০৮
৭.	অধ্যায়-৪: কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে আর্ন্তজাতিক পদক্ষেপ	১০
৮.	অধ্যায়-৫: তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিদ্যমান আইন ও নীতিসমূহ	১২
৯.	অধ্যায়-৬: বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত	২০
১০.	অধ্যায়-৭: তামাক কোম্পানীতে সরকারের শেয়ার তামাক নিয়ন্ত্রনে প্রতিবন্ধকতা	৩৯
১১.	অধ্যায়-৮: সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আড়ালে প্রচারণা	৪২
১২.	অধ্যায়-৯: নানা মাধ্যমে তামাক কোম্পানির রাষ্ট্রীয় পুরস্কার অর্জন	৪৮
১৩.	অধ্যায়-১০: বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির প্রভাব প্রতিহতকরণে দৃষ্টান্ত	৫০
১৪.	অধ্যায়-১১: সুপারিশ	৫৪

ভূমিকা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আন্তর্জাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর মূল উদ্দেশ্য, বিশ্বব্যাপী সকল ধরণের তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার সীমিতকরণে কিছু সার্বজনীন পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এই আইনের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তামাকের কারণে সৃষ্ট মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি, পরিবেশ বিপর্যয় ও অর্থনৈতি ক্ষতি থেকে সুরক্ষা প্রদাণ করা যায়। চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহে তামাকের ব্যবহার কমাতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রসমূহকে সহযোগিতার পাশাপাশি তামাক কোম্পানির অনৈতিক প্রভাব মোকাবেলা করাও এফসিটিসি'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩-তে তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতি ও কার্যক্রমকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের আরো অগ্রণী ভূমিকা পালনের সুযোগ থাকলেও কোম্পানিগুলোর হস্তক্ষেপ ও প্রভাবের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক নিয়ন্ত্রণকে আরো অধিক গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি কোম্পানিগুলোর হস্তক্ষেপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

আর্ন্তজাতিক তথ্যানুসারে, তামাক নিয়ন্ত্রণে নীতিগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানিগুলোর হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সাধারণত জনপ্রতিনিধি এবং নীতি নির্ধারকরা রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অনেক সময় তামাক কোম্পানি কৌশলে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে তামাক সম্প্রসারণে সহায়ক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে। এর একটি অন্যতম কারণ তামাক কোম্পানিগুলোর প্রভাব বিস্তারের কৌশলগুলো সম্পর্কে নীতিনির্ধারকদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যের অপ্রতুলতা। ২০১৬ সালের একটি গবেষণায় বাংলাদেশের ১০টি জেলার টাস্কফোর্স কমিটির সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে ৫৯% উত্তরদাতা তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ থেকে নীতি সুরক্ষিত বিষয়ের এফসিটিসি সুনির্দিষ্ট আর্টিকেল ৫.৩ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ৩০.৭% সদস্যের আংশিক বা সামান্য ধারণা রয়েছে (WBB Trust and TCRC, 2016)। তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নীতিসমূহ সুরক্ষায় নীতি নির্ধারকদের এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও নির্দেশনা থাকা জরুরী। বিশ্বের কয়েকটি দেশ ইতোমধ্যেই এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। থাইল্যান্ড বহুজাতিক তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিহত করার জন্য এফসিটিসি অধিকাংশ আর্টিকেল বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছে। এফসিটিসি স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র হিসাবে এটি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা নৈতিক দায়িত্ব হওয়া সত্ত্বেও আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে এখনো পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও দৃশ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে গতিশীল করতে হলে উল্লেখিত আর্টিক্যালটির বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।

এ প্রকাশনাটিতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে হেয় করার উদ্দেশ্যে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তামাক কোম্পানির বিভিন্ন অপকৌশল ও হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত তথ্য তুলে আনার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলত প্রকাশনাটিতে বিগত দিনে তামাক কোম্পানিগুলোর নীতিতে হস্তক্ষেপের বিভিন্ন কৌশল, পূর্ব অভিজ্ঞতা, প্রতিবন্ধকতা এবং প্রচলিত আইনের দূর্বলতা খুজে বের করার পাশাপাশি এফসিটিসি বাস্তবায়নে আর্ন্তজাতিকভাবে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

তামাক বা ক্ষতিকর পণ্য নিয়ন্ত্রণে নীতি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য এসকল পণ্যগুলো গ্রহনে ভোক্তাদেরকে নিরুৎসাহিত করা। তামাক উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর প্রভাব তামাক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যগুলো সফল হতে দেয় না। ফলে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয় না।

নীতিগুলো সুরক্ষিত রাখার বিষয়টি আর্ন্তজাতিক কনভেনশনে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা হয়েছে এবং এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদাণ করেছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে রাষ্ট্রের সহায়ক নীতিগুলো সুরক্ষিত রাখা জরুরী। **"তামাক নিয়ন্ত্রনে প্রধান প্রতিবন্ধকতা তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ"** শীর্ষক প্রকাশনাটির মূল উদ্দেশ্য সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণের সুরক্ষায় নীতিসমূহে তামাক কোম্পানীগুলোর প্রভাব বিস্তারের তথ্য উপস্থাপন, এর প্রেক্ষিতে সৃষ্ট সমস্যা ও সংকট চিহ্নিতকরণ এবং উত্তোরণে নির্দেশনা প্রদাণ।

প্রারম্ভিক

তামাক কোম্পানি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার স্বার্থের সাথে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের বিষয়টি সম্পূর্ন সাংঘর্ষিক। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য ক্ষতিকর পণ্যের ব্যবহার, উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করা। অপরদিকে তামাক কোম্পানিগুলোর উদ্দেশ্য ব্যবসা সম্প্রসারণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন। বিগত দিনে এসকল কোম্পানি দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ণ সংশোধন, মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সর্তকবাণী প্রদান, তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ, কর বৃদ্ধিসহ তামাক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উদ্যোগকে বিলম্বিত এবং দূর্বল করার চেষ্টা করেছে।

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট সারাদেশের তামাক বিরোধী সংস্থাগুলোকে সাথে নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত তামাক কোম্পানির কার্যক্রম মনিটরিং, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে আসছে। আইন লঙ্ঘন সংক্রান্ত তথ্যগুলো সংগ্রহ, সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বরাবর অবহিতকরণ, সিভিল সোসাইটি সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, মামলা দায়ের করার পাশাপাশি বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছে। তামাক কোম্পানি কর্তৃক নীতিতে হস্তক্ষেপের কৌশলগুলো সামনে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা থেকেই এ বিষয়গুলোকে সংকলন করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) আর্টিকেল ৫.৩ তে তামাক কোম্পানির প্রভাব বিস্তার বা হস্তক্ষেপের বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও প্রতিবছর তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করতেও তামাক কোম্পানিগুলোর তৎপরতা চোখে পড়বার মতো। ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট'র **"তামাক কর ও কোম্পানির হস্তক্ষেপ"** বিষয়ক এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণার তথ্যানুসারে, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন, বিধি, সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রণয়ণ করা হলেও এগুলো বাস্তবায়নের গতি খুবই কম। এমন মন্থর গতির অন্যতম প্রধান কারণ তামাক কোম্পানিগুলোর প্রভাব বা হস্তক্ষেপ। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট কর্তৃক (২০১৮-২০২০ সালের মে মাস পর্যন্ত) পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে তামাক কোম্পানিগুলো এসময়কালে সরকারের নীতি ও আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করতে সবচেয়ে বেশী (৪১.৯%) প্রভাব বিস্তার করেছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ১৮.২%। এছাড়া, কৃষি মন্ত্রণালয় (১২.১%), অর্থ মন্ত্রণালয় (১২.১%), স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় (১২.১%), আইন মন্ত্রণালয় ৬.১%, শ্রম মন্ত্রণালয় ৬.১%, তথ্য মন্ত্রণালয় ৬.১%, প্রাইভেট সেক্টর (CSR, Batle of Mind, Award etc) ৬.১% এবং মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ও শিল্প মন্ত্রণালয়ে ৩% প্রভাব বিস্তারের চেষ্টার তথ্য পাওয়া গেছে।

তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি: বিগত ১৪ বছরে তামাক কোম্পানিগুলোর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট একটি প্রতিবেদন তৈরি করে। উক্ত প্রতিবেদনের পাশাপাশি bdlaws.minlaw.gov.bd ওয়েব সাইট হতে তামাক নিয়ন্ত্রণের সাথে সাংঘর্ষিক আইন ও নীতি চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মতামত ছাড়াও ওয়েব সাইট, বার্ষিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন প্রকাশনা ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য (২০০৫ সাল থেকে ২০১৮ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ৫১৯টি পত্রিকার কাটিং) সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সন্নিবেশিত করে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকাশনা তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন প্রক্রিয়া
২০০৫ সাল থেকে ২০১৯ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত ৫১৯টি সংবাদ বিশ্লেষন
জনস্বাস্থ্য ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মতামত গ্রহণ
তামাক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত গবেষনা থেকে সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করে সংযুক্তকরণ
ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি), জাপান টোব্যাকো বাংলাদেশ, ঢাকা টোব্যাকো, আবুল খায়ের টোব্যাকো এর ফেসবুক ও ওয়েব পেইজ, বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ
WHO, The Unioin, SEATCA, GGTC, NTCC, U.S. Department of Health and Human Services, CDC and Health Promotion etc এর website পর্যবেক্ষণ

অধ্যায়-১

তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিতে কোম্পানির হস্তক্ষেপ

তামাক বা ক্ষতিকর পণ্য নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য এগুলোকে নিয়ন্ত্রন করা। এধরনের নীতি প্রণয়ন তাদের ব্যবসা সংকোচন করবে বলে তামাক কোম্পানিগুলো সর্বদা ভীত থাকে। ফলে কোন রাষ্ট্র তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তামাক কোম্পানিগুলো নানা কৌশলে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। নীতিতে প্রভাব বিস্তারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারনে সহায়ক বিষয়গুলো যুক্ত করা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক বিষয়গুলো বাদ দেওয়া। কোম্পানির হস্তক্ষেপ সফল হলে তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয়না। এই অধ্যায়ের বিভিন্ন দেশের হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। সরকারকে সহায়তা করবার অযুহাত তাদের এই হস্তক্ষেপের প্রধান কৌশল। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড যেমন: চাকুরী প্রদান, পানি ও বিদ্যুৎ সহায়তা, বৃক্ষ রোপন, তামাক চাষীদের সহায়তা প্রদাণ, ইত্যাদির আড়ালে তারা নানাবিধ অপকৌশলে প্রয়োগ করে নীতিনির্ধারকদেরকে প্রভাবিত করে। এসকল কর্মকান্ডের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে সরকারের কাছে নিজেদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলা। নীতি নির্ধারকরা সাধারণত জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও সহায়তা করে থাকে। তামাক কোম্পানিগুলো এসকল সামাজিক কর্মকান্ডের আড়ালে তাদের ব্যবসার প্রসার ঘটায় কারণ তারা জানে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে না করলে, তামাকের মতো ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানির কার্যক্রমের সাথে নীতিনির্ধারকরা কোনভাবেই নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করবেনা।

বিশ্বের অনেক দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নীতি প্রণয়ন বিলম্বিত, বিঘ্নিত ও দুর্বল করতে তামাক কোম্পানিগুলো সরকারী প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা অথবা অবসর নেয়া কর্মকর্তাদেরকে নিজেদের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা, সরকারের তামাক বিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে রীট/মামলা করা, অসৎ পন্থা অবলম্বন করাসহ নানা কৌশল প্রয়োগ করে। ২০১১ সালে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে নতুন করে স্বাস্থ্য সতর্কতার তথ্য দিতে বাধ্য করার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ ব্যবস্থাপনা (এফডিএ) অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে মামলা করে পাঁচটি তামাক কোম্পানি (আরজে রেনল্ডস, লরিলার্ড টোব্যাকো, কমনওয়েল্থ ব্যান্ডস ও লিগেত গ্রুপ)। *(CSNews, 2011) (Public Health Advocacy Institute, 2016)*।

> **পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তকে সব তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের সম্মান করা উচিত। তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফার জন্য লড়ছে, সরকার সাধারণ মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য লড়ছে।**
>
> *- নিকোলা রক্সন, অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী*

সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের খবর থেকে জানা যায়, সাদামাটা প্যাকেটে (প্লেইন প্যাকেজিং) সিগারেট বিক্রয়ের বিষয়ে অস্ট্রেলিয়া সরকার কর্তৃক আরোপিত নীতিমালার বিরুদ্ধে মামলা করে তামাক কোম্পানিগুলো। ফিলিপ মরিস, ইম্পেরিয়াল টোব্যাকো, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোসহ আরো কয়েকটি তামাক কোম্পানি অস্ট্রেলিয়ান হাইকোর্টে সরকারের আইনকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি বিশ্ব বাণিজ্য আইনের অধীনে নিকারাগুয়া, ডমিনিকান রিপাবলিক এবং ইউক্রেনের মতো বেশ কিছু তামাক রপ্তানীকারক দেশ চ্যালেঞ্জ করতে পারে বলে হুমকি দেয়। এসময় অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিকোলা রক্সন বলেন, পার্লামেন্টে গৃহীত সিদ্ধান্তকে সকল তামাক কোম্পানির সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। তামাক কোম্পানিগুলো মুনাফার জন্য লড়ছে, আর সরকার সাধারণ মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য লড়ছে। *(Daily Bonik Barta, 22 November 2011).*

২০১৫ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত এক তথ্যে জানা যায়, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে ওই দেশগুলোতে ব্যবসা পরিচালনা করে চলেছে সিগারেট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বিএটি। আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা বিবিসি'র এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিএটি'র দুর্নীতি ও ঘুষ লেনদেনের প্রমাণ পেয়েছে তারা। সরকারের ধূমপান বিরোধী আইন প্রনয়ণ প্রভাবিত করতে এবং বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের চাপে রাখতে পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তাদেরকে ঘুষ দেয় প্রতিষ্ঠানটি (BBC, 2015)। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তামাক কোম্পানিগুলোর এধরনের কৌশল তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সচিবালয় থেকে Dr Vera Luiza DA Costs e Silva বলেন, "নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশগুলোকে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে প্রায়শ নতুন বাজার সম্প্রসারণের জন্য সচেষ্ট তামাক কোম্পানিগুলোর নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়াই, সংগ্রাম করতে হয়"।

রাষ্ট্রীয় আইনে তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রমে নীতি নির্ধারক ও সরকারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ নিষেধ না থাকায় তামাক কোম্পানিগুলো এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করছে। যেমন- প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্পন্সর (পৃষ্ঠপোষকতা) করা। এধরনের কার্যক্রমে তামাক কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে সহায়তা গ্রহণ বাতিল করা এবং উক্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে না দেয়া সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীলংকায় বিগত দিনে সরকারী সংস্থা এবং কর্মকর্তারাও তামাক কোম্পানির এসকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে। ২০১৫ সালের ভূমিকম্পের সময় নেপালে কিছু তামাক কোম্পানি সরাসরি রিলিফ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ছিল। থাইল্যান্ডে দ্যা টোব্যাকো অথরিটি অব থাইল্যান্ড দক্ষিণ থাইল্যান্ডের বন্যার্তদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে চেক এর মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

ইন্দোনেশিয়ায় তামাক কোম্পানিগুলোর সাথে সরকারের সম্পর্ক ছিল আরো গভীর। তামাক কোম্পানি কর্তৃক আয়োজিত প্রোগ্রামে একাধিক মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকতাদের অংশগ্রহণ সেটারই প্রমান বহন করে। The Enterpreneurship Development Center sampoern Expo in 2017 উদ্বোধন করেন তৎকালীন মানবসম্পদ মন্ত্রী। এছাড়া অনেক সরকারী কর্মকর্তাও সেখানে অংশগ্রহণ করেন। ইন্দোনেশিয়ার কাষ্টমস এন্ড এক্সসাইজ এর মহাপরিচালক অবৈধ সিগারেট চোরাচালান বাণিজ্য প্রতিরোধে শিক্ষামূলক কার্যক্রম সহায়তা দেয় এবং *Gaprindo (Indonesia White Cigarette Producers Association), Gapri (Cigarette Manufacturers Association) and Formasi (Indonesia Tobacco Industry Community Forum)* এর সাথে সম্মিলিতভাবে অবৈধ সিগারেট বন্ধে একটি ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক বলেন, "সমাধানের জন্য তামাক কোম্পানিগুলোর সম্পৃক্ততা প্রয়োজন"।

২০১৮ সালে সুরিয়া নেপাল টোব্যাকো কোম্পানি (এসএনপিএল) বেষ্ট ট্যাক্স পেয়ার এওয়ার্ড অর্জন করে। ২০১৭ সালে ইন্ডিয়াতে টোব্যাকো ইনিষ্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার তিনটি স্টেট এর বেষ্ট টোব্যাকো ফারমার্স এওয়ার্ড ইভেন্টে কৃষি মন্ত্রী, আইন পরিষদের সংসদ সদস্যবৃন্দ, টোব্যাকো ইনিষ্টিটিউট এর সদস্যবৃন্দ এবং ইন্ডিয়ান টোব্যাকো বোর্ড এর সমর্থন ছিল। *(SEATCA, 2019)*

অধ্যায়-২

নীতি প্রণয়ন বাধাগ্রস্থ করতে কোম্পানিগুলোর কৌশল

তামাক কোম্পানিগুলো সারা বিশ্বেই তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতি বাধাগ্রস্থ করতে নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করে থাকে। *The Union Toolkit FCTC Article 5.3: Guidance for Governments on Preventing Tobacco Industry Interference* **(The Union, 2013)** থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, বিশ্বের অনেক দেশে তামাক কোম্পানিগুলো সরকারকে সহায়তা করবার অযুহাতে যে সকল কৌশল প্রয়োগ করেছে তার কিছু উদাহরণ প্রদাণ করা হলোঃ

"আমরা যুক্তিসংগত আইনকে সমর্থন করি এবং আমরা এখানে সহায়তা করতে পারবো"- কোনো কোনো দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন বা জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতির খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানির কাছ থেকে সাহায্যের প্রস্তাব পাওয়া যায়। কোম্পানিগুলো আশ্বস্ত করে যে, তারা যুক্তিসঙ্গত এবং কার্যকর আইন ও নীতি সমর্থন করে। একটি খসড়া আইন বা নীতির খসড়া প্রদান করার পর প্রাথমিক পর্যায়ে এটিকে ভাল মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এখানে যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে।

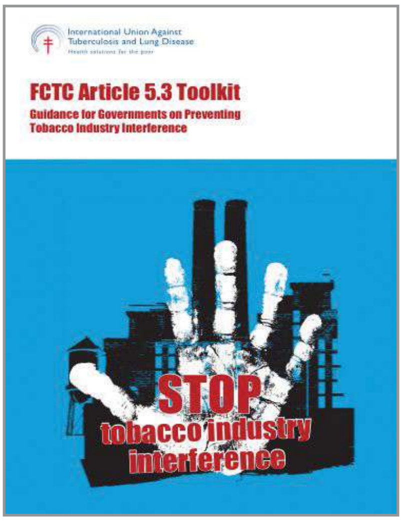

"হঠাৎ নতুন লবি গ্রুপের সৃষ্টি"- বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্মক্ষেত্র, পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করছে। এমন সময় সেবা প্রদানকারী পাবলিক প্লেসের মালিকদের নামে এমন লবি গ্রুপ-কে সক্রিয় হতে দেখা যায় যাদেরকে পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। তারা হঠাৎ করে আইনের বিপক্ষে ব্যাপক অর্থ ব্যয় করে ক্যাম্পেইন পরিচালনা শুরু করে।

"সম্পাদনায় অদৃশ্য হাত"- বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশেই হঠাৎ করেই মন্ত্রী বা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তা তামাক নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট আইন বা নীতি সম্পাদনার নির্দেশনা প্রদান করেন। এসব ক্ষেত্রে পরে দেখা যায়, সে সকল মন্ত্রী বা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তাগণ তামাক কোম্পানির সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত সভা করে থাকেন।

"আমরা দৃঢ়ভাবে যুবদের তামাক প্রতিরোধ কার্যক্রমগুলি সমর্থন করি"- তামাক কোম্পানি তরুণ/যুবকদের ধূমপান করার বিষয়ে খুবই উদ্বিগ্ন - এ বিষয়টি তুলে ধরে কোনো কোনো দেশে তারা তরুণ/যুবকদের ধূমপান পরিহার/প্রতিরোধ কর্মসূচিতে আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব করে। এ ধরণের কর্মসূচি অনুমোদন লাভ করলেও কোম্পানিগুলো এটিকে একটি অকার্যকর কর্মসূচিতে পরিণত করে। এমনকি তামাক কোম্পানিগুলো প্রতারণামূলক কর্মসূচির মাধ্যমেও অনেক ক্ষেত্রে তরুণ/যুবকদের মধ্যে ধূমপানের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে পারে। তামাক কোম্পানিগুলো জোর দিয়ে প্রচার করে "তামাক প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য", যা প্রকৃত পক্ষে তরুণদের মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং যুবকরা তামাক ব্যবহারের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিসমূহ প্রণয়ন বিলম্বিত বা বাধাগ্রস্থ করতে কোম্পানীগুলোর হস্তক্ষেপের উদাহরন আন্তর্জাতিক আরো অনেক প্রকাশনায় উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে এধরনের কিছু সহায়ক প্রকাশনার ছবি দেয়া হলো।

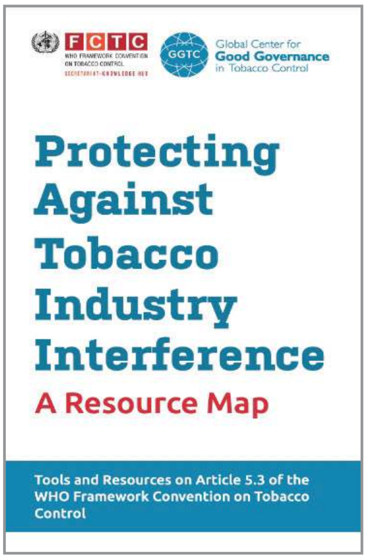

অধ্যায়-৩

নীতি সুরক্ষায় এফসিটিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ কিভাবে সহায়ক

ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর আর্টিকেল ৫.৩ মূলত তামাক কোম্পানির বাণিজ্যিক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিগুলো সুরক্ষিত করার বিষয়টি উল্লেখ করেছে। (Protection of public health policies with respect to tobacco control from commercial and other vested interests of the tobacco industry). তামাক কোম্পানি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার সাথে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। তামাক কোম্পানির স্বার্থ ব্যবসা বাড়ানো এবং মুনাফা অর্জন। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের স্বার্থ ক্ষতিকর পণ্য নিয়ন্ত্রণ। এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়ন নীতি অনুসারে উভয়ের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে ফলপ্রসু করতে তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে নীতিগুলো সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যেই ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) প্রণয়ন করা হয়। বিশ্বের অনেক দেশ এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং বাস্তাবয়নের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রনে সফলতা অর্জন করেছে।

নীতি সুরক্ষায় এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়নে একটি গাইডলাইন রয়েছে। যেখানে ৪টি প্রিন্সিপাল বা নীতি রয়েছে। তামাক কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসার সম্প্রসারণ ও মুনাফা অর্জনের জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নীতিগুলোতে প্রভাব বিস্তার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত করতে চায় কিংবা সিদ্ধান্তগুলো তাদের অনুকুলে নিতে চায়। এজন্য এফসিটিসি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের উপর সাধারণ বাধ্যবাধকতার আওতায় তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত জনস্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানির বাণিজ্যিক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিগুলো সুরক্ষার উদ্যোগ গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ যেহেতু আর্ন্তজাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এফসিটিসি স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে তাই এফসিটিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ সহ অন্যান্য আর্টিক্যালসমূহ প্রতিপালন করা বাংলাদেশের অন্যতম নৈতিক দায়িত্ব। রাষ্ট্রসমূহ তাদের নৈতিক অধিকার বলে তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নীতিকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখতে ও সুরক্ষা প্রদান করতে জাতীয় আইন অনুসারে আর্টিক্যাল ৫.৩ এর নির্দেশনা বা সুপারিশমালা বাস্তবায়ন উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে রাষ্ট্রসমূহ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ এর নির্দেশনাগুলো জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি সুরক্ষায় সহায়ক।

তামাক নিয়ন্ত্রণে এফসিটিসি'র আর্টিক্যাল ৫.৩ এর নীতি সুরক্ষায় সহায়ক নির্দেশনার সুবিধা:

- রাষ্ট্রসমূহের তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি ও এফসিটিসি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
- তামাক কোম্পানি ও তাদের সাথে সম্পৃক্তদের থেকে কার্যক্রমকে সুরক্ষা প্রদান করবে এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি সুরক্ষায় সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।
- এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহের আইনগত বাধ্যবাধকতা পূরণে সহযোগিতা করবে।
- তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহকে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।
- কোম্পানির প্রভাব থেকে নীতি সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।
- তামাক কোম্পানির কাছ থেকে যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সুবিধা ভোগ করে তাদের কাছ থেকেও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে সুরক্ষা দেবে।

তামাক কোম্পানিসমূহের স্বার্থে যারা নিযুক্ত এবং জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষায় যারা তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন- এ দুই পক্ষের স্বার্থ কখনোই এক বিন্দুতে মিলবেনা। অর্থাৎ এই দুই পক্ষের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক। এই সমীকরণটি তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছে। একদিকে তামাক একটি বৈধ পণ্য এবং তামাকের ব্যবসা নিষিদ্ধ নয়। অন্যদিকে, এই তামাকের ব্যবসা প্রসারের সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষ তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে এবং সর্বোপরি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তামাক কোম্পানি ও তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক কিভাবে নির্ধারিত হবে - এ বিষয়টিকে সহজ করে দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক গৃহিত তামাক নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক চুক্তি এফসিটিসি'র অনুচ্ছেদ ৫.৩, যা জনস্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য দেশের আইন ও নীতিসমূহকে তামাক কোম্পানির আগ্রাসন থেকে সুরক্ষা প্রদানের 'রক্ষাকবচ'।

-আমিন-উল-আহসান, পরিচালক (অর্থ)
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (সাবেক সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল)

এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে, তামাক কোম্পানির সাথে সকল ধরনের যোগাযোগ প্রকাশ্য, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক হতে হবে এবং তামাক কোম্পানিগুলোকে সরকারীভাবে কোন ধরনের সুবিধা প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে। উল্লেখ্য, সকল প্রতিষ্ঠান, সত্ত্বা, সমিতি এবং ব্যক্তি যিনি তামাক কোম্পানির জন্য বা তামাক কোম্পানির পক্ষে কাজে নিয়োজিত, তামাকজাত পণ্য উৎপাদনকারী, পাইকারী বিক্রেতা, পরিবেশক, আমদানীকারক, তামাক চাষী, খুচরো বিক্রেতা, ফ্রন্ট গ্রুপ এবং অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, আইনজীবী, বিজ্ঞানী ও তদবিরকারী যারা তামাক কোম্পানির স্বার্থ উদ্ধারে কাজ করে এ আর্টিক্যালটিতে তাদেরকে তামাক কোম্পানি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তামাক ব্যবসা একটি মৃত্যু ব্যবসা। মানব সভ্যতার একবারের ভুল শুধরাতে শত শত বছর লাগছে। মৃত্যু বিপণনের অনুমতি একবার দিলে তা রহিত করা যাবে না - এমনটা মানতে পারছি না। যেহেতু, এই মূহুর্তেই তামাক কোম্পানি বন্ধ করা যাচ্ছে না, সেহেতু এফসিটিসি'র অনুচ্ছেদ ৫.৩ সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানেই মেনে চলা দরকার। বাস্তবে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে প্রচুর। তামাক কোম্পানিগুলোর উপদেশ মোতাবেক বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানকে চলতে দেখা যায়। সেজন্য সকল সরকারী দপ্তরের আরো স্বচ্ছতা দরকার।

-ডা. এম মোস্তফা জামান
উপদেষ্টা (গবেষণা ও প্রকাশনা), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-বাংলাদেশ

জনস্বাস্থ্যের মৌলিক বিষয়গুলোর দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে - পরিবেশ দূষন রোধ এবং সকল নাগরিকের স্বাস্থ্যবান দীর্ঘ জীবন নিশ্চিত করা। এর জন্য "ন্যূনতম ব্যয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা" অন্যতম। তামাকের সর্বগ্রাসী অভিঘাতকে প্রতিহত করা গেলে বহুলাংশে একাজটি সম্পন্ন করা যায়। এফসিটিসির ৫.৩ আর্টিকেলে যতগুলো বিষয় সংযোজিত আছে তাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক তামাক কোম্পানিগুলোর সাথে অস্বচ্ছ এবং লাভজনক সংশ্লেষ বর্জন। ৫.৩ এর রিকমেন্ডেশনে কোনো অবস্থায় সরকার বা তার প্রতিনিধি তামাক কোম্পানির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক স্থাপন যেমন করতে পারে না তেমনি এর কোনো অংশ পারিতোষিক, উপঢৌকন বা শেয়ারহোল্ডার হয়ে ব্যবসার প্রসার ঘটাতে সহায়ক শক্তি হতে পারে না। অথচ আমাদের বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা দীর্ঘদিন এ ভূমিকা পালন করে আসছে যা তামাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে "কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট" হিসেবে জনস্বার্থ বিরোধী এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার অন্তরায়। এ অনৈতিক সম্পর্ক সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি ও কার্যক্রমকে বহুলাংশে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে স্তরে স্তরে বাধার সৃষ্টি করে আসছে। এজন্য সংবিধান স্বীকৃত জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি বাস্তবায়ন লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সর্বগ্রাসী তামাক কোম্পানির সাথে সরকারের কৌশলগত সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন বা প্রত্যাহার করা অত্যন্ত জরুরি।

অধ্যাপক ডাঃ গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক
প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি

অধ্যায়-৪

কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে আর্ন্তজাতিক পদক্ষেপ

নীতিতে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের বিষয়টি খুব যে নতুন তা নয় বরং এটি মোটামুটি সারা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে তামাক কোম্পানিগুলোর অপচেষ্টার বহু দৃষ্টান্ত যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে নানা প্রসংশনীয় উদ্যোগ। ইতিমধ্যেই বিশ্বের অনেক দেশ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সুরক্ষায় কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধের বিষয়টি অর্ন্তভুক্তিকরণ, কমিটি গঠন, কোড অফ কন্ডাক্ট, গাইড লাইন ও সহায়ক নীতি প্রণয়নসহ দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যা তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে সহায়তা করেছে।

নেপালে বর্তমানে কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা তামাক কোম্পানির বোর্ডে নেই এবং অবসরের পরও তামাক কোম্পানির সাথে যুক্ত হয় না। এমনকি নেপালের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে তহবিল বরাদ্দ করেছে। এখানে সরকারী সংস্থা, কর্মকর্তা এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনদের তামাক কোম্পানির কাছ থেকে সকল ধরনের সহায়তা, উপহার (আর্থিক বা অন্যান্য) সহায়তাসহ লেখাপড়ার আমন্ত্রণ বা প্রস্তাবনা গ্রহণ অস্বীকার করার আইনী বিধান রয়েছে।

নেপালে তামাক কোম্পানীর কাছ থেকে সরকারী সংস্থা, কর্মকর্তা এবং তাদের আত্নীয় স্বজনদের সকল ধরনের সহায়তা, উপহার (আর্থিক বা অন্যান্য) সহায়তাসহ লেখাপড়ার আমন্ত্রণ বা প্রস্তাবনা গ্রহণ অস্বীকার করার আইনী বিধান রয়েছে।

বিভিন্ন দেশ তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি সুরক্ষায় এফসিটিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়নে গ্রহণ করছে নানা পদক্ষেপ এবং তৈরী করছে সচেতনতামূলক উপকরণ। যেমন- 'Turkish National Coalition on Tobacco or Health' বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ কে প্রাধান্য দিয়ে তৈরী করেছে পোষ্টার।

ফিলিপাইনে আর্টিকেল ৫.৩ সম্পর্কিত প্রধান দলে স্বাস্থ্য বিভাগ, সিভিল সার্ভিস কমিশন এবং বিভিন্ন এনজিওর উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত ব্যক্তিবর্গকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০০৯ সালে আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নের কৌশল উদ্ভাবনে স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক, উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারক, সিভিল সার্ভিস কমিশন ও রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ ও এনজিও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত। এ কমিটি নিয়মিত সভা করে এবং আন্ত:সংস্থা সংযোগ স্থাপন, নীতি নির্ধারণ ও যোগাযোগের জন্য একটি কর্মীদল গঠন করেছে। কমিটির সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি

সংস্থাগুলোর সঙ্গে তাদের প্রতিষ্ঠানে আর্টিকেল ৫.৩ এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য বৈঠক করে। নীতি নির্ধারক কর্মীদল তামাকশিল্প বিরোধী সংস্কৃতি প্রচারে প্রয়োজনীয় নীতি ও কৌশল প্রণয়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে যোগাযোগকারী দল বিভিন্ন টুলস, যোগাযোগ পদ্ধতি ও IEC উপকরণ তৈরী করে। এরা আর্টিকেল ৫.৩ সম্পর্কিত ফ্যাক্ট শীট, পোষ্টার, ভিডিও, চিঠির নমুনা ও উপকরণ তৈরী করে। জুন ২০১০ এ, DOH (Department of Health) এবং CSC (Civil Service Commission) পরবর্তী কার্যকর বিধান, তত্ত্বাবধান, বা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন ছাড়া সরকারী কর্মচারীদের তামাক কোম্পানির সাথে যে কোন ধরনের যোগাযোগ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে Joint Memorandum Circular (2010-11) জারি করে। উগান্ডা, যুক্তরাজ্য, ইরাক তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে অত্যন্ত সচেতন। সচেতনতার পাশাপাশি এ ক্ষেত্রে তাদের দেশে সংশ্লিষ্ট আইনের কঠোর প্রয়োগও রয়েছে।

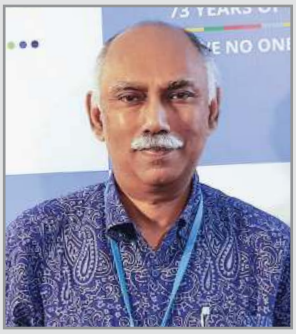

তামাক ইন্ডাস্ট্রির ব্যবসায়িক স্বার্থ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিসমূহ সুরক্ষায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর আর্টিক্যাল ৫.৩ একটি রক্ষাকবচ। কোনো দেশ যদি এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এর গাইডলাইন অনুসরন করে নিজস্ব গাইডলাইন তৈরি করে, সেই দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শক্তিশালী হয়।

ডাঃ সৈয়দ মাহফুজুল হক
ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার-(এনসিডি), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বাংলাদেশ

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে থাইল্যান্ডের জনস্বাস্থ্য কমিউনিটি বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলোর তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়ন বিলম্বিত, বিঘ্নিত ও দুর্বল করার কৌশল চিহ্নিত করেছে এবং তা প্রতিহত করার পদ্ধতি উন্নতিসাধন করে যাচ্ছে। ফলে, ইতোমধ্যে থাইল্যান্ড তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিহত করার জন্য এফসিটিসি নির্দেশিকার অধিকাংশই বাস্তবায়ন করেছে।

থাইল্যান্ড অনুসন্ধান করে দেখেছে, তামাক কোম্পানিগুলো তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করার জন্য ৬টি মূল কৌশল অবলম্বন করে। (১) অসাধু বা প্রতারক ব্যক্তিদের সাথে ব্যবসা (২) উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের প্রভাবিত করার চেষ্টা (৩) স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠনকে টাকা দিয়ে হাত করা (৪) বিভ্রান্তিকর মুখোশ ধারণ করা (৫) ভীতি প্রদর্শন এবং (৬) তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণে অবজ্ঞা প্রকাশ। তামাক কোম্পানিগুলোর কৌশলসমূহ জানার পর এসকল কৌশল প্রতিহত করার জন্য থাইল্যান্ডের জনস্বাস্থ্য কমিউনিটি ৫টি কৌশল গত দুই-দশক ধরে প্রয়োগ করছে। যথা- (১) সতর্ক নজরদারি রাখা (২) নীতি নির্ধারনের সভা থেকে তামাক কোম্পানিকে বাদ দেয়া (৩) তামাক কোম্পানির পণ্য বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা (৪) তামাক কোম্পানির উপর চাপ বজায় রাখা এবং (৫) কার্যকরভাবে নিয়মনীতি প্রয়োগে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা। বাংলাদেশেও তামাক কোম্পানিগুলোর এ ধরনের অপকৌশল প্রয়োগের চেষ্টা অব্যহত রয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করতে এই অপকৌশলগুলো চিহ্নিত ও প্রতিহত করতে উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী। *(WBB Trust, 2015)*

SEATCA-র প্রতিবেদনে দেখা যায়,পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে ৭টি রাজ্য সরকার তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় আদেশ জারি করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ প্রয়োগে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি কয়েকটি রাজ্য সরকার তামাক কোম্পানির কাছ থেকে বৃত্তি, পুরস্কার বা উপহার গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে। ইন্দোনেশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটি অগ্রসর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং তামাক কোম্পানির সাথে সম্পর্ক বিষয়ে গাইডলাইন জারি করেছে। মিয়ানমার Code of Ethics- ২০১৮ পাস করেছে। এখানে তামাক কোম্পানির ভ্রমণ সহায়তা সরবরাহ থেকে শুরু করে সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম (সিএসআর) গ্রহণ, রাজনৈতিক সহায়তা প্রদানসহ অন্যান্য কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মালদ্বীপে আর্টিক্যাল ৫.৩ প্রয়োগে সকল সরকারী সংস্থার জন্য একটি খসড়া কোড অফ কন্ডাক্ট তৈরী করেছে। মালদ্বীপের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে তামাক কোম্পানির সাথে আলোচনা প্রকাশের পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান সরকার (নেপাল, শ্রীলংকা, পূর্ব-তিমুর) তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোনো পলিসি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানির কোনো অফার বা সহযোগিতা বা সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ বা অনুমোদন করে না। এসকল সরকার মাল্টি সেক্টোরাল গ্রুপ/ পরামর্শক কমিটিতে তামাক কোম্পানির সাথে বসাও অনুমোদন করে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তামাক নিয়ন্ত্রণে আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করেছে। উগান্ডা, গোবান, রিপাবলিক অফ মালডোভা, ফিলিপাইন, ব্রাজিল, পানামা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ বেশ কিছু রাষ্ট্র এফসিটিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে নিজেদের দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ও নীতি সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে (Mary Assunta, 2018)।

পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের ৭টি রাজ্য সরকার তামাক কোম্পানীর হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় আদেশ জারি করেছে। কয়েকটি রাজ্য সরকার তামাক কোম্পানীর কাছ থেকে বৃত্তি, পুরুস্কার অথবা উপহার গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে।

অধ্যায়-৫

তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিদ্যমান আইন ও নীতিসমূহ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও নীতি প্রণয়নে তামাক কোম্পানীর হস্তক্ষেপ একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। এর ফলে তামাক নিয়ন্ত্রণে অগ্রণী ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে। এই পিছিয়ে পড়ার অন্যতম প্রধান কারন তামাক কোম্পানীতে সরকারের শেয়ার, রাষ্ট্রে বিদ্যমান নীতি ও আইনসমুহের মধ্যে তামাক সম্প্রসারণে সহায়ক বিধানসমুহের উপস্থিতি এবং তামাক কোম্পানীর প্রভাব মোকাবেলায় সুনিদিষ্ট কোড অফ কন্ডাক্ট না থাকা। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক কোম্পানিগুলোর নীতিতে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ বন্ধ করা জরুরী।

তামাক কোম্পানীর হস্তক্ষেপ বাংলাদেশে নতুন নয়। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এবং সারাদেশে সাধারণ ছুটি থাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ ক্ষেত্রে সংকট তৈরী হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কোভিডকালীন সময়ে তামাকপন্য সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার প্রস্তাব করে। মহামারী বিস্তারে সহায়ক জানার পরও শিল্প মন্ত্রণালয় বহু পুরাতন একটি আইন অনুসারে প্রস্তাবটি নাকচ করে দেয়। এবং ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো এবং জাপান টোব্যাকো কোম্পানীকে উৎপাদন, সরবরাহ ও বিক্রিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করে। তামাক কোম্পানীর প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি কোন পর্যায়ে এ থেকে তার কিছুটা অনুধাবন করা যায়।

জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নের সাথে সে দেশের প্রচলিত আইন ও নীতিগুলোর সম্পর্ক নিবিড়। শংকার বিষয় হচ্ছে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন হবার পরও তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করতে পারে এমন কিছু আইন,নীতি,বিধি, প্রজ্ঞাপন এবং কমিটি বাংলাদেশে বিদ্যমান। এগুলোর কোনটির প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে আবার কোনটির সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করা সম্ভব। বর্তমানে বিদ্যমান কয়েকটি আইন, বিধি ও আদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন বিধান যুক্ত রয়েছে। নিম্নে এগুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি।

তামাক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর একটি পণ্য হলেও, **রাষ্ট্রপতির (পারিশ্রমিক ও অধিকার) আইন, ১৯৭৫ আইনে**[৫] অনুসারে রাষ্ট্রপতির বাড়ির সদস্য বা তার অতিথিগণ (সরকারী হোক বা না হোক) কর্তৃক গৃহিত হলে- (সিগারেট তৈরী, বাংলাদেশে উৎপাদিত, বাংলাদেশে ব্যবহৃত) কোন দেশী তামাকের উপর কোন আবগারি শুল্ক আদায় করা হবে না। জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় সিগারেট মতো ক্ষতিকর ও স্বাস্থ্যহানীকর দ্রব্য শুল্কবিহীন প্রদানের বিধান বাতিল করা জরুরি।

Customs Act, 1969 (প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যহতি প্রদান)- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার বাংলাদেশ কোষ্টগার্ডের সমুদ্রগামী জাহাজে প্রেষণে কর্মরত বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের ভোগের H.S Code এর আওতামুক্ত সিগারেটকে সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক হতে কয়েকটি শর্তাধীনে অব্যহতি প্রদাণ করেছে। সমুদ্রগামী জাহাজে প্রেষণে কর্মরত বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের ক্ষতিকর সিগারেট ব্যবহারে উৎসাহিত করতে সিগারেটকে অব্যহতি প্রদাণ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এক্ষেত্রে তাদের স্বাস্থ্যকর খাবার প্রদানের সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও আদেশ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে সাংঘষিক বিষয়-**The Control of Essential Commodities Act, 1956**। ১৯৫৬ সালে প্রণীত এ আইনটিতে ধারা **২এ(২০)** ২৪টি পণ্যের সংজ্ঞার মধ্যে প্রয়োজনীয় পণ্যের তালিকায় সিগারেট এর নাম উল্লেখ করা রয়েছে। যা ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যকে ব্যহত করে। তামাকের মতো স্বাস্থ্যহানিকর পণ্য কোনভাবেই অত্যাবশীয় পন্য হতে পারে না। ১৯৫৬ সালে প্রণীত এ আইনটির ধারা ৩ (১) অনুসারে প্রজ্ঞাপন জারি করে সিগারেটের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন।

The Essential Commodities Control Order, 1981 এ আদেশের ধারা ২২ এ উল্লেখ করা হয়েছে নির্মাতা বা আমদানীকারক ছাড়া কোন ব্যক্তি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় বা স্টোরেজ করতে পারবে না। এখানে সিগারেট এর লাইসেন্স ফি ৫০০ টাকা উল্লেখ ছিল। পরবর্তীতে ২০১২ সালে এই লাইসেন্স ফি ১০০ টাকা বৃদ্ধি করে ৬০০ টাকা নির্ধারন করা হয়। এই দীর্ঘ সময়ে সিগারেট কোম্পানীর ব্যবসা বেড়েছে বহুগুণ, ২০১৮ সালের হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে সিগারেটের বাজার কমপক্ষে ২০,০০০ কোটি টাকা এবং এটি ক্রমাগত বাড়ছে।[৬] অথচ লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে মাত্র ১০০ টাকা। এক্ষেত্রে আরো অধিক মূল্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

"বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াজাকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০" - "বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াজাকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০ এর ১৫ ধারা অনুসারে ইপিজেড কারখানা থেকে সকল পন্য রফতানি করমুক্ত। উক্ত আইনটির সুবিধা নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) তামাক পণ্য রফতানি শুল্ক মওকুফ করে। উক্ত আইনের আওতায় ২০১৭ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) দেশের রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলিতে (ইপিজেড) অবস্থিত কারখানাগুলি দ্বারা তামাকজাত পণ্য রফতানিতে ২৫% শতাংশ কর মওকুফ করে।[৭] "বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াজাকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০" আইনটি সংশোধন করে জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি রয়েছে এসকল পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতার বাইরে আনা জরুরী।

স্থানীয় সরকার বিষয়ক কয়েকটি আইন ও বিধিতে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের অন্যতম মাধ্যম হুক্কা প্রতিক হিসাবে রয়েছে - **স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ (প্রতীক) সংশোধনী ২৭-২-২০১৯, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা-২০০৮ (সংশোধিত), উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩** এর প্রতিকসমূহের তালিকায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের অন্যতম আনুসাঙ্গিক "হুক্কা" প্রতিক হিসাবে উল্লেখ করা রয়েছে। নির্বাচনী প্রচারনায় জনগন তাদের পছন্দের প্রার্থীর সমর্থনে প্রতিক নিয়ে ব্যাপক ক্যাম্পেইন করে থাকে। "হুক্কা" প্রতিক হিসাবে উল্লেখ থাকলে এক্ষেত্রে তামাকের প্রচারণা ও ব্যবহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরী হবে। এ সকল আইন ও বিধি থেকে "হুক্কা" প্রতিক বাদ দেওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬। শ্রম আইনের ৯ম অধ্যায়ে কর্মঘন্টা ও ছুটি সংক্রান্ত ধারায় (১৪৪) প্রত্যেক দোকান বা বানিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠান সপ্তাহে অন্ততঃ দেড় দিন সম্পূর্ন বন্ধ থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তবে এই ধারার বিধানাবলী কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না

যার মধ্যে তামাক, সিগার, সিগারেট, পান-বিড়ি বিক্রির খুচরা দোকান রয়েছে (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬)। অর্থাৎ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্যের দোকান খোলা রাখার পাশাপাশি ক্ষতিকর তামাক পণ্যের দোকান সারা সপ্তাহ খোলা রাখার বিধান রয়েছে।

১৮৩ ধারায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানপুঞ্জকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য কোন নির্ধারিত এলাকায় একই প্রকারের নির্ধারিত শিল্পে নিয়োজিত এবং ২০ জন শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে এসকল প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ বলা হয়েছে। কিন্তু উপ-ধারা ৩ এ আবার নিদিষ্ট কয়েকটি শিল্প পরিচালনারত প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা ছাড় দিয়ে শ্রমিকপুঞ্জ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যে তালিকার মধ্যে বিড়ি শিল্প রয়েছে।

"কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮" এ আইনে তামাক কে অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উক্ত আইনে তামাক অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ থাকায় আইন অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সরকারের সহায়তায় তামাকের ব্যাপক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটবে। আইন সংশোধন করে বা প্রজ্ঞাপন জারি করে তামাকের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া জরুরী।

ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪। এ আইনে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি গর্ভনিং বডি রয়েছে। আইন অনুসারে, কর্তৃপক্ষের অন্যতম কার্যক্রম বেসরকারি খাতে দ্রুত শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে দেশি-বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান। এ ধারার সুবিধা নিয়েই বাংলাদেশে তামাকের বিনিয়োগ শুরু করেছে জাপান টোব্যাকো বাংলাদেশ। নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার বিষয়ে ভয়েজ অব ডিসকভারীর মামলায় আপীল বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। সমস্যা হচ্ছে, তারপরও বিনিয়োগ বোর্ডের মাধ্যমে জেটিআই বাংলাদেশে আসছে। আইনটি প্রত্যক্ষভাবে সমস্যা তৈরী না করলেও পরোক্ষভাবে এতে তামাক কোম্পানীকে সুযোগ দেবার বিষয়টি রয়ে গেছে বিধায় তামাক এবং স্বাস্থ্যহানীকর পণ্য ব্যতিত শব্দটি যুক্ত করা প্রয়োজন।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্পের ৫১টি উপখাতের মধ্যে "তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিড়ি, জর্দা তৈরী ইত্যাদি" উল্লেখ রয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে আওতায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নানা সুবিধা প্রদান করা হয়। তামাকজাত দ্রব্যের মতো ক্ষতিকর পন্যগুলোকে এ খাত হতে বাদ দেয়া জরুরি।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন-২০০৬ এর ধারা ১৪ (১) অনুসারে শ্রমিকের কল্যাণে একটি তহবিল গঠনের উল্লেখ রয়েছে। যেখানে মালিক কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান জমা হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ২৩৪ (১) অনুসারে প্রত্যেক কোম্পানী একটি শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল এবং একটি শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন করবে। এ তহবিলে প্রত্যেক মালিক বৎসর শেষ হবার ৯ মাসের মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের নীট মুনাফার ৫% অর্থ তহবিলে প্রদাণ করবে (৮০ঃ ১০ঃ ১০ অনুপাতে যথাক্রমের অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদান করবে)। এটি তার আইনগত দায় বা বাধ্যবাধকতা। অথচ কোম্পানী এ অর্থ তহবিলে দান করার পর ঘটা করে প্রচার করে। এটি তামাক কোমাম্পানীর এক ধরনের প্রমোশনাল কর্মসূচী। আইন অনুসারে অর্থ প্রদাণ বাধ্যতামূলক কিন্তু এর পরিবর্তে বিশেষ সুবিধাও আদায় করে নেয় বিএটি। শ্রম আইনের ১০২ ধারা অনুযায়ী সপ্তাহে ৪৮ কর্মঘন্টা নির্ধারিত থাকলেও একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে ২০১৪ সালে বিএটিবি কে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা পর্যন্ত শ্রমিকদের কাজ করানোর সুযোগ প্রদাণ করা হয়।[৮]

পাঠ্যপুস্তকে তামাককে অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে-পাঠ্যপুস্তকে তামাককে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তামাক মানুষের স্বাস্থ্য ক্ষতি করে তাই তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে বিষয়টি উল্লেখ করার পরও পঞ্চম শ্রেনীর "বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়" (৩৪ পৃষ্ঠা)[৯] এবং অষ্টম শ্রেনীর "বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়" (১৩৩ পৃষ্ঠা)[১০] এ তামাককে বাংলাদেশের প্রাকৃতি সম্পদ এবং অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে তামাককে উতিবাচকভাবে উপস্থাপন বাদ দেওয়া জরুরী।

বাংলাদেশে প্রচলিত ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫[১১] এ তামাক কোম্পানীর প্রভাব থেকে নীতি সুরক্ষায় সঠিক দিক নির্দেশনার ঘাটতি থাকায় তামাক কোম্পানীর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ থেকে যাচ্ছে। উপোরোল্লেখিত নীতি/আইন/বিধি/প্রজ্ঞাপনের পাশাপাশি তামাক কোম্পানীতে সরকারের শেয়ার এবং প্রতিনিধিত্ব, তামাক কোম্পানী আয়োজিত কর্মসূচীতে সরকারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহন ও কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সাথে সরকারী কর্মকর্তাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ না থাকা, শ্রেষ্ঠ করদাতা হিসাবে রাস্ট্রীয়ভাবে পুরস্কার প্রদাণ (বৃক্ষরোপন, সর্বোচ্চ করদাতা, বৃহৎ করদাতা শিল্প প্রতিষ্ঠান) ইত্যাদি বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া জরুরী। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী আইনগুলো সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগীকরণ, এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে একটি সুনিদিষ্ট গাইড লাইন প্রণয়ন ও তামাক কোম্পানী থেকে সরকারের শেয়ার ও প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাহারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।

আইন/অধ্যাদেশ

ক্র: নং	আইন/অধ্যাদেশ	
১	**রাষ্ট্রপতির (পারিশ্রমিক ও অধিকার) আইন, ১৯৭৫**	রাষ্ট্রপতির (পারিশ্রমিক ও অধিকার) আইন, ১৯৭৫ এর **ধারা ৮ এর উপধারা (৩)** এ উল্লেখ রয়েছে, সিগারেট তৈরী, বাংলাদেশে উৎপাদিত, বাংলাদেশে ব্যবহৃত কোন দেশী তামাকের উপর কোন আবগারি শুল্ক আদায় করা হবে না, যখন এই জাতীয় সিগারেট রাষ্ট্রপতির বাড়ির সদস্য বা তার অতিথিগণ (সরকারী হোক বা না হোক) কর্তৃক গৃহিত হয়।
২	**The Control of Essential Commodities Act, 1956**	এ আইনে মোট ১৬টি ধারা রয়েছে। ১৯৫৬ সালে প্রণীত এ আইনটিতে ধারা **২এ (২০)** ২৪টি পণ্যের সংজ্ঞার মধ্যে প্রয়োজনীয় পণ্যের তালিকায় ১৫ নম্বরে ম্যাচ এবং ২০ নম্বরে সিগারেট এর নাম উল্লেখ করা রয়েছে। যার ব্যবহার করে কোভিড ১৯ প্রার্দূভাবের সময়কালে বিশেষ দুটি তামাক কোম্পানীকে বাজারে সিগারেটের সরবরাহ বজার রাখার সুবিধা প্রদাণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করতে দেখা গেছে। এ আইনের ধারা ৩ (৪) অনুসারে, সরকার প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ ও সরবরাহ বা বজায় রাখার জন্য যতদূর প্রয়োজন বলে মনে করেন, আদেশের মাধ্যমে যে কোনও ব্যক্তিকে (অনুমোদিত নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে চিহ্নিত) ক্ষমতার ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন।

		এ আইনের ধারা ১৫ এর (১) অধীনে গৃহীত পদক্ষেপের সুরক্ষা (১) ধারা ৩ এর অধীন যে কোনও আদেশ অনুসরণে সদ্ব বিশ্বাসের দ্বারা সম্পন্ন বা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে যে কোনও কাজ করার জন্য কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও মামলা, বা অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। **১৫ এর (২) অনুসারে, ধারা ৩** এর অধীন করা কোনও আদেশ অনুসরণে সদ্ব বিশ্বাসে (good faith) বা উদ্দেশ্যে সম্পন্ন যে কোনও কারণে ক্ষতিগ্রস্থ বা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার জন্য সরকার বা এর অধীনে থাকা কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। এ আইনের ধারা ১৩ (১) এ উল্লেখ করা হয়েছে এই আইন দ্বারা বা এর অধীন প্রদত্ত কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে করা কোনও আদেশ কোন আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ, জিজ্ঞাসা করা যাবে না। সুপারিশ- The Control of Essential Commodities Act, 1956. ১৯৫৬ সালে প্রণীত অত্যন্ত পুরাতন এই আইনটি সংশোধন করে যুগোপযোগী করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পণ্যের তালিকা থেকে সিগারেট কে বাদ দেওয়া জরুরী।
৩	**"বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াজাকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০" -**	**"বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াজাকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০"** - "বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াজাকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০ এর ১৫ ধারা অনুসারে ইপিজেড কারখানা থেকে সকল পন্য রফতানি করমুক্ত । উক্ত আইনটির সুবিধা নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) তামাক পণ্য রফতানি শুল্ক মওকুফ করে। উক্ত আইনের আওতায় ২০১৭ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) দেশের রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলিতে (ইপিজেড) অবস্থিত কারখানাগুলি দ্বারা তামাকজাত পণ্য রফতানিতে ২৫% শতাংশ কর মওকুফ করে। [১২] "বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াজাকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০" আইনটি সংশোধন করে জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি রয়েছে এসকল পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতার বাইরে আনা জরুরী।
৪	**Income-tax Ordinance, 1984.**	এ অধ্যাদেশ এ মোট ১৮৭টি ধারা রয়েছে। ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স এর ৫ অধ্যায় এর **২৬ এর (১)** ধারায় কৃষি আয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেসকল আয়কে কৃষি আয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা যাবে তার মধ্যে ২৬ (৩) এ উল্লেখ রয়েছে, বোর্ড সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেখানে এই নিদের্শনা দেয় সেখানে রাবার, তামাক, চিনি বা মূল্যায়নকারী দ্বারা উৎপন্ন এবং উৎপাদিত অন্য যে কোন পণ্য বিক্রি হইতে কৃষির আয় নির্ধারিত পদ্ধতিতে গণনা করা যাবে।
৫	**Customs Act, 1969 (প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যহতি প্রদান)** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ (মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক) বিষয়ক প্রজ্ঞাপন (এস.আর.ও. নং-১৯৪-আইন/২০১৯/৫১-মূসক।)	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ (মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক) বিষয়ক প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-১৯৪-আইন/২০১৯/৫১-মূসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন), এর ধারা ১২৬ এর উপধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার বাংলাদেশ কোষ্টগার্ডের সমুদ্রগামী জাহাজে প্রেষণে কর্মরত বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের ভোগের নিমিত্ত Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর First Schedule এ বর্ণিত শিরোনামা সংখ্যা (Heading No.) ২৪.০২ এবং উহার H.S Code ২৪.০২.২০.০০ এর আওতামুক্ত তামাকের তৈরী সিগারেটকে উহার উপর আরোপনীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক হতে নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে এতদ্বারা অব্যহতি প্রদাণ করিল। যথা: (ক) করমুক্ত সিগারেট গ্রহণকল্পে কোষ্টগার্ডের সংশ্লিষ্ট জাহাজের অধিনায়ক বা কোষ্টগার্ডের সদরদপ্তরে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিগারেটের ব্রান্ড এবং পরিমান উল্লেখপূর্বক এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদাণ করিবেন যে, উক্ত সিগারেট তামাক অধীনস্ত সমুদ্রগামী জাহাজে প্রেষণে কর্মরত বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের ভোগের (ধূমপানের) জন্য বিতরণ করা হইবে। (খ) উক্ত প্রত্যয়নপত্রের একটি অনুলিপি সরবরাহকারীর কার্যালয় যে এলাকায় অবস্থিত উক্ত এলাকার উপর এখতিয়ার সম্পন্ন সংশ্লিষ্ট শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট, সার্কেল কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। (গ) সরবরাহতব্য উক্ত সিগারেট বাংলাদেশে উৎপাদিত হইতে হইবে এবং করযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠান হইতে সরবরাহ গ্রহণ করিতে হইবে। (ঘ) প্রতিদিন প্রতিজন কর্মকর্তা বা নাবিকের অনুকূলে বিশ শলাকার অধিক সিগারেট বিতরণ করা যাইবে না। (ঙ) সরবরাহকারী সিগারেটের প্রতিটি শলাকা, প্যাকেট ও পার্সেলের গায়ে "Duty Free for Coastguard Ships" শব্দগুলো স্পষ্ট অক্ষরে মুদ্রণ করিবেন (চ) সরবরাহকারী প্রতি মাসে সরবরাহকৃত সিগারেটের ব্র্যান্ডভিত্তিক পরিমান, উহার উপর আরোপনীয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের পরিমান সম্বলিত একটি বিবরনী উক্ত মাসের পরবর্তী ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে উপরিউক্ত সার্কেল কমকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন এবং সার্কেল কর্মকর্তা একই মাসের

		১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে উহার একটি অনুলিপি বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন। (রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে, মোঃ মোশাররফ হোসের ভূইয়া, এনডিসি, সিনিয়র সচিব) (file:///C:/Users/wbbtrust/Downloads/VATSRO-1941.pdf) **সুপারিশ-** সরকার বাংলাদেশ কোষ্টগার্ডের সমুদ্রগামী জাহাজে প্রেষণে কর্মরত বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের ভোগের নিমিত্তে তামাকের তৈরী সিগারেট এর উপর আরোপনীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক হতে অব্যহতি প্রদাণ নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের তামাক ব্যবহারে উৎসাহী করবে। সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যর সাথে এটি সাংঘর্ষিক বিধায় এধরনের প্রজ্ঞাপন বাতিল করা জরুরী।
৬	**স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯**	**স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯** তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকার ২০০৫ সালে আইন প্রণয়ন করলেও স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন প্রণীত হয়েছে ২০০৯ সালে। এ আইনের তফসিল (২ এর (৩৫) এ চেয়ারম্যান পদে রাজনৈতিক দলের মনোনিত প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতিকসমুহের তালিকায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের অন্যতম আনুসাঙ্গিক "হুক্কা" প্রতিক হিসাবে উল্লেখ করা রয়েছে। **সুপারিশ-** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ সংশোধন করে "হুক্কা" প্রতিক উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন
৭	**ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪ (পরোক্ষভাবে)**	ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইনে ৩৬টি ধারা রয়েছে। এ আইনের ধারা ৬ এ অত্যন্ত শক্তিশালী একটি গর্ভনিং বডি রয়েছে। ধারা ৮ এ কর্তৃপক্ষের কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম বেসরকারি খাতে দ্রুত শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে দেশি ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান। এ ধারার সুবিধা নিয়েই বাংলাদেশে তামাকের বিনিয়োগ শুরু করেছে জাপান টোব্যাকো বাংলাদেশ। **সুপারিশ-** বাংলাদেশে তামাক সম্প্রসারণে এ খাতে বিদেশী বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনায় দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশে তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু উক্ত আইনটির কোথাও স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পন্যের ক্ষেত্রে শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে দেশি ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগে নিষেধাজ্ঞা থাকা জরুরী।
৮	**"কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮"**	"কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮" সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটি আইন। এ আইনটিতে ৩২টি ধারা এবং ২টি তপশিল রয়েছে। আইনের **তপশিল ১ (খ) তে** তামাক কে অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আইনটির লক্ষ্য জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে কৃষক, উৎপাদক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের (কৃষিপণ্য বলিতে তপশিল ১ এ উল্লেখিত পন্য অর্থাৎ তামাকও রয়েছে) মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; বিপণন ও ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ; বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত ও সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ; সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার, ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ; সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন; মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান; মূল্য সহায়তা প্রদান; অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ; শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; ইত্যাদি। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উক্ত আইনে তামাক অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ থাকায় আইন অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সরকারের সহায়তায় তামাকের ব্যাপক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটবে। **সুপারিশ-** কৃষি বিপনন আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩০ অনুসারে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তপশিল সংশোধন করে তামাকের নাম কৃষিপণ্যের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জরুরী
৯	**সার ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৬**	এ আইনে মোট ৩৩টি ধারা রয়েছে। এটি কৃষিকাজে ব্যবহার্য সার ও সার জাতীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন, আমদানী, সংরক্ষণ, বিতরণ, বিপণন, পরিবহণ ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রণীত আইন। সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ এর **১৮ ধারায়** ক্ষতিকর পদার্থর জন্য বিশেষ বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে উল্লেখ রয়েছে, উদ্ভিদের ক্রমবৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকর উপাদানবিশিষ্ট কোন সার বিশেষ ধরণের শস্যে প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হলে উক্ত সারের লেবেলে কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিকর পদার্থের পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে এবং কমিটি কোন সারে ক্ষতিকর পদার্থের সীমা নির্ধারণ করবে। উক্ত আইনের ১৮ (১) (খ) তে উল্লেখ রয়েছে, তামাক জাতীয় ফসলে (যাহা অতিমাত্রায় ক্লোরাইড সংবেদনশীল) ব্যবহৃত সারে ক্লোরিন এর পরিমাণ অনধিক ২.৫% হবে।

		জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং কৃষি জমি সুরক্ষায় সরকারের যেখানে তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করার কথা সেখানে উদ্ভিদের ক্রমবৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকর উপাদানবিশিষ্ট সার তামাকের জাতীয় ফসলে (তামাককে বিশেষ ধরণের শস্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে) প্রয়োগের জন্য ক্লোরিনের মাত্রা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। **সুপারিশ-** সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ সংশোধন করে তামাক চাষে নির্দেশনার বিধান উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন
১০	**বাংলাদেশ অর্থ আইন ২০১৮**	২০১৮ সালের পূর্বে বাংলাদেশে ই-সিগারেট আমদানি সংক্রান্ত কোন আইন, নির্দেশনা ছিল না। অথচ বাংলাদেশ অর্থ আইন ২০১৮ এর মাধ্যমে দেশে ই-সিগারেট আমদানির সুযোগ করে দেয়া হয়।
১১	**বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬**	**বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬**। শ্রম আইনের ৯ম অধ্যায়ে কর্মঘন্টা ও ছুটি সংক্রান্ত ধারায় (১৪৪) প্রত্যেক দোকান বা বানিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠান সপ্তাহে অন্তত: দেড় দিন সম্পূর্ন বন্ধ থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তবে এই ধারার বিধানাবলী কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যার মধ্যে তামাক, সিগার, সিগারেট, পান-বিড়ি বিক্রির খুচরা দোকান রয়েছে (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬)। অর্থাৎ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্যের দোকান খোলা রাখার পাশাপাশি ক্ষতিকর তামাক পণ্যের দোকান সারা সপ্তাহ খোলা রাখার বিধান রয়েছে। আবার, ধারা ১৮৩ অনুসারে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানপুঞ্জকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য কোন নির্ধারিত এলাকায় একই প্রকারের নির্ধারিত শিল্পে নিয়োজিত এবং ২০ জন শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে এসকল প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ বলা হয়েছে। কিন্তু উপ-ধারা ৩ এ আবার নিদিষ্ট কয়েকটি শিল্প পরিচালনারত প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা ছাড় দিয়ে শ্রমিকপুঞ্জ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যে তালিকার মধ্যে বিড়ি শিল্প রয়েছে।
১২	**মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২**	ব্যান্ডরোল বাংলাদেশের তামাকজাত দ্রব্যেও কর আদায়ের অন্যতম মাধ্যম। বিড়ি এবং সিগারেটের ক্ষেত্রে ব্যান্ডরোল আলাদাভাবে ব্যবহার করা হয়। বিড়ির প্যাকেটে ব্যাবহারকৃত ব্যান্ডরোল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে একটি নির্দিষ্ট মূল্য সংগ্রহ করতে হয় এবং ব্যান্ডরোলটি চালানোর মাধ্যমে সিগারেট কোম্পানিগুলিতে সরবরাহ করা হয়। সিগারেট কোম্পানিগুলোকে পরবর্তী চালানে উলেখিত মূল্য পরিশোধের সুযোগ দেওয়া হয়।

বিধিমালা

ক্র: নং	বিধিমালা	
১	**উৎপাদিত বা আমদানীকৃত তামাকযুক্ত সিগারেটের মূল্য নির্ধারণসহ উহার প্যাকেটে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৭ (প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যহতি প্রদান)-** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ (মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক) বিষয়ক প্রজ্ঞাপন (এস.আর.ও. নং-১৯৪-আইন/২০১৯/৫১-মূসক।)	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ (মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক) বিষয়ক প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং-১৬৪-আইন-২০১৭/০৭ মুসক-। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ধারা ৫৮ এর সহিত পঠিতব্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর First Schedule এ বর্ণিত শিরোনাম সংখ্যা Heading No. ২৪.০২ এর আওতাধীন উৎপাদিত তামাকজাত সিগারেটের উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আদায়ের লক্ষ্যে বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। বিধিমালাটি উৎপাদিত বা আমদানীকৃত তামাকযুক্ত সিগারেটের মূল্য নির্ধারণসহ উহার প্যাকেটে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত। উক্ত বিধিমালার ধারা ৬ এ উৎপাদিত সিগারেটের প্যাকেটে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল লাগাইবার পদ্ধতি অংশে ৬ (২) এ উল্লেখ করা হয়েছে, স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল লাগাইবার সময়, স্ট্যাম্পিং মেশিনের কারিগরি ত্রুটির কারণে কোন স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল নষ্ট হইলে, উক্ত নষ্ট হইয়া যাওয়া স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল উৎপাদনক কর্তৃক সংরক্ষণ করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, নষ্ট হওয়া স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোলের সংখ্যা কোনক্রমেই ব্যবহৃত স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোলের মোট সংখ্যার ১ (এক) শতাংশের অধিক হইতে পারিবে না। আরো শর্ত থাকে যে, কারিগরী ত্রুটি ব্যতিত অন্যকোন কারণে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল নষ্ট হইবার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কমিশনার যথাযথ তদন্তপূর্বক, ব্যবহৃত ব্যান্ডরোলের মোট সংখ্যার সর্বোচ্চ ২ (দুই) শতাংশ পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে মর্মে বোর্ডে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদন বিষয়ে বোর্ড হতে ভিন্নরুপ কোন নির্দেশনা প্রদান না করিলে স্ট্যাম্প বা ব ব্যান্ডরোলের ২ শতাংশ পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে। **সুপারিশ-** রাজস্ব বোর্ড থেকে এসআরও জারির মাধ্যমে সিগারেটের ব্যান্ডরোলের ক্ষেত্রে ছাড় প্রদাণ করা হয়েছে। তামাকের মতো ক্ষতিকর পণ্যের ক্ষেত্রে এধরনের বিধান বাতিল করা জরুরী।

২	**বিড়ির ওপর প্রদেয় কর আদায় ও বিড়ির প্যাকেটে ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৭ (প্রজ্ঞাপন দ্বারা)-** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ (মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক) বিষয়ক প্রজ্ঞাপন (এস.আর.ও নং-১৬৪-আইন-২০১৭/০৭ মুসক-)	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ (মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক) বিষয়ক প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং-১৬৫-আইন-২০১৭/০৮ মুসক-। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ধারা ৫৮ এর সহিত পঠিতব্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর First Schedule এ বর্ণিত শিরোনামা সংখ্যা (Heading No.) ২৪.০২ এর আওতাধীন উৎপাদিত তামাকজাত বিড়ির উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আদায়ের লক্ষ্যে বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। বিধিমালাটি বিড়ির ওপর প্রদেয় কর আদায় ও বিড়ির প্যাকেটে ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত। উক্ত বিধিমালার ধারা ৬ এ বিড়ির প্যাকেটে ব্যান্ডরোল লাগাইবার পদ্ধতি অংশে ৬ (৩) উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যান্ডরোল লাগাইবার সময়, কারিগরি বা অন্যকোন প্রকার ত্রুটির কারণে কোন ব্যান্ডরোল নষ্ট হইলে, উক্ত নষ্ট হইয়া যাওয়া ব্যান্ডরোল বিড়ি উৎপাদনকারী কর্তৃক সংরক্ষণ করিতে হইবে। ৬ (৪) এ উল্লেখ করা হয়েছে (৩) এর অধীন নষ্ট হওয়া ব্যান্ডরোলের সংখ্যা কোনক্রমেই ব্যবহৃত ব্যান্ডরোলের মোট সংখ্যার ১ (এক) শতাংশের অধিক হইবে না। তবে কারিগরী ক্রুটি ব্যতিত অন্যকোন কারণে ব্যান্ডরোল নষ্ট হইবার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কমিশনার যথাযথ তদন্তপূর্বক, ব্যবহৃত ব্যান্ডরোলের মোট সংখ্যার সর্বোচ্চ ২ (দুই) শতাংশ পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে মর্মে জাতীয় রাজস্ববোর্ডে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদন বিষয়ে বোর্ড থেকে ভিন্নরুপ কোন নির্দেশনা প্রদান না করিলে ব্যান্ডরোলের ২ শতাংশ পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে। **সুপারিশ-** রাজস্ব বোর্ড থেকে এসআরও জারির মাধ্যমে বিড়ির ব্যান্ডরোলের ক্ষেত্রে ছাড় প্রদাণ করা হয়েছে। তামাকের মতো ক্ষতিকর পণ্যের ক্ষেত্রে এধরনের বিধান বাতিল করা জরুরী।
৩	**স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ (প্রতীক) সংশোধনী ২৭-২-২০১৯**	**স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ (প্রতীক) সংশোধনী ২৭-২-২০১৯** নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন করে বিধিমালার তফসিল ২ এর (৩৫) এ মেয়র পদে রাজনৈতিক দলের মনোনিত প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতিকসমুহের তালিকায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের অন্যতম আনুসাঙ্গিক "হুক্কা" প্রতিক হিসাবে উল্লেখ করা রয়েছে। **সুপারিশ-** স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন করে "হুক্কা" প্রতিক উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন
৪	**স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০**	**স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০** নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন করে বিধিমালার তফসিল ২ এর (৩৫) এ চেয়ারম্যান পদে রাজনৈতিক দলের মনোনিত প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতিকসমুহের তালিকায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের অন্যতম আনুসাঙ্গিক "হুক্কা" প্রতিক হিসাবে উল্লেখ করা রয়েছে। **সুপারিশ-** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন করে "হুক্কা" প্রতিক উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন
৫	**নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা-২০০৮ (সংশোধিত)**	**নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা-২০০৮ (সংশোধিত)** নির্বাচন কমিশন ২০১৭ সালে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধন করে উক্ত বিধিমালার বিধি ৯ এর উপবিধি (১) এর নিম্নরুপ উপবিধি (১) প্রতিস্থাপিত হয়েছে। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে বরাদ্দকৃত প্রতিকের তালিকায় ৬৪ নম্বরে "হুক্কা" প্রতিক হিসাবে উল্লেখ করা রয়েছে। **সুপারিশ-** নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধন করে "হুক্কা" প্রতিক উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন
৬	**উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩**	**উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩** নির্বাচন কমিশন উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ সংশোধন করে বিধিমালার তফসিল ২ এর (৩৫) এ চেয়ারম্যান পদে রাজনৈতিক দলের মনোনিত প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতিকসমুহের তালিকায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের অন্যতম আনুসাঙ্গিক "হুক্কা" প্রতিক হিসাবে উল্লেখ করা রয়েছে। এছাড়াও ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদের জন্য সংরক্ষিত প্রতিক হিসাবে **৩৫ নম্বরেও "হুক্কা" রয়েছে।** **সুপারিশ-** উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ সংশোধন করে "হুক্কা" প্রতিক উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন

আদেশ

ক্র: নং	আদেশ	
১	-আমদানী নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮	আমদানী নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ বাংলাদেশে সকল প্রকার পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি ২০১৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে উক্ত তারিখ অতিক্রান্ত হবার পর নূতন আমদানি নীতি আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত এর কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে। মানুষের খাদ্য দ্রব্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে -২৮ টি উপধারার মাধ্যমে প্রযোজ্য শর্তাদির উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ধারা ১৬ (১৩) তে উল্লেখ রয়েছে, সিগারেট, সিগারেট পেপার, পাইপের তামাক, হুইস্কি, বিয়ার ও অন্যান্য মদ জাতীয় পানীয়, কনসেনট্রেটেড এসেন্স, মশলা, ঔষধ আমদানির ক্ষেত্রে কোন তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে না। এছাড়াও ধারা ২৬ (২০) এ সিগারেট এর ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, আমদানিযোগ্য সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে বাংলায় সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ "ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর" স্পষ্টভাবে মুদ্রিত থাকতে হবে, তবে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ কর্তৃক সিগারেট আমদানির ক্ষেত্রে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে উক্তরূপ সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ বাংলা ব্যতীত অন্য যে কোন ভাষায় মুদ্রিত থাকতে হবে। ওয়েবসাইটে প্রদত্ত গেজেটের ১৪০৪ নম্বর পৃষ্ঠায় এক্লাস এসোসিয়েশনের তালিকায় ৪৫ নম্বরে রয়েছে, বাংলাদেশ বেটেল লিফ (পান) এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন ইস্পাহানি বিল্ডিং (৯ম তলা) ১৪-১৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। তালিকায় ৪৮ নম্বরে রয়েছে, বাংলাদেশ বিড়ি শিল্প মালিক সমিতি ৯/এ, এসি রায় রোড, আরমানিটোলা, ঢাকা। তালিকায় ৬৭ নম্বরে রয়েছে- বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (কিছুক্ষন ভবন) (৪র্থ তলা) ৪৩/১, উলন রোড, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯। এবং তালিকার ৩০৩ নম্বরে রয়েছে, বাংলাদেশ টোবাকো প্রোডাক্টস ডিস্ট্রিবিউটর্স এসোসিয়েশন এপার্টমেন্ট # এ৮, বাড়ী # ২৭, সড়ক # ১১৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
২	<u>**The Essential Commodities Control Order, 1981**</u>	<u>**স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ (প্রতীক) সংশোধনী ২৭-২-২০১৯**</u> এ আদেশের ধারা ২২ এ উল্লেখ করা হয়েছে নির্মাতা বা আমদানীকারক ছাড়া কোন ব্যক্তি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় বা স্টোরেজ করতে পারবে না। এখানে ১০টি পণ্যের জন্য লাইসেন্স ফি উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে সিগারেট (লাইসেন্স ফি ৫০০ টাকা) রয়েছে। এখানে ২৫ ধারায় ১৪টি অর্ডার বাতিল করা হয় যেখানে, ১৯৫৭ সালের The Cigarettes Distribution Order. ২০১২ সালের ৮ অক্টোবর Essential Commodities Order, 1981 এর Paragraph 22 এর Clause (2) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ Clause (2) প্রতিস্থাপিত করা হয়। সেখানেও সিগারেটের (লাইসেন্স ফি ৬০০ টাকা) নাম উল্লেখ রয়েছে। শুধু ১০০ টাকা লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। গেজেটে উল্লেখিত তারিখ অনুসারে এ বিধান ২০১৩ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে। **সুপারিশ-** লাইসেন্স ফি অত্যন্ত কম নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের প্রণীত গাইডলাইন এর সাথে সমন্বয় করা জরুরী।

অন্যান্য তথ্যাবলী

(কয়েকটি আইনের অপব্যবহার ও দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ এবং ওয়েব সাইটে প্রদত্ত)

		বিস্তারিত
১	<u>**পরিপত্র-২০১৫ (আয়কর)**</u> **২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে** **আয়করের ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তন সমূহের স্পষ্টীকরণ সংক্রান্ত প্রকাশনা**	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ওয়েব সাইটে প্রদাণকৃত নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৩০.০৩.০০৯(অংশ-১).১৫/৫৬ তারিখঃ ০৩ ভাদ্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ..........১৮ আগস্ট, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ । ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট কার্যক্রমের আওতায় আয়কর আইন, বিধি ও প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ পরিপত্র-০১ (আয়কর)/২০১৫ তে, অর্থ আইন, ২০১৫ এবং বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে। নব প্রবর্তিত ওসংশোধিত আইন, বিধি ও প্রজ্ঞাপনসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে ও করদাতাদের সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানসমূহ সহজভাবে অবহিত করার লক্ষ্যে আনীত সংযোজন/ সংশোধন/পরিবর্তন/পরিমার্জনসমূহ উপস্থাপন করা হয়। উক্ত ডকুমেন্ট এর পৃষ্ঠা ১৬-১৭ তে ১৬ নম্বরে উল্লেখ করা হয়, "১৬। সিগারেট প্রস্তুতকারকের সিগারেট উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবসায় অর্জিত আয় অন্য কোন উৎসের ক্ষতির সাথে সমন্বয়যোগ্য না হওয়া সংক্রান্ত- আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৩৭ এর সংশোধনঃ অর্থ আইন, ২০১৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৩৭ এ বিদ্যমান তিনটি প্রোভাইসো'র পর আরও একটি নতুন প্রোভাইসো সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত এ প্রোভাইসো'র বিধান অনুসারে কোন করদাতার অন্য কোন উৎসের অর্জিত ক্ষতিজনিত আয়কে সিগারেট উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবসা খাতের আয়ের সাথে সমন্বয় করা যাবে না। তবে, সিগারেট উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবসা খাতের ক্ষতি অন্য ব্যবসা খাতের আয়ের সাথে সমন্বয় করা যাবে।" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২	কৃষি বিপনন অধিদপ্তর	কৃষি মন্ত্রণালয়ের "কৃষি বিপনন অধিদপ্তর" এর আওতায় কৃষিমূল্য উপদেষ্টা কমিটির তামাক ফসলের মূল্য নির্ধারণী সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তামাক পণ্যের মূল্য নির্ধারণের পাশাপাশি মনিটরিং ক্ষেত্রেও কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদাণ ও সম্পৃক্ত থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। যা সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। তামাকের মত ক্ষতিকর পণ্যের মূল্য নির্ধারনে সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে সহায়ক। আরো কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো প্রভাব বিস্তারে সহায়ক। যেমন তামাক কোম্পানীকে রাস্ট্রীয়ভাবে পুরুস্কার প্রদাণ (বৃক্ষরোপন, সর্বোচ্চ করদাতা, বৃহৎ করদাতা শিল্প প্রতিষ্ঠান)
৩	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে	**কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর ওয়েব সাইটে তামাক সম্প্রসারণে সহায়ক তথ্য ও কার্যক্রম বিদ্যমান রয়েছে।** বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যাপ্তি অর্ধ শতাব্দীর মত হলেও এর পেছনে শতাধিক বর্ষের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায়, ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশে প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উত্থাপন হওয়ার প্রেক্ষিতে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। ১৯৪৩ সালে থেকে বাস্তবিকভাবে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসলভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমুহ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা- ডিএ (ইএন্ডএম), ডিএ (জেপি), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হর্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সার্ডি একত্রিভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। পরিকল্পিত এবং অংশিদারীত্বমূলক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য (এনএইপি) বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ৮টি উইংয়ের সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, বর্তমানে যে ৮টি উইংয়ের সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার মধ্যে তামাকও রয়ে গেছে। **সুপারিশ-** বর্তমানে যে ৮টি উইংয়ের সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার মধ্যে থেকে তামাক বাদ দেওয়ার জরুরী
৪	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯	**ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-** এ আইনে মোট ৮২টি ধারা রয়েছে। এ আইনের **ধারা ৩৭** অনুসারে, কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধি দ্বারা কোন পণ্য মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করবার এবং মোড়কের গায়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওজন, পরিমাণ, উপাদান, ব্যবহার-বিধি, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, প্যাকেটজাতকরণের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করবার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। উল্লেখ্য বাংলাদেশে অধিকাংশ তামাকজাত পন্য মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় হয়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৩৭ ধরা লঙ্ঘন এর ক্ষেত্রে শাস্তি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ড। এছাড়াও এ আইনে ৩৭ ধারা বাস্তবায়নে কোম্পানীর কোন আগ্রহ না থাকলেও ৩৮ ধারাটি নিজেদের সুবিধার্থে অপব্যবহার করছে। ধারা ৩৮ এ মূল্যের তালিকা প্রদর্শন বা করিবার দন্ডটি তামাক কোম্পানী অপব্যবহার করছে। আইন অনুসারে কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধি দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতা অমান্য করিয়া তাহার দোকান বা প্রতিষ্ঠানে সহজে দৃশ্যমান কোন স্থানে পণ্যের মূল্যের তালিকা লটকাইয়া প্রদর্শন না করিয়া থাকিলে অনুর্ধ্ব এক বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন। এধারার মাধ্যমে তামাক কোম্পানী বিভিন্ন দোকানে সিগারেটের মূল্য তালিকা প্রর্দশন করছে। **সুপারিশ-** ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৩৭ ধারা তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং ৩৮ ধারাটি সংশোধন করে তামাক ব্যতিত কথাটি সংযুক্ত করতে হবে।
	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫-	এ আইনে মোট ১৮টি ধারা রয়েছে। বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে এ আইনটি একটি সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করছে। তথাপি ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণে আর্ন্তজাতিক চুক্তি এফসিটিসি অনুসারে বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন এবং ২০১৩ সালে এ আইনটি সংশোধন করা হলেও তামাক কোম্পানির বাণিজ্যিক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিগুলো সংরক্ষণ বা সুরক্ষিত করার বিষয়টিতে গুরুত্ব প্রদাণ করা হয়নি। অর্থাৎ বর্তমান আইনে তামাক কোম্পানীর কুট কৌশল প্রতিহত করার জন্য শক্তিশালী কোন ধারা নেই। ফলে তামাক নিয়ন্ত্রণে পৃথক সক্রিয় একটি আইন থাকার পরও নীতিতে হস্তক্ষেপের বিষয়ে কোম্পানীকে কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। **সুপারিশ-** তামাক নিয়ন্ত্রন আইন সংশোধন করে এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ এর বিষয়টি উল্লেখিত আইনে অর্ন্তভুক্ত করা জরুরী। এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে একটি গাইড লাইন প্রণয়ন জরুরী

অধ্যায়-৬

বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত

তামাক কোম্পানিগুলো বিভ্রান্তকর তথ্য দিয়ে নীতি-নির্ধারকদের নিজেদের পক্ষে সংবেদনশীল করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। এখানে উপস্থাপিত তথ্যের বাইরেও তামাক কোম্পানিগুলোর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র আরো থাকতে পারে। এখানে শুধুমাত্র গণমাধ্যম এবং অন্যান্য গ্রহণযোগ্য সুত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো উপস্থাপন করা হলো। -

সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সুরক্ষায় এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হলেও দুঃখের বিষয় সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক কর্মকর্তা এখনো বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত নয়। এ ক্ষেত্রে সরকারের একধরনের দ্বৈত ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছে। একদিকে তামাক নিয়ন্ত্রণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা হিসাবে গৃহিত হয়েছে। অপরদিকে তামাক কোম্পানিতে সরাসরি সরকারের শেয়ার বিদ্যমান রয়েছে। যা সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে।

সাইফুদ্দিন আহমেদ,
সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট

আইন বাস্তবায়নঃ কোম্পানীর হস্তক্ষেপ

তামাক কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবহিত। এরপরও শুধুমাত্র মুনাফা লাভের জন্য তামাকের মতো স্বাস্থ্যহানীকর পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে। রেনল্ড আমেরিকান'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুদান ক্যামেরন স্বীকার করেন প্রচলিত সিগারেট স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ক্ষতিকর। যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম তামাক কোম্পানি "রেনল্ড আমেরিকান" তাদের প্রতিষ্ঠানটির কারখানা, ক্যাফেটেরিয়া ও ফিটনেস স্টোর, কনফারেন্স রুম, নিজেদের কর্মীদের ডেস্ক বা কক্ষ, সিড়ি, লিফটসহ ভবনে যে কোন ধরনের প্রচলিত সিগারেট, চুরুট বা পাইপজাতীয় ধূমপান নিষিদ্ধ করে (Daily Bonik Barta, 25 October 2014)। ক্ষতিকর পণ্য জানার পরও নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণে তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ণ, বাস্তবায়ন, নীতি প্রণয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

জেসটিনি বুধবার, ১ আগস্ট ২০০৭

আইন না মেনে ধূমপায়ীদের পুরস্কার দিচ্ছে বিএটিবি

আইন না মেনে ধূমপায়ীদের

২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে বাংলাদেশ সরকার সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করে এবং আইনটি বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো আইন অমান্য করে নানা ধরনের উপহার সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহিত করার নানাবিধ কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। যা তৎকালীন সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গণমাধ্যমে বিস্তারিতভাবে উঠে আসে। আইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহিতকরণে কোনো ধরনের দান, পুরস্কার, বৃত্তি বা স্কলারশিপ প্রদান নিষিদ্ধ থাকার পরও তামাক কোম্পানিগুলো আইপড, রেডিও, ঘড়ি, টর্চ লাইট ইত্যাদি প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেয়। এ সকল কার্যক্রম আইন প্রণয়নের পর থেকে বিরতিহীনভাবে অব্যাহত থাকে। এছাড়াও নববর্ষের শুভেচ্ছা, টি-শার্ট, ছাতা, ক্যালেন্ডার, দোকান এবং ভ্রাম্যমান গাড়ীর গায়ে বিভিন্ন তামাক পণ্যের ব্রান্ডের রং করেও বিজ্ঞাপন প্রচার করতে দেখা গেছে কোম্পানিগুলোকে (WBB Trust, 2011)। তাদের এত ব্যাপক প্রচারনা এবং পুরস্কার অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ধূমপান শুরু করতে উৎসাহিত করে। রাজশাহীর পবা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পুরস্কারের আশায় ছিন্নমূল শিশুদেরকে প্যাকেট সংগ্রহ করতে করতে সিগারেটে আসক্ত হতে দেখা গেছে (প্রথম আলো, ২৬ জুন ২০১০)।

আইন প্রণয়নের পর থেকে এখন পর্যন্ত কোম্পানিগুলো বিভিন্ন কৌশলে আইন লংঘনের ধারা অব্যহত রেখেছে যা একাধিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য করে সারাদেশে তামাকের প্রচারণা চালায় কোম্পানিগুলো (সমকাল, ৮ মার্চ ২০০৮)। সিগারেট কোম্পানিগুলো আইনের তোয়াক্কা না করে অর্থের বিনিময়ে রাস্তার পাশের দোকানদারদেরকে এসব বিজ্ঞাপন লাগাতে প্রলুব্দ করে (দেশবাংলা, ১২ এপ্রিল ২০০৮)। গণমাধ্যমে উঠে আসে যে, কোনভাবেই আইন মানছে না তামাক কোম্পানিগুলো। সারাদেশে ঢাকা টোব্যাকো, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো, আবুল খায়ের গ্রুপ, আকিজ গ্রুপ, নাসির বিড়ি, আলফা টোব্যাকোসহ অন্য ছোট ছোট

কোম্পানিগুলো আইন লঙ্ঘন করে নানাভাবে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে (ডেসটিনি, ১৯ এপ্রিল ২০০৮)। শুধু রাজধানী নয় বরং সমগ্র দেশ জুড়ে তামাক কোম্পানির আইন লঙ্ঘনের চিত্র দৃশ্যমান। কুষ্টিয়ায় ২০১৫ সালেও জেলাজুড়ে মুদিখানা দোকান, চায়ের ষ্টল, সিগারেটের ষ্টলে অভিনব কায়দায় তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন এর চিত্র দেখা গেছে (আমার সংবাদ, ২৪ মে ২০১৫)। ব্রান্ড মার্কেটিংয়ের নামে এ সময়কালে বিপুল অর্থ ব্যয় করেছে বিএটিবি। ২০১৫ সালে কোম্পানিটি ব্র্যান্ড মার্কেটিংয়ে ১৯৩ কোটি টাকার বেশী ব্যয় করেছে। সরাসরি বিজ্ঞাপন ও প্রচার না করলেও নিজস্ব বিক্রয় কর্মী, বিক্রয় কেন্দ্র ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিএটিবি পরোক্ষভাবে এ ব্যয় করেছে বলে এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায় (Bonik Barta, 27 December 2016)।

বিড়ি শ্রমিকরা তামাক নিয়ন্ত্রণ সংশোধন আইন-কে কালো আইন হিসাবে আখ্যায়িত করে।

রংপুরের সোনার চাঁদ বিড়ি ও লাটিম বিড়ি তাদের পণ্যের প্রসারে আইন লঙ্ঘণ করে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে ছাগল, সাইকেল, হারিকেন, প্লাষ্টিক বালতি, ১৪ ইঞ্চি রঙ্গীন টিভিসহ লাখ লাখ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে (Vorer Daak, 8 March 2009)।

এসময় বিভিন্ন স্থানে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অপসারনে প্রসংশনীয় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে তাৎক্ষনিকভাবে তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসারন করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পরই পুনরায় তামাক কোম্পানিগুলো মাঠ পর্যায়ে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাদের বিক্রয় স্থলে বিজ্ঞাপন প্রদানে উৎসাহিত করে।

২০১৮-১৯ সালে দ্যা ইউনিয়নের সহযোগিতায় ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণায় জানা যায়, তামাক কোম্পানিগুলো শুধু বিজ্ঞাপন ও তামাক সেবনেই উৎসাহিত করছেনা বরং তামাকের ব্যবসা সম্প্রসারণে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে এজেন্ট হিসাবে যুক্ত করছে। একদিকে তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার থাকায় আইন বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণে অনেকের মধ্যেই দ্বিধা রয়েছে। অপরদিকে আইন অনুসারে বিজ্ঞাপন প্রদান নিষিদ্ধ হলেও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ সম্পৃক্ত থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণ আইন বাস্তবায়নে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। সাধারণ জনগণ এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোকেও ভীত হয়ে প্রতিবাদ থেকে বিরত থাকতে দেখা গেছে। অনেক সময় প্রতিবাদ করলেও পরে তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিদের হুমকির কারণে বাধ্য হয়ে স্থানীয় থানায় সাধারণ ডায়েরী করতে হয়েছে।

আইন সংশোধন: কোম্পানীর হস্তক্ষেপ

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের দুর্বলতা, প্রতিবন্ধকতা ও এফসিটিসির সঙ্গে আইনের অসামঞ্জস্যতাগুলো দূর করতে ২০০৫ সালে প্রণীত ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আইনটি সংশোধন করতে প্রায় সাত বছর সময় লেগে যায়। বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন বিলম্বের অন্যতম কারণ তামাক কোম্পানিগুলোর অযাচিত হস্তক্ষেপ, যা ঐ সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে গুরুত্বের সাথে উঠে আসে। ২০১১ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনকে "বিড়ি শিল্পকে ধ্বংসের অপচেষ্টা" বলে উল্লেখ করে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন মানববন্ধন করে। এসময় বিড়ি শ্রমিকরা তামাক নিয়ন্ত্রণ সংশোধন আইন, ২০১১-কে কালো আইন হিসাবে আখ্যায়িত করে (Daily Janakantha, 19 Dec 2011)। তাদের অভিযোগ, সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ সংশোধনের নামে বিড়ি শিল্প ধ্বংসের অপচেষ্টা চালাচ্ছে (Daily Inqilab, 18 Dec. 2011)। তামাক নিয়ন্ত্রন আইনটি আটকে দেয় অর্থ মন্ত্রণালয়। প্রথম আলোর এক প্রশ্নের জবাবে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মন্তব্য করেন "শিল্পের সমস্যা হবে এমন কোন পদক্ষেপ এখন নেওয়া যাবে না" (Prothom Alo, 2012)।

শুধু বিড়ি শ্রমিক নয় বরং দেশীয় তামাক শিল্পের স্বার্থরক্ষায় সহায়তা চায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)। এসময় বিভিন্ন

প্রথম আলো
অনলাইন সংস্করণ

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন আটকে দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়

শেখ সাবিহা আলম। *তারিখ: ০৩-০৬-২০১২*

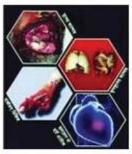

অর্থ মন্ত্রণালয় সংশোধিত ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন আটকে দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, অর্থ মন্ত্রণালয় তামাক উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থে আইনটি সংশোধনে বাধা দিচ্ছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৫ ও সংশোধিত আইনটি পাশাপাশি রাখলে পার্থক্য চোখে পড়ে। ২০০৫-এর আইনে শাস্তি ও জরিমানা পর্যাপ্ত ছিল না। তা ছাড়া সরাসরি কোম্পানিকে জরিমানা করা যেত না। সংশোধিত আইনে দৃষ্টান্তমূলক আর্থিক জরিমানা করাসহ সরাসরি শাস্তির বিধান সংযোজন করা হয়েছে।

তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) টোব্যাকো ট্যাক্স সেলের প্রধান সমন্বয়ক আবদুর রউফ প্রথম আলোকে বলেছেন, আইন অমান্য করার দায়ে বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে সংশোধনীতে যে শাস্তির প্রস্তাব করা হয়েছিল, তা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জরিমানা কত কমানো হয়েছে, সংশোধিত আইনটির ভবিষ্যৎ কী, জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বিস্তারিত কিছু বলেননি। গত ২৮ মে বিদ্যুৎ ভবনে একটি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষে প্রথম আলোর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'শিল্পের সমস্যা হবে—এমন কোনো পদক্ষেপ এখন নেওয়া যাবে না।'

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, রাজস্ব হারানোর ভয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় তামাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়। তাঁদের বক্তব্য হলো, তামাক ব্যবহারের ফলে বছরে পাঁচ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়। এ খাত থেকে বছরে আয় হয় দুই হাজার

গণমাধ্যমে তামাক কোম্পানির পক্ষ থেকে অবাস্তব ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রন) আইন সংশোধন উল্লেখ করে সংবাদ প্রকাশ করা হয়। তামাক কোম্পানিগুলো উল্লেখ করে আইন সংশোধন করা হলে সরকার ১০ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব হারাবে। ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ ঝুকিতে পড়বে। (Daily Sangbad, 19 Dec 2011) বিএটিবি'র একটি প্রতিনিধিদল সরকারের তৎকালীন শিল্পমন্ত্রীর সাথে স্বাক্ষাৎ করে। এসময় মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকতাগণ উপস্থিত ছিলেন। তারা উল্লেখ করেন, আইন সংশোধনের নামে তামাক শিল্পকে ধ্বংস করলে জাতি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। শিল্পমন্ত্রী উল্লেখ করেন, তামাকের ক্ষেত্রে শিল্প হিসাবে যতটুকু ছাড় দেওয়ার অবকাশ রয়েছে তা যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে। তবে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র ক্ষতিগ্রস্থ হবার মতো কোন শিল্পকে সরকার পৃষ্ঠপোষকতা দেবে না (Gonokantha, 20 Dec 2011)।

২০১৩ সালে আইন প্রতিমন্ত্রী একটি সভায় বলেন, "সিগারেট কোম্পানিগুলো তাদের স্বার্থ রক্ষায় সরকারের উচ্চ পর্যায়ে তদবিরের জন্য শক্তিশালী লবিষ্ট নিয়োগ করেছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে আমরা একটি আইন করেছি। তবে এই আইন করতে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে (ইনকিলাব, ২ জুন ২০১৩)। মনে রাখতে হবে সিগারেটের এই বেনিয়া গোষ্ঠী কম শক্তিশালী নয়। সরকারের সদিচ্ছার কারণে তাদের তদবিরে কোনো কাজ হয় নাই। সাধারণ মানুষদের দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার শেষ পর্যন্ত আইনটি পাস করেছে" (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১ জুন ২০১৩)।

বিধিমালা প্রণয়নঃ কোম্পানীর হস্তক্ষেপ

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করা হয় ২০১৩ সালে। তৎকালীন সময়ে "যায় যায় দিন" পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের বিধিমালা ভেটিং ও পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য প্রায় এক বছর আগে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলেও সেখানে সিগারেট কোম্পানির পক্ষে বিধিমালায় শর্তযুক্ত করার প্রস্তাব দেয় আইন মন্ত্রণালয়। অপরদিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তাদের প্রেরিত প্রস্তাবটিই বহাল রাখার অনুরোধ করে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিধিমালাটি দ্রুত ফেরত পাঠানোর তাগিদ দিয়ে চিঠি পাঠানোর পরও বিধিমালাটি আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে আটকে যায় *(Jaijai Din, 15 Sept 2014)*।

২০১৯ সালে উক্ত বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে গণমাধ্যমে উঠে আসে। এ সময়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব এর বিরুদ্ধে কোম্পানির কাছ থেকে সুবিধা নিয়ে ভেটিংয়ের সময় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' এর বিধিমালায় তামাক কোম্পানির পক্ষে বিভিন্ন বিষয় যুক্ত করার অভিযোগ পাওয়া যায়। উনাদের ছেলে-মেয়ে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি) কোম্পানিতে চাকরি করেন। 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা'র খসড়ায় বলা হয়েছিল, তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সরবরাহ করা রঙিন ছবি ও লেখা সংবলিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী অবিকল ছাপতে হবে। সেইসাথে খসড়া বিধিমালায় উল্লেখ করা হয় "বিধি কার্যকর হওয়ার সর্বোচ্চ ৯ মাস পর থেকে সতর্কবাণীযুক্ত মোড়ক ছাড়া কোনো তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাত বা বিক্রি করা যাবে না"। এ অবস্থায় এটি লেজিসলেটিভ বিভাগে ভেটিংয়ের জন্য পাঠানো হয়। লেজিসলেটিভ বিভাগ সতর্কবাণী যুক্ত করার সময় নয় মাস থেকে বাড়িয়ে ১৮ মাস করার প্রস্তাব দিয়ে বিধিমালার খসড়াটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠায়। ২০১৪ সালে তৎকালীন স্বাস্থ্য সচিব বলেছিলেন, "আইন মন্ত্রণালয় সতর্কবাণীযুক্ত করার সময় ১৮ মাস করার কথা বলেছে"। বিষয়টি আমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি। আইন মন্ত্রণালয় সাধারণত ভেটিংয়ের সময় কোন আইন বা বিধি বহাল আছে এবং সেটি অন্য কোনো আইন বা বিধির সঙ্গে সাংঘর্ষিক কি-না তা দেখে থাকে। এর বাইরে আইন বা বিধিমালায় কোনো সংশোধন আনার এখতিয়ার না থাকলেও তৎকালীন সময়ে দায়িত্বরত কর্মকর্তা সিগারেট কোম্পানিগুলোর পক্ষে সংশোধন এনেছিলেন *(Jagonews24.com, 2019)*।

স্বাস্থ্য সর্তকবাণীঃ কোম্পানীর হস্তক্ষেপ

১৯৮৭ সাল থেকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে প্যাকেট ওয়ার্নিং বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করে। ফলে তৎকালীন সময়ে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার বিষয়টি সাময়িকভাবে যুক্ত করার চুক্তি গৃহীত হয় *(Truth Tobacco Industry Documents, Date Added UCSF :2005 June 01)*।

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের পূর্বে মোড়কে লিখিত সর্তকবার্তা প্রদাণ করা হতো কিন্তু সেটির ব্যবহার বাধ্যতামূলক ছিলনা।

Co-operation between the tobacco industry/British American Tobacco Bangladesh [redacted]

From 1987 British American Tobacco Bangladesh has been in continuous dialogue with Ministry of Health, Ministry of Law and Ministry of Finance. This resulted in the voluntary agreement to print health warnings on packs from 1987 which is discussed further below. [As a result, parliament did not think it necessary to debate proposed legislation of the government of President Husaiyn Mohammad Ershad to ban tobacco advertisements in 1991. – delete?]

২০০৫ সাল থেকে "সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ-ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর" এ ধরনের লিখিত বার্তা প্রদানের প্রচলন করা হয়[২৫]। ("সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ-ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর" এ ধরনের লিখিত বার্তাসহ ছবি) দীর্ঘদিন থেকেই বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠনগুলো তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সর্তকবানী প্রদানের দাবী জানিয়ে আসছিল। ---সালে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন বিষয়ক প্রকাশনায় মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সর্তকবানী প্রদানের সুপারিশ করা হয়। তৎকালীন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর পক্ষ থেকে সরাসরি ধোয়াঁযুক্ত এবং ধোয়াঁবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সর্তকবার্তার নমুনা তৈরী করে হস্তান্তর করা হয়। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থানেও এধরনের নমুনা তৈরী করে হস্তান্তর করা হয়।

২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের পর প্যাকেটের ৩০% জায়গা জুড়ে লিখিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়। এসময় তামাক কোম্পানিগুলো সর্তকবাণী প্রদানের বিষয়ে নানা ধরনের গড়িমসি শুরু করে। আইন পাস হওয়ার আগেই প্রচুর সিগারেটের প্যাকেট বাজারে পৌছে যাওয়ায় সহসাই ৩০% জায়গা জুড়ে সতর্কবাণী লেখা থাকা প্যাকেট বাজারে পাওয়া যাবেনা জানিয়ে মন্ত্রণালয়কে চিঠিও প্রদান করে তামাক কোম্পানিগুলো *(Ajker kagoj, 5 April 2005)*।

২০১৩ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও ২০১৫ সালে বিধিমালা সংশোধনের পর উক্ত আইন ও বিধিমালা অনুসারে ১৯ মার্চ ২০১৬ থেকে সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ৫০% জায়গা জুড়ে উপরের দিকে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু আইনে উল্লেখ থাকলেও এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্যাকেটের উপরের অংশে না দিয়ে নিচের অংশে ছাপানোর বিষয়ে মতামত দেয়। ......'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন' অনুযায়ী তামাক পণ্যের সচিত্র সতর্কবার্তা প্যাকেটের উপরিভাগের ৫০% জায়গা জুড়ে রাখার বিধান থাকলেও সেটা বদলে তামাক কোম্পানির দাবি অনুযায়ী নিচের অংশে ছাপানোর সুযোগ দিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারির পেছনে হাত ছিল লেজিসলেটিভ সচিবের *(Jagonews24.com, 2019)*।

আজকের কাগজ ঢাকা মঙ্গলবার ২২ চৈত্র ১৪১১ ■ Tuesday 5 April 2005

আইন লঙ্ঘনসহ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে তামাক কোম্পানিগুলো

সতর্কবাণী সংবলিত কোনও প্যাকেট বাজারে পাওয়া যায়নি

মোস্তফা কামাল মল্লিক

তামাক কোম্পানিগুলো 'ধূমপান ও তামাকজাত (নিয়ন্ত্রণ) আইন- ২০০৫' লঙ্ঘন করছে। আইনে বলা হয়েছে সিগারেট কিংবা বিড়ির প্যাকেটের অন্তত ৩০ ভাগ স্থান জুড়ে তামাকের ক্ষতিকর সতর্কবাণী থাকতে হবে। কিন্তু সরেজমিনে বিভিন্ন মার্কেট ও তামাকের দোকানে গিয়ে কোনও ব্র্যান্ডের সিগারেটের প্যাকেটে এই পরিমাণ স্থান জুড়ে সতর্কবাণী লেখা পাওয়া যায়নি। এদিকে তামাক প্রস্তুতকারক কোম্পানি সূত্র থেকে জানা গেছে, আইন পাস হওয়ার আগেই প্রচুর পরিমাণে সিগারেটের প্যাকেট বাজারে পৌঁছে যাওয়ার জন্য সহসাই ৩০ ভাগ স্থান জুড়ে সতর্কবাণী লেখা থাকা প্যাকেট বাজারে পাওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে কোম্পানিগুলো মন্ত্রণালয়কে চিঠিও দিয়েছে। গত ১৫ মার্চ সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইনটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে। আইনটি কার্যকর হওয়ার দিন থেকেই ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রকাশ্যে ধূমপান করার জন্য কয়েকজন ধূমপায়ীকে জরিমানার সংবাদ পাওয়া গেলেও আইন লঙ্ঘনের জন্য সিগারেট প্রস্তুতকারী কোনও কোম্পানিকে এখন পর্যন্ত জরিমানা করা হয়নি। আইনের ১০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'প্যাকেটের গায়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সতর্কবাণী' - উপ-ধারা ১ এ বলা হয়েছে, তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে বড়

১৩ পৃষ্ঠায় ১ কলামে দেখুন

যার ফলে ১৯ মার্চ ২০১৬ থেকে তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটের উপরের অংশে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান এর বিধান থাকলেও ১৬ মার্চ ২০১৬ জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (স্মারক নং-স্বাপকম/এনটিসিসি/আইন ও বিধি বাস্তবায়ন/২০১৫/৪৭২) থেকে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়, ১৯ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ থেকে স্বচিত্র স্বাস্থ্য সর্তকবাণী ব্যতিত কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় বা বাজারজাত করা যাবে না। তবে কোনো প্রতিষ্ঠান অত্যাবশ্যক মনে করলে পুনরায় আদেশ না দেয়া পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে তামাকজাত দ্রব্যের নিম্নভাগে ৫০% স্থান জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করতে পারে।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল বা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের গণবিজ্ঞপ্তির প্রকাশের পূর্বেই ১২ মার্চ থেকেই *বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশন (বিসিএমএ)* এবং *ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)* সিগারেটের প্যাকেটের ডিজাইন পরিবর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করে লিফলেট, পোষ্টার ও হ্যান্ডবিল বিতরণ করে।

বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে সহায়ক নীতিগুলো সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিগত দিনে তামাক কোম্পানি নানা কৌশলে স্বাস্থ্য সর্তকবাণী উপরের দিকে দেওয়া হলে মোড়কে ব্যান্ডরোল প্রদানে অসুবিধা হবে উল্লেখ করে আমাদের নীতি নির্ধারকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং, এখন সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের ৯০% জায়গা জুড়ে স্বাস্থ্য সর্তকবাণী প্রদান করার সময় এসেছে। পৃথিবীর বহু দেশেই স্বচ্ছ ব্যান্ডরোল এর প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশেও এ ধরনের ব্যান্ডরোল প্রচলন করা যেতে পারে।

ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী (এমপি)
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টি এবং প্রেসিডেন্ট টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল

গণবিজ্ঞপ্তি

পরবর্তীতে ২০১৭ সালের জুলাই মাসে গনমাধ্যমে একটি গণবিজ্ঞপ্তি (স্মারক নং-স্বাপকম/এনটিসিসি/আইন ও বিধি বাস্তবায়ন/২০১৫/১১১) প্রকাশের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, কার্টন বা কৌটার নিম্নভাগের অনূন্য ৫০% জায়গা জুড়ে সতর্কবাণী মুদ্রণ সংক্রান্ত ১৬ মার্চ ২০১৬ তারিখের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর (স্মারক নং-স্বাপকম/এনটিসিসি/আইন ও বিধি বাস্তবায়ন/২০১৫/৪৭২) সংখ্যক গণবিজ্ঞপ্তি এতদ্বারা বাতিল করা হয়। গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, কার্টন বা কৌটার উপরিভাগের অনূন্য শতকরা ৫০% জায়গা জুড়ে সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ করতে হবে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের উপরিভাগে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদানের জন্য বেসরকারী সংস্থা *প্রজ্ঞা, উবিনীগ এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন* একটি রিট পিটিশন দায়ের করে। বিচারাধীন বিষয়টির মীমাংসা বিলম্ব করতে কোম্পানির যোগসাজশে *"অ্যাশ বাংলাদেশ"* নামক একটি সংগঠণ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর মুদ্রণ নিচের দিকে বহাল রাখতে হাইকোর্টে পাল্টা রিট পিটিশন করে। উক্ত পিটিশনের বিপরীতে হাইকোর্ট একটি রায় দেয়। যেখানে উল্লেখ করা হয়, "পিটিশনার কোম্পানিটি একটি এনজিও, যেটি তামাকের উৎপাদন ও ব্যবহার কমানোর উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে। কিন্তু পিটিশনের বিবৃতি এবং এনজিওটির বিজ্ঞ আইনজীবির উপস্থাপনা হতে এটি পুরোপুরি স্পষ্ট যে, এটি তামাক উৎপাদনকারী কোম্পানির অনুদানে করা হয়েছে। এ ধরনের আচরণে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে এরা লক্ষ্যের বিপরীতে কাজ করছে যা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ভবিষ্যতে এধরনের কাজ না করার জন্য সতর্ক করা হলো"।

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, হাইকোর্টের নির্দেশ মানতে তামাক কোম্পানিগুলো নানা গড়িমসি করে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে "১৯ মার্চ থেকে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের উপরের অংশে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা প্রদান বাধ্যতামূলক"। এই মর্মে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল একটি গণবিজ্ঞপ্তিও জারি করে। প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তির বিরোধীতা করে *বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন* জাতীয় রাজস্ব বোর্ড'র চেয়ারম্যান বরাবর একটি চিঠি দেয়। চিঠিতে ব্যান্ডরোল বা স্ট্যাম্প ঢেকে যাওয়ার দোহাই দিয়ে প্যাকেটের নিচের দিকে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা মুদ্রণ পুনর্বহালের দাবী জানানো হয়। এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তাঁর দপ্তরে সিগারেট কোম্পানির মালিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে। বৈঠকে অর্থমন্ত্রীর পাশাপাশি বাণিজ্য মন্ত্রী ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানও অংশগ্রহণ করেন। *(Songbad, 15 September 2017)*

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের পর বিধি প্রণয়ন করতে ২ বছর পার হয়ে যায়। ফলে মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের বিষয়টি দীর্ঘদিন বিলম্বিত হয়। বিধিমালার বিষয়ে তামাক কোম্পানিগুলোর সাথে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বৈঠকের খবর গণমাধ্যমে উঠে আসে (Janakantha, 15 January 2015)। তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের বিষয়ে নিজেদের পক্ষে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য তামাক কোম্পানিগুলো বেশ কয়েকটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে। এসব প্রতিষ্ঠান সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা তৈরী করতে বিদেশ থেকে মেশিন আমদানীসহ বিভিন্ন দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কথা তুলে ধরে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে তামাক কোম্পানিগুলো সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে ১০ মাসের মতো সময় নেয় *(Bhorer kagoj, 25 February 2015)*।

গণমাধ্যম সুত্রে আরো জানা যায়, বিগত দিনে তামাক কোম্পানিগুলো তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সর্তকবাণী প্রদানের বিষয়টি বিলম্বিত করতে চেয়েছে। ২০১৬ সালের মার্চ থেকে তামাকজাত পণ্যের প্যাকেটে ছবিসহ স্বাস্থ্য সর্তকবার্তা প্রদান বাধ্যতামূলক হলেও এ প্রক্রিয়াকে কিভাবে বিলম্বিত করা যায় সে ক্ষেত্রেই বেশী সক্রিয় ছিল তামাক কোম্পানিগুলো। এমনকি এ বিষয়ে সময় বৃদ্ধির আবেদন করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বরাবর বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএমএ) চিঠিও প্রেরণ করে। তামাক কোম্পানি থেকে বলা হয়, ব্যান্ডরোল দিলে ওপরের অংশ কিছুটা ঢেকে যাবে, তাই ছবিসহ স্বাস্থ্য সর্তকবার্তা প্যাকেটের নিচের দিকে দেওয়া হোক। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে ব্যান্ডরোল মোড়কের পার্শ্ববর্তী স্থানে লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হলে, তামাক কোম্পানিগুলো নানান তালবাহানা শুরু করে এবং জানায় যে, ব্যান্ডরোল সাইডে দিতে যে মেশিন প্রয়োজন তা তাদের নেই এবং এর জন্য তাদের অনেক টাকা খরচ করতে হবে *(Sangbad, 7 January 2016)*।

আমাদের দেশে ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ণ এবং ২০১৩ সালে সংশোধন হলেও এফসিটিসি অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর চেয়ে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানসারে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে দেশগুলোতে সিগারেটের প্যাকেটে সর্বাধিক জায়গা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী রয়েছে তন্মধ্যে পূর্ব-তিমুর (৯২.৫%, সামনে ৮৫% ও পেছনে ১০০%), নেপাল (৯০%), ভারত ও থাইল্যান্ড (৮৫%), শ্রীলংকা (৮০%) এবং মায়ানমার (৭৫%) অন্যতম *(Canadian Cancer Society, 2018)*।

তামাকের কর: কোম্পানীর হস্তক্ষেপ

অনেকে বলেন, তামাক কোম্পানি সরকারকে বহু টাকা কর দেয় কিন্তু কোথা থেকে দিচ্ছে? কি পণ্য বিক্রি করে এই কর দেয়? তামাক কোম্পানির উৎপাদিত পণ্য জনগনের কি উপকার করছে? উত্তরটি হচ্ছে জনগণের কাছে স্বাস্থ্যহানিকর ও ক্ষতিকর দ্রব্য বিক্রয় করে তার ক্ষুদ্র একটা অংশ সরকারের কোষাগারে জমা দিচ্ছে। স্বাস্থ্যর চেয়ে অর্থ কি কোনোভাবে অধিক মূল্যবান হতে পারে? তাই যদি হতো তাহলে সরকার আরো অনেক নেশাজাতীয় দ্রব্য বাজারজাত করার অনুমতি প্রদান করতেন যা তামাকের চেয়ে অধিক লাভজনক। কোনো কল্যাণ রাস্ট্রের জন্য জনস্বাস্থ্যকে হুমকির মুখে ফেলা কাঙ্ক্ষিত নয় বলেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেশা বা মাদক ব্যবসা প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন। শুধু তাই নয় মাদকে প্রবেশের পথ বলে প্রমানিত তামাক নিয়ন্ত্রণেও ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিদ্যমান দুর্বল তামাক কর কাঠামো এবং তামাক কোম্পানিগুলোর অপকৌশলের কারণে তামাকের উপর এখনো সঠিভাবে করারোপ করা সম্ভব হয়নি। তা না হলে একটি দেশে এমন কর কাঠামো কেন থাকবে যেখানে সরকারের চেয়ে কোম্পানির লাভ বেশী হবে!!!

তামাক পণ্যের প্রকৃত মূল্য এবং এর উপর উচ্চহারে কর বৃদ্ধি জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের পাশাপাশি রাজস্ব বৃদ্ধি, তামাকজনিত রোগ ও অকাল মৃত্যু হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তামাক কোম্পানিগুলো বিগত বছরগুলোতে নানা কৌশলে তামাকের কর বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করে আসছে। বিগত সময়ে তামাকের কর বৃদ্ধি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ করতে তামাক কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর অধিকাংশই অসত্য ও বিভ্রান্তিকর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তামাকের ব্যবহার কমানোর ক্ষেত্রে এর উপর কর বৃদ্ধিকে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে গুরুত্ব দিয়ে তামাকের বিদ্যমান জটিল কর কাঠামো সংস্কার করে সহজ ও শক্তিশালী তামাক শুল্কনীতি প্রণয়নের উপর জোর দিয়েছেন *(The Union, 19 Feb 2016)*।

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করছে জটিল ও বহুস্তর ভিত্তিক তামাক কর কাঠামো। যেখানে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কর না বাড়িয়ে সিগারেটসহ তামাক পণ্যের দাম বাড়ানো হয়। মূলত সিগারেট কোম্পানির পরামর্শে প্রণীত এ কর ব্যবস্থায় অধিক মুনাফা করার সুযোগ পেয়ে আসছে কোম্পানিগুলো। সাধারণ মানুষতো বটেই, তামাক নিয়ন্ত্রণকর্মী ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের কাছে তামাক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির শুভংকরের ফাঁকির বিষয়টি সহজে ধরা পড়েনা। মোটা দাগে সরকারের রাজস্ব বাড়লেও প্রকারান্তে জনগণের শত শত কোটি টাকা কোম্পানিগুলোর পকেটে যাচ্ছে বিদ্যামান ত্রুটিপূর্ণ কর কাঠামোতে।

সুশান্ত সিনহা
সাংবাদিক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষক

তামাক কোম্পানিগুলো শুধু তামাকের উপর কর বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে নানা ভাবে বাধাগ্রস্থ করছে তাই নয়, বিগত দিনে তারা বিপুল অংকের কর ফাঁকি দিয়েছে। কর ফাঁকির বিষয়টি সমঝোতার জন্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যম্যে জোরালো তদবিরও করেছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে তামাক কোম্পানিগুলোর প্রতারণামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যায়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ২০১২-১৩ অর্থবছরের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, বিএটিবি ব্রিস্টল ও পাইলট ব্র্যান্ডের সিগারেট দু'টিকে কম দামে বাজারজাত করে। এতে সরকার রাজস্ব বঞ্চিত হয়েছে ১ হাজার ৯২৪ কোটি টাকা। ওই টাকার মধ্যে বিদেশি মালিকানার ৮৭ শতাংশ বা প্রায় ১ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা বিদেশে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকেই ব্রিস্টল ও পাইলট ব্র্যান্ডের সিগারেট কম দামে বাজারজাত করে আসছে বিএটিবি। এ হিসেবে গত ৮ বছরে এ খাত থেকে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকারও (প্রতি বছরে ১ হাজার ৯২৪ কোটি টাকা ধরে) বেশি পাচার হয়েছে কি-না, সে বিষয়েও সন্দেহ দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলে (BANGLANEWS24.com, 18th September, 2017)। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে কোম্পানিটিকে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেট ৩৫ টাকা দরে বিক্রির নির্দেশনা দেওয়া হয়। আর একই স্তরের দেশি সিগারেট প্রতি ১০ শলাকা ২৭ টাকা দরে বিক্রির নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিদেশি কোম্পানি হিসেবে বিএটিবির প্রতি যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তা মানছে না কোম্পানিটি। ফলে প্রতি মাসেই শত কোটি টাকার ওপরে রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার *(BANGLANEWS24.com, 20th September, 2017)*।

পরিহার করা ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ থেকে বাঁচতে একের পর নতুন ফন্দি আঁটে বহুজাতিক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি)। উচ্চ আদালতের রায়ে হেরে গিয়ে তারা আপিল বিভাগে পিটিশন দায়ের করে। কিন্তু সেখানকার রায়ের আগেই আদালতের বাইরে বিষয়টি নিস্পত্তি করতে চায়। অথচ বিরোধের শুরুতে তারা বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তিতে (এডিআর) যায়নি। ...এডিআরের মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তির দাবি জানিয়ে ৩১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী বরাবর চিঠিও দেয় *বিএটি*। ওই চিঠিতে তারা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে এবং এনবিআর'র দাবি করা রাজস্ব অযৌক্তিক বলে দাবি করে। ...বিএটির অনুরোধে ২০১৬ সালের ৩ জানুয়ারি অর্থমন্ত্রীর দফতরে এ বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ওই সভায় আইনমন্ত্রী, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, এনবিআর

চেয়ারম্যান ও এনবিআরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ওই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, বিবেচ্য মামলাটি উচ্চ আদালতে চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষায় থাকায় আদালতের বাইরে প্রশাসনিকভাবে এটি নিষ্পত্তি করার আইনগত সুযোগ নেই। এতকিছুর পরও বিএটি রাজস্ব ফাঁকি দিতে নানা কৌশলে বিষয়টি আদালতের বাইরে নিষ্পত্তির চেষ্টা করে *(sharebiz.net, 2017)*।

ব্রিটিশ দৈনিক দ্যা গার্ডিয়ান এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ভ্যাট মওকুফ করতে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার অ্যালিসন ব্লেক ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর পক্ষ নিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকারের সাথে বিএটি'র ১৭০ মিলিয়ন পাউন্ডের অপরিশোধিত ভ্যাট নিয়ে একটি দ্বন্দ্ব ছিল। এর আগে ২০১৫ সালেও পাকিস্তানে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার বিএটি'র পক্ষ নিয়ে সেই দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে দেনদরবার করেছিল। তারা তখন পাকিস্তানের প্রস্তাবিত তামাক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থারও বিরোধীতা করেন। প্রতিবেদনটিতে আরো উল্লেখ করা হয়, ব্রিটিশ হাইকমিশনের এমন হস্তক্ষেপ যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশে তামাক ও দুর্নীতি বিরোধী সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। এমন তৎপরতা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আইনের পরিপন্থি *(Daily Star, 17 Sept 2017)*।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার অ্যালিসন ব্লেক বিএটি এর পক্ষ নিয়ে বাংলাদেশের রাজস্ব কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেন। ২০১৫ সালেও পাকিস্তানে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার বিএটি এর পক্ষ নিয়ে সেই দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে দেনদরবার করেছিল।

শুধু তাই নয়, তামাক কোম্পানি জনগণকে তামাক সেবন করিয়ে যে অর্থ আয় করছে তার একটি বড় অংশ বিভিন্ন কৌশলে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। বিএটিবি পরামর্শ ফির নামে ৬১৫ কোটি টাকা পাঠিয়েছে। ২০১৬ সালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, যুক্তরাজ্যে অবস্থিত বিএটি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের কাছ থেকে কারিগরি ও পরামর্শ সেবা গ্রহণের নামে বিএটিবি নয় বছরে ৬১৫ কোটি টাকার বেশি সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধ করেছে। অর্থাৎ কারিগরি ও পরামর্শ ফি বাবদ প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৭০ কোটি টাকা পরিশোধ করছে *(Bonikbarta, 13 Nov, 2016)*।

নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বিভ্রান্তকর তথ্য দিয়ে তামাক কোম্পানিগুলোর পক্ষে কথা বলার জন্য উদ্বুদ্ধ করার বিষয়টিও গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়। মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন একজন চেয়ারম্যান বলেছিলেন, সিগারেটের উপর থেকে শুল্ক কমিয়ে বিড়িতে শুল্ক বাড়িয়ে সরকার বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। বিড়ি শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে শুল্ক বাড়িয়ে বিড়ি শিল্পকে ধ্বংস করা সরকারের উচিৎ নয়। ... বিড়ি শিল্প বন্ধ হয়ে গেলে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার উপর হুমকি আসবে এবং নারীর ক্ষমতায়নের পথ রুদ্ধ হবে (Daily Naya Diganta, 21 May 2012)। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের বক্তব্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ ফরিদা আখতার তাঁর একটি লেখায় উল্লেখ করেন, দুঃখজনক বিয়য় হচ্ছে শ্রমিকদের পক্ষে দাড়াতে গিয়ে তিনি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর একটি পণ্য এবং সেই পণ্যের উৎপাদনের পক্ষে দাড়িয়েছেন। আমার মনে হয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। আমাদের কৃষি, বন, প্রাণ, পরিবেশ ধ্বংস করছে তামাক কোম্পানি। ... বিতর্ক সৃষ্টি করাও তামাক কোম্পানিগুলোর এক ধরনের কৌশল *(Prothom Alo, 29 May 2012)*।

কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, সরকারের অন্তত ২০০ জন সংসদ সদস্য তামাকের উপর কর না বাড়ানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআরকে চাহিদাপত্র (ডিও লেটার) দেয়। ২০১১ সালে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের একটি কর্মসূচীতে তৎকালীন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুজিবর রহমান ফকির বলেন, "অনেক মন্ত্রী ও এমপি তামাক ব্যবসার সাথে জড়িত"। ... তিনি আরো বলেন,"সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের অনেকেই সিগারেট কোম্পানিগুলোর জন্য তদবির করছেন এবং একটি চক্র সুকৌশলে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে" *(Bhorer Kagoj, 29 May 2011)*।

"অনেক মন্ত্রী ও এমপি তামাক ব্যবসার সাথে জড়িত। সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের অনেকেই সিগারেট কোম্পানিগুলোর জন্য তদবির করছেন। একটি চক্র সুকৌশলে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে

- ডা. মজিবর রহমান ফকির, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী

২০১৫ সালে বিড়ি শ্রমিকদের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে শিল্পমন্ত্রী বাজেটে বিড়ির উপর শুল্ক না বাড়ানোর দাবী জানান। তিনি বলেন, বিড়ি হলো গ্রাম বাংলার শ্রমঘন শিল্প। ...এই শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হলে গ্রামীণ কর্মসংস্থানও মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় (মানবজমিন , ২০১৫)। ২০১৮-১৯ সালেও জাতীয় প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন স্থানে বিড়ি শিল্প বাচাঁনোর দাবীতে বিড়ি ব্যবসায়ীদের এ ধরনের কর্মসূচী অব্যাহত রাখতে দেখা যায়।

২০২০ সালে সংসদে বাজেট বক্তব্যে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের বিড়ির উপর শুল্ক বৈষম্য কমাতে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন তামাক উত্তরবঙ্গের একটি অর্থকরী ফসল। প্রচুর মানুষ ঘরে বসে তাদের বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে বিড়ি শিল্পে কাজ করে এবং এটি তাদের কর্ম সংস্থানের একটি বড় সুযোগ। এবছর যে কর ধার্য করা হয়েছে

সেখানে বিড়ির উপর ট্যাক্স অনেক বেশী। অথচ, সিগারেটের উপর সেভাবে কর বৃদ্ধি করা হয়নি। আমরা চাই যে বিড়ি সিগারেট মানুষ কম খাক ও তামাকের ব্যবহার কম হোক। কিন্তু সেটার জন্য বিড়ির উপর কর বাড়িয়ে দেওয়া হলে বিড়ি খাওয়া মানুষেরা সিগারেটের দিকে চলে যাচ্ছে। বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো এতে লাভবান হচ্ছে আর সাধারণ বিড়ি শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আমি মনে করি বিড়ি এবং সিগারেট দুদিকেই সমানভাবে করারোপ করা প্রয়োজন। আমরা চাই বিড়ি শ্রমিকদের পুনর্বাসনে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু যতদিন তারা এ শিল্পে আছে ততদিন তাদের বিষয়টা দেখা হোক। ধূমপান যত কম হয় ততই ভালো কিন্তু এককভাবে একটি গোষ্ঠীকে সুবিধা দেবার জন্য অন্য একটি শ্রেণীকে বন্ধ করে দেওয়া সঠিক কাজ হবে না। এজন্য যারা এ বিষয়টির সাথে জড়িত তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সংসদ সদস্য।

বাজেট নিয়ে সংসদে জাপা চেয়ারম্যান জি.এম কাদের এমপির গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য

৯ মে ২০১০ তারিখে মুক্তাঙ্গনে কুটির শিল্প বিড়িকে করমুক্ত রাখার দাবীতে বিড়ি শ্রমিকদের জাতীয় মহাসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী জনাব মাহবুব উল আলম হানিফ।

বিড়ি কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রকাশনায় ২০১০ সালে মুক্তাঙ্গণে কুটির শিল্প বিড়িকে করমুক্ত রাখার দাবীতে বিড়ি শ্রমিকদের জাতীয় মহাসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে দেখা যায় নীতিনির্ধারকদের। ভোরের কাগজে প্রকাশিত এক তথ্যে জানা যায়, তামাক কোম্পানির পক্ষে ২০১৬ সালের ১৮ মে মৎস ও প্রাণীসম্পদ প্রতিমন্ত্রী বিড়ির উপর করারোপ না করার জন্য অর্থমন্ত্রীকে ডিও লেটার প্রদান করেন। প্রতিমন্ত্রী পত্রে বিড়ির উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক সহনীয় পর্যায়ে রাখার সুপারিশ করেন। তিনি চিঠিতে, লক্ষ লক্ষ হতদরিদ্র বিড়ি শ্রমিকদের আবেদন বিবেচনার জন্য জোর সুপারিশ করেন (Bhorer Kagoj, 29 May 2011)। ২০১১ সালে "গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (আরডিসি)" আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পঞ্চগড়-১ আসনের এমপি বলেন, "অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা খুব অবাক করেছিল আমাকে। তিনি সংসদে বলেছিলেন দুই বছরের মধ্যে বিড়ি শিল্প বন্ধ করে দেবেন। কেন তিনি বললেন না তামাক শিল্প বন্ধ করে দেবো। ... তিনি এই দাবি করলে আমরাও দাবি করতে পারি, আগামী তিন বছরের মধ্যে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোকে বাংলাদেশ থেকে বের করে দেবো। আপনাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত" *(Daily Manabzamin, 10 December, 2017)*।

বিগত সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে ট্যারিফ বাড়ানোতে অসৎ পথে ব্যবসা বাড়ানোর হুমকি দিতে দেখা গেছে *আকিজ জর্দা কোম্পানিকে*। কোম্পানিটি বলে, অর্থবিল ২০১৮-তে যে উচ্চহারে ট্যারিফ বাড়ানো হয়েছে তাতে তাদের পক্ষে সততার সাথে ব্যবসা করা সম্ভব নয়। ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতা বিবেচনা করে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কম মূল্যে জর্দা বাজারজাত করা হচ্ছে বলেও তামাক কোম্পানিটি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়। *আকিজ জর্দা ফ্যাক্টরী লিমিটেডের* প্যাডে লিখিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরিত (সুত্র: এজেডএফএল/এমডি/১৮/৪০৬ তাং ১২-০৮-২০১৮) চিঠিতে এই দাম্ভিকতা প্রকাশ করা হয়। ট্যারিফ বাড়ানোর পর সে পণ্যের বাজার মূল্য দাড়ায় ১৫০ টাকা, এতে জর্দা কোম্পানিটি চরম অখুশি হয়। দাম বেড়ে যাওয়ায় ক্রেতারা জর্দা কম কিনে, ফলে ভিন্ন কৌশলে কোম্পানিকে বিক্রয় বাড়াতে হয়। মূলত এই হুমকি দিয়েই রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানকে জর্দার ওপর ট্যারিফ কমাতে চাপ প্রয়োগ করছে আকিজ কোম্পানি। বিষয়টিতে বিশেষজ্ঞরা নীতি বহির্ভূত এবং আইন বিরোধী হিসেবেই মত প্রকাশ করেন। *(Holy Times, 14 Nov, 2018)*।

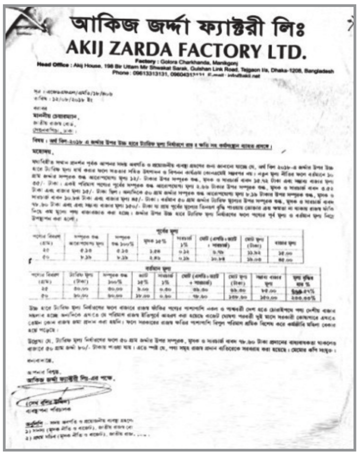
আকিজ জর্দ্দা ফ্যাক্টরী লিঃ
AKIJ ZARDA FACTORY LTD.
Factory : Golora Charkhanda, Manikgonj
Head Office : Akij House, 198 Bir Uttam Mir Shawkat Sarak, Gulshan Link Road, Tejgaon I/a, Dhaka-1208, Bangladesh

তামাক কর বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনায় এলেই দেশে সিগারেট চোরাচালান বেড়ে যাবে বলে তামাক কোম্পানি এবং তাদের স্বপক্ষের কর্তাব্যক্তিদের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায়। প্রাক-বাজেট আলোচনায় এনবিআর এর মূল্য সংযোজন কর (মুসক) নীতির সদস্যের সভাপতিত্বে *বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (বিসিএমএ)* ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটের উপর ভ্যাট, শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক হার কমানোর প্রস্তাব দেয়। তারা বলেন, এই খাতের পণ্যের ভ্যাট, শুল্ক ও সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ বাড়ানো হলে দেশে চোরাচালান বেড়ে যাবে। অনুষ্ঠানে *ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ'র* চেয়ারম্যান, *আকিজ গ্রুপ* এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিএটিবি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। তারা বিড়ি ও সিগারেটের কর সমন্বয়ের দাবীও জানান (বনিক বার্তা, ১৪ এপ্রিল ২০১৭)।

এফসিটিসি'র অনুচ্ছেদ ৫.৩ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? এক মূহূর্তের জন্য বিবেচনা করুন, বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর তথাকথিত সার্বভৌম সরকারসমূহকে প্রভাবিত করার সক্ষমতা সম্পর্কে। জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং স্থানীয় অর্থনীতি সুরক্ষায় কোনো আইন প্রণয়ন বা তামাকের উপর কর বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি সার্বভৌম সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদনকারীদের সম্মতি বা অনুমতি নেয়ার অপেক্ষায় থাকা উচিৎ নয়। তামাক দেশের উন্নয়নের অন্তরায়। এটি দেশ ও জনগণের ক্ষতি করে। সহজ কথায় "এফসিটিসি'র অনুচ্ছেদ ৫.৩ সরকারকে তাদের সার্বভৌমত্ব ফিরে পেতে এবং তাদের দেশ ও জনগণের বৃহত্তর কল্যাণে কাজ করতে সক্ষম করে তোলে।"

-দেবরা ইফরইমসন
ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ওয়েলবীইং

বাংলাদেশে কি শুধুই সিগারেট চোরাচালান হয়? বিগত দিনে গণমাধ্যমে প্রকাশিত চোরাচালানকৃত পণ্যের তালিকায় রয়েছে স্বর্ণ, মুঠোফোন, ভারতীয় গরু, মদ, গাজা, মাদক দ্রব্য, মুদ্রা, ইয়াবা, ফেনসিডিল, কাপড়, ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য, কাঠ, অস্ত্র, কষ্টি পাথরের মূর্তি রয়েছে। …… বিয়ার, মোটর সাইকেল, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, গরু মোটা-তাজাকরণের স্টেরয়েড ট্যাবলেট, হলুদ, জিরা, এলাচি, দারুচিনি, গোলমরিচসহ যাবতীয় মসলা, মুভ, ইচগার্ড, লিভ ৫০২, রিভাইটেল, সেনেগ্রা, ভায়াগ্রা, এডিগ্রা, ডক্টরেট, ফেয়ার এন্ড লাভলিসহ বিভিন্ন কসমেটিকস্ (Daily Inqilab., 2016)। বাংলাদেশে এতগুলো পণ্য চোরাচালান হলেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর পক্ষ থেকে শুধুমাত্র চোরাচালানকৃত সিগারেট প্রতিরোধ সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে শুল্ক গোয়েন্দা সংস্থা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের পক্ষ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর চেয়ারম্যান বরাবর "চোরাচালানকৃত সিগারেট প্রতিরোধ সপ্তাহ "টার্গেটিং স্মাগলড সিগারেট" আয়োজন প্রসঙ্গে দৃষ্টি আর্কষন করে প্রেরণকৃত পত্রে সাধারণ জনগনের মধ্যে নকল/চোরাচালানকৃত সিগারেট কি এবং এর ফলে আইনগত কি কি শাস্তির বিধান আছে সে সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন এবং অসৎ ব্যবসায়ীদের মনে ভীতি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে উক্ত সপ্তাহ আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানানো হয়।

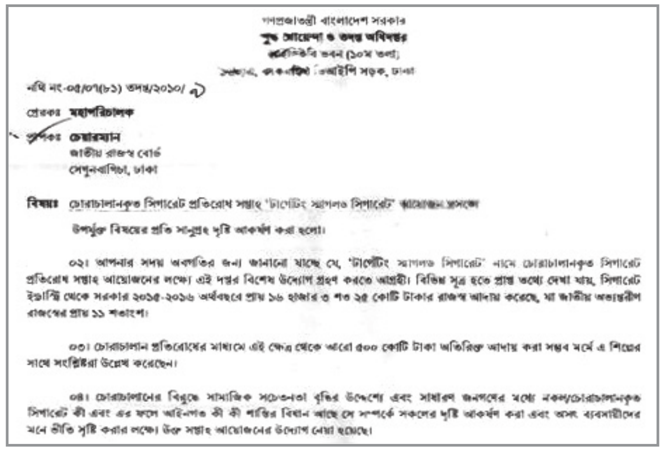

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর
...ভবন (১০ম তলা)
..., ...আইপি সড়ক, ঢাকা

নথি নং-০৫/০৭(৮১) তদন্ত/২০১০/ ৭

প্রেরক: মহাপরিচালক

প্রাপক: চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

বিষয়: চোরাচালানকৃত সিগারেট প্রতিরোধ সপ্তাহ 'টার্গেটিং স্মাগলড সিগারেট' আয়োজন প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 'টার্গেটিং স্মাগলড সিগারেট' নামে চোরাচালানকৃত সিগারেট প্রতিরোধ সপ্তাহ আয়োজনের লক্ষ্যে এই দপ্তর বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী। বিভিন্ন সূত্র হতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, সিগারেট ইন্ডাস্ট্রি থেকে সরকার ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রায় ১৬ হাজার ৩ শত ২৫ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করেছে, যা জাতীয় অভ্যন্তরীণ রাজস্বের প্রায় ১১ শতাংশ।

০৩। চোরাচালান প্রতিরোধের মাধ্যমে এই ক্ষেত্র থেকে আরো ৪০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় করা সম্ভব মর্মে এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টরা উল্লেখ করেছেন।

০৪। চোরাচালানের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে নকল/চোরাচালানকৃত সিগারেট কী এবং এর ফলে আইনগত কী কী শাস্তির বিধান আছে সে সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং অসৎ ব্যবসায়ীদের মনে ভীতি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে উক্ত সপ্তাহ আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে চোরাচালানের সাথে তামাকের কর বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই। বরং চোরাচালানের সাথে রাষ্ট্রের সীমান্ত সুরক্ষিত রাখার বিষয়টি সম্পৃক্ত। বিগত কয়েক বছরের পত্রিকা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কর বৃদ্ধির সময়ে বিভিন্ন স্থানে চোরাচালানকৃত সিগারেট উদ্ধার ও বিভিন্ন স্থানে অবৈধ সিগারেট আটকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এটি মূলত তামাক কোম্পানির পক্ষ থেকে তামাকের উপর কর বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে ব্যহত করার একটি কৌশল মাত্র। এই কৌশল কাজে লাগিয়ে তামাক কোম্পানিগুলো নীতি নির্ধারকদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। চোরাচালানের অজুহাতে তামাক কোম্পানিগুলোকে সারাদেশে তামাকের প্রচারনা চালাতে দেখা গেছে। 'অবৈধ সিগারেট পরিবহন, পরিবেশন, এবং ক্রয়-বিক্রয় করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ' বলে সতর্ক করে ২০১৮ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন প্রচার এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে রঙ্গীন পোষ্টার স্থাপন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট এর নামেও বিভিন্ন দোকানে দোকানে এধরনের পোষ্টার লাগাতে দেখা যায়। তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞদের মতে এটি মূলত তামাক কোম্পানির এক ধরনের বিজ্ঞাপন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর এই বিজ্ঞাপনে 'অবৈধ সিগারেট পরিবহন, পরিবেশন এবং ক্রয়-বিক্রয় করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ' বলে জনসাধারণকে সতর্ক করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনে একটি সিগারেটের প্যাকেটের ছবি প্রদর্শিত হয়েছে; যাতে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি সিগারেটের অংশ বিশেষ। পাশে বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে সিগারেটের প্যাকেটের দাম। বলা হয়েছে সরকার নির্ধারিত প্রতি প্যাকেটে সিগারেটের সর্বনিম্ন

দাম এটি। আরও বলা হয়েছে, সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম দামের ও স্ট্যাম্প-ব্যান্ডরোল বিহীন সকল সিগারেট অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে। আর বিজ্ঞাপনের নীচের অংশে রয়েছে **'অবৈধ সিগারেট বর্জন করুন, রাজস্ব আদায়ে সহযোগিতা করুন'** এই শ্লোগানটি। পুরো বিজ্ঞাপনটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 'সিগারেটের প্রচারণা' বলেই অনেকে অভিহিত করেন (সিলেটের ডাক, ২০১৮)। ২০১৯ সালেও এধরনের পোষ্টার বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে। যেখানে উল্লেখ রয়েছে বিশেষ ক্ষমতা আইন *১৯৭৪ এর ২৫ (ক) ধারা অনুযায়ী সিগারেট স্ট্যাম্প/ব্যান্ডরোল জালিয়াতি করা বা জেনে শুনে কোন সিগারেট স্ট্যাম্প/ব্যান্ডরোল* জালিয়াতি প্রক্রিয়ায় কোনো অংশ সম্পাদন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অপরাধের শাস্তি ১৪ বছর কারাদণ্ড/যাবজ্জীবন কারাদণ্ড/মৃত্যুদন্ড। বিজ্ঞাপনের নীচের অংশে পূর্বের পোষ্টারের ন্যায় 'অবৈধ সিগারেট বর্জন করুন, রাজস্ব আদায়ে সহযোগিতা করুন' লেখা বার্তাটি উল্লেখ রয়েছে।

তামাক কোম্পানিকে ইনপুট ক্রেডিট সুবিধা প্রদাণ, রপ্তানী শুল্ক প্রত্যাহার ও সম্পূরক শুল্ক থেকে অব্যহতি - যে কোন পণ্যের উপর কর বৃদ্ধি করা হলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবার এবং সে অনুসারে বাড়তি মূল্যের পুরোটাই রাজস্ব হিসাবে সরকারের কোষাগারে জমা হবার কথা। কিন্তু কর বৃদ্ধি না করে শুধুমাত্র মূল্য বৃদ্ধি করা হলে বাড়তি মূল্যটুকু কোম্পানি ও সরকারের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। বাংলাদেশে তামাকের জটিল কর কাঠামো এবং বছরের পর বছর কর বৃদ্ধি না করে শুধু দাম বাড়ানোতে ফুলে ফেঁপে উঠছে কোম্পানিগুলোর মুনাফা। এরপরও তামাক ব্যবসা বাঁচিয়ে রাখতে তামাক কোম্পানিগুলো নানা কৌশলে সরকারের দৃষ্টি আর্কষনের চেষ্টা করে। প্রাক-বাজেট আলোচনায় বিএটিবি চেয়ারম্যান তামাক শিল্প বাঁচিয়ে রাখতে সরকারকে নজর দেবার পাশাপাশি আরো বলেন, সিগারেট কোনো অবৈধ পণ্য নয়, বরং এটি 'গোল্ডেন গুডস'। এটা যেন সব সময় সোনার ডিম পাড়তে পারে সেদিকে এনবিআরকে নজর দিতে হবে *(Daily Coxsbazar)*।

তামাক কোম্পানিকে কর রেয়াতের সুবিধা দেবার জন্য ২০১২ সালের ভ্যাট আইনে উল্লেখিত "জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় তামাক ও এলকোহল জাতীয় পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো ইনপুট ক্রেডিট সুবিধা পাবে না" সংক্রান্ত ধারাটি ২০১৯ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে রহস্যজনকভাবে বাতিল করা হয়েছে। ফলে বছরে ৪০০ কোটি টাকা কর রেয়াতের সুবিধা পায় তামাক ব্যবসায়ীরা (Sinha, 28 June 2019)। ২০১৮ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে তামাকের উপর ১০% রফতানি শুল্ক তুলে দেওয়া হয়। ফলে এ খাত থেকে সরকার কোন টাকা তো পায়নি বরং শুল্কমুক্ত সুবিধায় রফতানি বাড়িয়ে অধিক মুনাফার সুযোগ পায় তামাক কোম্পানি। এ প্রসঙ্গে সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তামাকের রপ্তানী শুল্ক ২৫ শতাংশ ধরা হয়, এবার সেটি প্রত্যাহারের কথা বলা হচ্ছে। ... এতে করে তামাকের ব্যবহার বাড়বে এবং তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ হবে চাষীরা। এটি আমাদের ভিশনের সঙ্গে যায় না। তিনি আরো বলেন, প্রতি বছর তামাকের জন্য বাংলাদেশে ১ লাখ ৬১ হাজার ২০০ জন মানুষ মারা যায়। ২০ বছর যদি এ শিল্পকে লালন-পালন করা হয় তাহলে বিশ বছরে মোট ৩২ লাখ ২৪ হাজার মানুষ শুধু তামাকের জন্য মৃত্যুবরণ করবে। এছাড়া বছরে ৩ লাখ ৮২ হাজার মানুষ এ কারণে পঙ্গুত্ব বরণ করে। সে হিসেবে আগামী ২০ বছরে ৭৬ লাখ ৪০ হাজার মানুষ এ কারণে পঙ্গুত্ব বরণ করবে *(Risingbd.com, 2018)*।

অপরদিকে, বিড়ির উপর সম্পূরক শুল্ক ছিল ৩৫%। হঠাৎ করে বাজেট পাসের তিনমাস পার হতেই সেটি কমিয়ে ৩০% করা হয়। অথচ অক্টোবরে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল এনবিআর পরিদর্শনে এসে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছিলেন বাজেটের পর কোনো প্রজ্ঞাপন জারি করে কাউকে কোনো ছাড় দেয়া যাবে না। কারণ রাজস্ব আদায়ে গত অর্থবছরেই (২০১৮-১৯) ঘাটতি ছিল ৫৫ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসেও রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা থেকে পিছিয়ে রয়েছে। বৈঠকে এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, 'বাজেটের প্রতিটি দাঁড়ি-কমা পালন করতে হবে। এটি অর্থবিলের মাধ্যমে আইন হিসেবে সংসদে পাস করা হয়েছে। যদি কোনো পরিবর্তন করতে হয়, সেটি আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনে করতে হবে। ... অর্থমন্ত্রীর নির্দেশনা উপেক্ষা করে বিড়ির উপর সম্পূরক শুল্ক অব্যহতি দিয়ে ১৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। *(Sharebazar protidin, 24th October 2019)*।

বিগত এক দশকে বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের দাম ও কর বৃদ্ধি পেলেও সিগারেট, জর্দা, ও গুলের ব্যবহার কাঙ্ক্ষিত হারে কমেনি। সেইসাথে প্রত্যাশিতভাবে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। অর্থনৈতিক উন্নতি ও জনগণের আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি না পাওয়ায় সবধরনের তামাকজাত পণ্য মানুষের (বিশেষ করে তরুণদের) ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রয়ে গেছে। পাশাপাশি বহুস্তরভিত্তিক কর কাঠামোর কারণে উচ্চ ও নিম্ন স্তরের সিগারেটের মূল্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। ফলে ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকায় তরুণ প্রজন্ম ও ধূমপায়ীরা নিম্নস্তরের সস্তা সিগারেট সেবন করছে। এক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সঠিক পদ্ধতিতে কর আরোপের মাধ্যমে সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। তামাকজাত পণ্যে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ ও একস্তর বিশিষ্ট কর কাঠামো তৈরীর পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অধ্যাপক ড. রুমানা হক
ফোকাল পার্সন, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যান্ড রোল জালিয়াতি

সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে ব্যান্ডরোলের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। দেশে বিক্রি হওয়া প্রতিটি সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে এটি সেঁটে দেয়া থাকে। প্যাকেটে ব্যান্ডরোলের উপস্থিতির অর্থ হচ্ছে, সরকারের প্রাপ্য শুল্ক-কর পরিশোধ করেই এসব সিগারেট বাজারে ছাড়া হয়েছে। মূসক ফাঁকি বন্ধ করতেই চালু করা হয়েছে এ পদ্ধতি। কিন্তু এর মধ্যেও ঘটছে শুল্ক জালিয়াতির ঘটনা। সিগারেটের প্যাকেটে ব্যবহৃত পুরনো ব্যান্ডরোল সেঁটে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে চট্টগ্রামভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রিজের বিরুদ্ধে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে আরও জানা যায়, সম্পূরক শুল্ক, মূসক ও সারচার্জ বাবদ সরকারের পাওনা রাজস্ব ফাঁকি দিতেই এ জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। তারা উৎপাদিত সিগারেটের প্যাকেটে পুরনো ব্যান্ডরোল পুনরায় ব্যবহার করে আসছে; যা পুরোপুরি অবৈধ (Sangbad, 2018)। ব্যবহৃত খোলা ব্যন্ডরোল বাজার থেকে সংগ্রহ করে হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে শীর্ষ বিড়ি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেড *(banglanews24.com, 2013)*।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইউটিউবে তামাকের কর বৃদ্ধি না করার জন্য তথ্য প্রচার

বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেসবুক ও ইউটিউবে অসংখ্য ছোট ছোট ভিডিও দেখা যাচ্ছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- **সিগারেট কম খেলে রাজস্ব কোথায় পাবে** এবং **কমেডি ফোন কলে বিড়ি শ্রমিক যে কারণে কাঁদলেন**। ভিডিওগুলোতে জনগণকে ধুমপানে আরো উৎসাহিত করার পাশাপাশি আসন্ন বাজেটে তামাকজাত পণ্যের উপর মূল্য ও কর বৃদ্ধির ফলে বিড়ি শ্রমিকদের দুর্দশা ও কর্মহীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তির জন্য সিগারেট বেশী খাওয়ার ওপর জোর দিয়ে ভিডিওতে সাধারন মানুষের কাছে তামাকজাত দ্রব্যের চাহিদা তুলে ধরা হয়েছে।

বিএটিবি'র ওয়েব সাইটে উল্লেখ রয়েছে, তারা সিগারেট শিল্পের মাধ্যমে দেশের রাজস্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে ও প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রাজস্ব প্রদান করছে। (BAT Bangladesh, 2019)। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজস্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে রাজস্বটা কোন খাত থেকে আসছে এটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তামাক কোম্পানিগুলো নীতি নির্ধারকদের কাছে বারবার তুলে ধরে তারা ব্যাপক রাজস্ব প্রদান করছে। সুতরাং তামাক পণ্যের মূল্য কম থাকা অত্যন্ত জরুরী। তারা বোঝাতে চায় তামাকের উপর কর বৃদ্ধি করা হলে সরকার রাজস্ব হারাবে। বিগত ১১ বছরের (২০০৮-২০১৭) দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিবছরই (পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নের সময়কালে অর্থাৎ মার্চ-জুন মাসে) তামাকজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক প্রত্যাহারের দাবীতে অবস্থান কর্মসূচী, মহাসমাবেশ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ এবং মাথায় করে বয়ে এনে স্মারকলিপিসহ নীতি নির্ধারকদের কাছে হস্তান্তর সহ নানা কর্মসূচী পালন করছে। এসকল কর্মসূচীর উদ্দেশ্য থাকে বাজেট চলাকালীন সময়ে অস্থির একটা অবস্থা তৈরী। যার মাধ্যমে নীতি নির্ধারকদের তামাকের উপর কর বৃদ্ধি দেশের শ্রমিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় এমন ধারনা প্রদানের চেষ্টা করা হয়।

বিগত ১১ বছরের পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যানুসারে বাজেটের সময় তামাক কোম্পানিগুলোর কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে গৃহিত কর্মসূচীসমূহ-

- তামাকজাত দ্রব্যের কর বাড়ানো হলে চোরাচালান উৎসাহিত হতে পারে এমন বিভ্রান্ত প্রচারনা;
- কর না বাড়ানোর প্রসঙ্গে যুক্তি উপস্থাপন করে পুস্তিকা, পোষ্টার ও অন্যান্য উপকরণ প্রকাশ ও বিতরণ, বিক্ষোভ, হামলা, ভাঙচুর, অবস্থান কর্মসূচী, মানববন্ধন (Daily Ittefaq, 2020), শ্রমিক সমাবেশ, রাস্তা অবরোধ, অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট, আলোচনা সভা, সেমিনার, সংবাদ সম্মেলন এবং স্মারকলিপি প্রদান;
- বিজ্ঞাপন আকারে গণমাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর খোলা চিঠি প্রেরণ (ইত্তেফাক, ৬);
- নীতি-নির্ধারকদের মাধ্যমে তামাকের কর না বাড়ানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর (ডিও লেটার) চিঠি প্রেরণ;
- শ্রমিকদের বাঁচানো ও ২৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের অযুহাত দেখিয়ে বিড়ির শুল্ক প্রত্যাহার দাবী (ইনকিলাব, ২৭ জুন ২০১০); অথচ দেশের বিড়ি শিল্পে কর্মরত প্রকৃত শ্রমিকের সংখ্যা ৬৫ হাজার, যা দেশের মোট শ্রমিকের মাত্র ০.১% *(Progga, 2011)*;

- নারীর কর্মসংস্থানের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে বিড়ি শিল্পকে রক্ষার দাবী *(amader orthoneeti, 3 May 2013)*;
- সিগারেটের কৃত্রিম সংকট তৈরীর চেষ্টা ও বাজারে মূল্য বৃদ্ধি, তামাকের পক্ষে সমমনা ফ্রন্টগ্রুপ তৈরী এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে বিতর্কিত করতে তামাক কোম্পানির পক্ষে কাজ করা;
- তামাকের পক্ষে সংসদে সাংসদের বক্তব্য উপস্থাপন *(Japa tv, 2020)*
- নকল ব্যান্ডরোল ব্যবহার করে রাজস্ব ফাঁকি *(Daily Janobani, 2020)*
- হাকিমপুরী জর্দা'র মালিক কাউস মিয়ার ত্রাণ বিতরণ এবং গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার *(Bangladesh Pratidin, 2020)*
- অবৈধভাবে সিগারেট গুদামজাত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি *(Muktobarta, 2020)*
- অবৈধ ও নকল সিগারেট তৈরির কারখানার সন্ধান *(kalerkantho, 2020) (Newszonebd.com, 2020)*
- কোম্পানির পক্ষ থেকে তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বিষয়ে সরকারের কাছে প্রস্তাবনা প্রেরণ ***বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্সেসন (বিএনটিটিপি)***
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইউটিউবে তামাকের কর বৃদ্ধি না করার তথ্য প্রচার *(Thikana tv, 2020) (Somoy TV, 2020)*
- বিড়ির উপর বৈষম্যমূলক শুল্ক বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে সারাদেশে মানববন্ধন

প্রধানমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে ঢাকা ও চাঁদপুরে ৫২ হাজার পরিবারকে ত্রাণ দিলেন
হাজী মোহাম্মদ কাউছ মিয়া

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ করদাতা, প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ও দানবীর হাজী মোহাম্মদ কাউছ মিয়া চাঁদপুরের কৃতি সন্তান। দেশের যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে গরীব-অসহায় মানুষের পাশে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন তিনি। যার ফলে চাঁদপুর তথা সারা দেশে তিনি দল-মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছেই শ্রদ্ধার এবং ভালোবাসার মানুষ। সেই ধারাবাহিকতায় চলমান মহামারি করোনাভাইরাসে কর্মহীন ও গরীব-অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আবারো মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি। করোনা মহামারিতে রোজার শুরু থেকে টানা বিশ দিনে হাজী মোহাম্মদ কাউছ মিয়া তার নিজস্ব তহবিল এবং যাকাত ফান্ড থেকে চাঁদপুরের ২২ হাজার পরিবারের মাঝে জন প্রতি ২৫ কেজি, ৩০ কেজি ও ৫০ কেজি করে প্রতি বস্তা মোট ২শ' ৮০ মেট্রিক টন চাল খাদ্য সহায়তা হিসেবে বিতরণ করেছেন। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চাঁদপুর পৌর এলাকাসহ, রাজরাজেশ্বর, তরপুরচন্ডি, কল্যাণপুর, লক্ষীপুর ইউনিয়ন ও হাইমচরে খাদ্য সহায়তার এই চাউল বিতরণ করা হয়। খাদ্য সহায়তার চাল বিতরণকালে জেলা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি এবং প্রতিটি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ সময় সহযোগিতা করেন। করোনা মহামারিসহ ১৯৫৪ সাল থেকে এ যাবৎকালে ১৯ বার দেশে বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়। দেশের যে প্রান্তেই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙন, পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটেছে সেখানেই হাজী মোহাম্মদ কাউছ মিয়ার সহায়তা পৌঁছেছে। ৮৮'র ভয়াবহ বন্যার সময় শরীয়তপুরে তারাবুনিয়া, আব্বাস আলী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে হেলিকপ্টারে করে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। ৮৮ সালে টানা এক মাস ও ৯৮'র বন্যার সময় প্রায় দুই মাস চাঁদপুরসহ আশপাশের এলাকার পানিবন্দি মানুষের দোড় গোড়ায় রান্না করা খাবার পৌঁছে দিয়ে কাউছ মিয়া দেশ এবং বিদেশে বেশ সুনাম অর্জন করেন। হাজী মোহাম্মদ কাউছ মিয়া ২০০১ সালে চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে শুকনা খাবার পানি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। এছাড়াও হাজী মোহাম্মদ কাউছ মিয়ার পক্ষ থেকে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় করোনা মহামারিতে কর্মহীন হওয়া প্রায় ৩০ হাজার পরিবারকে নগদ অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন তার ছেলেরা। এভাবেই তিনি ৬৫ বছর যাবত মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন। দেশবরেণ্য ব্যবসায়ী, হাজী মোহাম্মদ কাউছ মিয়ার এই মানবিক সহায়তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন চাঁদপুরের সর্বমহল। তার এই মানবিক সহায়তা অসহায় গরীব মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে। তারা এ সাহায্য পেয়ে ৮৯ বছর বয়সী দেশের প্রবীণ মানুষটির জন্য আল্লাহর কাছে মনখুলে দোয়া করেছেন।

তামাকের উপর কর বৃদ্ধি প্রতিরোধে তামাক কেম্পানির প্রচারনা

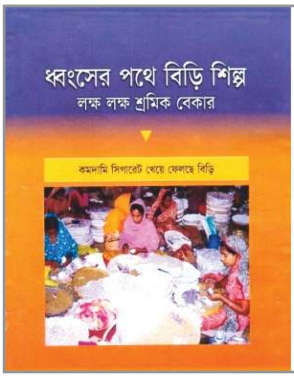

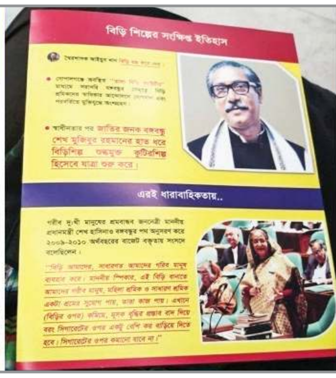

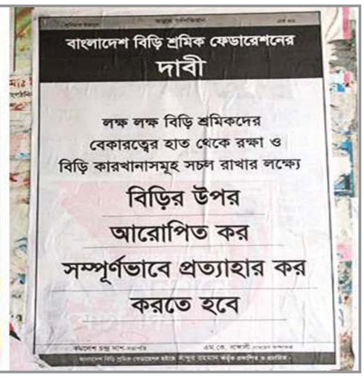

তামাক শ্রমিকদের সম্মান ও মজুরীর প্রকৃতচিত্র

যাদের বাচাঁনোর দাবী জানিয়ে তামাক কোম্পানিগুলো নীতি নির্ধারকদের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করে প্রকৃতপক্ষে তারা কি যথাযথ মজুরী, কাজের পরিবেশ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, জীবনের নিরাপত্তা পায়? বিভিন্ন সময়ে বকেয়া বেতনসহ নানা দাবীতে বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলন করতে দেখা গেছে। ঢাকা, টঙ্গী, যশোর, রংপুর ও রংপুরের হারাগাছা, বাগেরহাটের মোল্লার হাট, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা ও দৌলতপুর, লালমনিরহাটসহ বিভিন্ন এলাকায় সোনালী টোব্যাকো, আলফা টোব্যাকো, ঢাকা টোব্যাকো, আকিজ বিড়ি ইত্যাদি কোম্পানিগুলোতে চরম শ্রমিক অসন্তোস ও অনেক সময় শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকপক্ষের সংঘর্ষের সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যশোরে আলফা টোব্যাকো ফ্যাক্টরিতে মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে শ্রমিকদের আন্দোলন করতে দেখা গেছে। শ্রমিকরা দাবী করে মালিকরা কোটি কোটি টাকা মুনাফা করলেও শ্রমিকদের কল্যাণে কিছুই করেনি (আমার দেশ, ১৭ এপ্রিল ২০০৮)। বিড়ি কোম্পানিগুলোতে শ্রমিকদের একটা বড় অংশকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়।

নারী শ্রমিকদের নেই মাতৃত্বকালীন কোনো ছুটির ব্যবস্থা। সন্তানসম্ভবা নারী শ্রমিকদের কোনো কারণ দর্শানো নোটিশ ছাড়াই ছাটাই করা হয়। মাথাপিছু উৎসব বোনাস প্রদান করা হয় মাত্র ১০০ টাকা (সমকাল, ১৫ জুন ২০০৮)। নীলিফামারীতে তামাক কারখানাগুলোতে স্বাস্থ্য বিধি না মানার দৃষ্টান্ত রয়েছে। যার ফলে বহু রোগে আক্রান্ত হয় শ্রমিকরা। মালিকদের উদাসীনতার কারণে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের একটি বড় অংশ যক্ষা, হাঁপানী, শ্বাসকষ্ট, আলসার, বার্জাজসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে ঝুকে পড়তে দেখা গেছে। নামমাত্র মূল্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তামাক কারখানাগুলোতে কাজ করছে অনেকেই (দৈনিক সংগ্রাম, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯)। হারাগাছায় হাজার হাজার সাধারণ বিড়ি শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিল এবং মালিকদের বাড়ী ও কারখানা ঘেরাও করতে দেখা গেছে *(Songbad, 2 August 2009)*।

ঢাকা মঙ্গলবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭

কক্সবাজার ও বান্দরবানে বিএটিবির মাঠকর্মীদের ৭ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কর্মবিরতি পালন

চকরিয়া প্রতিনিধি

বিভিন্ন সময়ে সংঘর্ষে বিড়ি শ্রমিক নিহত, বহু আহত ও অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট হয়েছে (যুগান্তর, ১৬ জুলাই ২০১২)। শ্রমিকদের অত্যন্ত কম মজুরী, দীর্ঘদিন মজুরী বৃদ্ধি না করা, সাপ্তাহিক মজুরী ঠিকভাবে না দেওয়া ইত্যাদি বঞ্চনার তথ্যও পাওয়া গেছে। ২০০৭ সালের এক তথ্যানুসারে সরকার, মালিক এবং শ্রমিকপক্ষ একত্রে বিড়ি শ্রমিকদের নুন্যতম মজুরী প্রতি হাজার বিড়ির জন্য ২১ টাকা নির্ধারণ করে। কিন্তু সরকারের এই নির্দেশনাকে ফ্যাক্টরি মালিকরা বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে শ্রমিকদেরকে তাদের মনগড়া সামান্যতম মজুরী দিয়ে ফ্যাক্টরী সচল রাখে *(Ajkaler Khobor, 11 March 2010)*।

শুধু বিড়ি কারখানা নয় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) এর কারখানাতেও শ্রমিক অসন্তোষ এর সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। শ্রমিকরা ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের কার্যালয়ে আটকে রাখে (বণিক বার্তা, ১২ মে ২০১৪)। গণমাধ্যমে প্রেস কনফারেন্স এর মাধ্যমে বিএটিবি'র অস্থায়ী শ্রমিকরা অভিযোগ করেন যে, তারা নানাভাবে বঞ্চনার শিকার। একজন স্থায়ী শ্রমিকের সমান কাজ করলেও তাদের নুন্যতম বেতন-ভাতা ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয় না। পদ খালি থাকার পরও ১২/১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন অস্থায়ী শ্রমিককে খালি পদে নিয়োগ দেওয়া হয় না *(Daily Ittefaq, 9 March 2009)*।

সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতিঃ কোম্পানির প্রভাব

তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংস্থাগুলোর ধারাবাহিক দাবীর প্রেক্ষিতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রনে আরেকটি মাইলফলক যুক্ত হয়। সকল তামাকজাত দ্রব্যের উপর ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ করা হয়। সরকারের এই পদক্ষেপ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরেক ধাপ এগিয়ে দেয়। সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণকে গতিশীল করতে সারচার্জের অর্থ সঠিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে শুরু হয় স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া। শুরু থেকেই এ নীতি প্রণয়কে বাধাগ্রস্থ করতে তামাক কোম্পানিগুলোকে অত্যন্ত সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ করতে "অ্যাশ বাংলাদেশ" নামে একটি সংগঠন হাইকোর্টে রীট করে। তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন থেকে দাবী জানিয়ে আসছিল সারচার্জের অর্থ দিয়ে দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক। কিন্তু "অ্যাশ বাংলাদেশ" সংস্থাটি রীটে আবেদন করে "২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ হতে প্রাপ্ত অর্থ তামাক সেবনজনিত কারণে রোগাক্রান্তদের চিকিৎসা খাতে ব্যয় করা হোক"। শুধু বাংলাদেশেই নয়, থাইল্যান্ডসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করতে তামাক কোম্পানিগুলো যেসব প্রতারণামূলক অপকৌশল ব্যবহার করে তার মধ্যে অন্যতম, স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠনকে অর্থ দিয়ে তাদের মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা *(WBB Trust, 2016)*।

‘স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি’র খসড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোতে মতামত প্রদানের জন্য প্রেরণ করে। এরই প্রেক্ষিতে এক পত্রে (স্মারক নং-১২.০৭৮.০৩২.১০.০০.৪৩.২০১০-৮৪........তারিখ ০৫/০৬/২০১৬) কৃষি মন্ত্রণালয় ‘স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা” বোর্ডে তামাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে রাখা এবং সারচার্জের অর্থে তামাক সেবনজনিত কারণে রোগাক্রান্ত গরীব রোগীদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা গ্রহণের মতামত প্রদান করে। এ সময় সারাদেশে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো নীতি সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে। অবশেষে মন্ত্রিসভা বৈঠকে ‘স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৭’ এর খসড়া চুড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। উল্লেখ্য বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় বিভিন্ন দেশে তামাক পণ্যে অতিরিক্ত শুল্ক হিসেবে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আদায় করা হয় এবং আদায়কৃত অর্থ তামাক নিয়ন্ত্রণসহ নানাবিধ কাজে ব্যয় করা হয়। এসব দেশগুলোর মধ্যে ভারত, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভিয়েতনাম, কাতার, মঙ্গোলিয়া, লাওস, আইসল্যান্ড ও এস্তনিয়া অন্যতম *(Sangram, 2017)*।

তামাক চাষ বৃদ্ধিঃ কোম্পানীর প্রভাব

পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভ্রান্তকর গবেষনা: তামাক শুধু স্বাস্থ্যই নয় বরং পরিবেশ, অর্থনীতি ও জীব বৈচিত্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তামাকের এই ক্ষতিকর বিষয়টি স্বীকৃত এবং এ নিয়ে দেশে এবং আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বহু গবেষনা রয়েছে। অথচ, তামাক কোম্পানিগুলো নীতি নির্ধারকদের প্রভাবিত করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষনা প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন কৌশলে তামাকের স্বপক্ষে নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর গবেষনা করে। যা বিভিন্ন সময়ে নানা মাধ্যমে উঠে আসে।

২০১০ সালে “খাদ্যশষ্য উৎপাদনযোগ্য জমিতে তামাক চাষ বৃদ্ধি এবং সৃষ্ট স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ক্ষতি রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ” বিষয়ক পরিবেশ অধিদপ্তর একটি গবেষনা প্রতিবেদন তৈরী করে। পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ তামাকের স্বপক্ষে। পরিবেশ অধিদপ্তরের এই গবেষণা প্রতিবেদনে দেশে তামাক চাষ বাড়াতে নানা সাফাই তুলে ধরা হয়। এটিতে ধূমপানের ক্ষতিকর দিক এড়িয়ে তামাক চাষের নানা সুফলের কথা আলোচনা করা হয়। এতে বলা হয়, তামাক চাষের কারণে অনেক অনাবাদী জমি চাষের আওতায় এসেছে এবং তামাক চাষ এলাকায় ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। ১৪ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে সুপারিশে বলা হয়, তামাক দ্বারা প্রস্তুত সিগারেট, বিড়ি, জর্দা ইত্যাদি পান বা গ্রহণ করলে স্বাস্থ্যগত বিরাট ক্ষতির বিষয়টি অনেকাংশে প্রমাণিত। তবে তামাক চাষের কারণে স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতির বিষয়ে ব্যাপক জরিপ, অনুসন্ধান, নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, গবেষনা ইত্যাদি কার্যক্রম সমাপ্ত না করে কেবল কিছু সংবাদপত্রের নন টেকনিক্যাল তথ্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঠিক নয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণা শাখার তৎকালীন উপ-পরিচালক গবেষনা প্রতিবেদনটি তৈরী করেন এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রতিবেদনটি স্বাক্ষর করেন। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে প্রেরণ করার পর বিষয়টি জানাজানি হয়। সচিব বলেন, প্রতিবেদনটি আমি পেয়েছি তবে এ গবেষণার সাথে আমি একমত হতে পারিনি। তামাক পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে না বিষয়টি সত্য নয়। তামাক অবশ্যই পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। গবেষণাটির তথ্য আমার কাছে কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। বিধায় এটি কোন ক্ষেত্রেই কার্যকর করতে দেওয়া হবে না (কালের কণ্ঠ, ২৬ অক্টোবর ২০১০)।

কালের কণ্ঠ ২৬ অক্টোবর ২০১০, মঙ্গলবার

তামাকচাষের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর!

বিশেষজ্ঞদের হুঁশিয়ারি

তামাকচাষ ভয়ংকর

তামাক নিয়ন্ত্রণে এফসিটিসি এর যে সব ধারা খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করছে, আর্টিক্যাল ৫.৩ তার মধ্যে অন্যতম। কিন্ত সবাই এ ধারাটি সম্পর্কে ঠিকমতো জানেন না। তাই এটা বুঝতেও পারেন না, কেন তামাক কোম্পানি এত সহজে সরকারের মধ্যে প্রবেশ করে তার ব্যবসার সুবিধা মতো কাজ করিয়ে নিতে পারছে। এ ব্যাপারে প্রতিরোধের উপায় এই আর্টিক্যালেই রয়েছে। জনস্বাস্থ্যকে অবহেলা করে কোম্পানির মুনাফাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।

ফরিদা আখতার
নির্বাহী পরিচালক, উবিনীগ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের মাধ্যমে তামাক চাষের সুফল প্রচার: তামাক কোম্পানিগুলোকে বিগত দিনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পৃক্ত করে তামাক চাষের নানা সুফল সম্পর্কিত গবেষনা করার এবং নীতি নির্ধারকদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টাও করতে দেখা গেছে। ২০১৭ সালের ১৩ জুলাই এধরনের একটি গবেষনা প্রতিবেদন নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে শিক্ষক এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। *Bangladesh Agricultural University*'র ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের মাধ্যমে "Changing Socioscapes of Farming Communities" শীর্ষক সেমিনারটি আয়োজন করা হয়। সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনে তামাক চাষকে বাংলাদেশের কৃষকদের জন্য একটি বড় আশার জায়গা উল্লেখ করা হয় (BAU, 2017)। অথচ এ প্রকাশনায় কৃষক ও তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য ঝুঁকি, তামাক চাষজনিত বার্জাজ ডিজিজ ও গ্রীণ টোব্যাকো সিকনেস এর মত মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা, তামাক কোম্পানির ঋণের চক্রে বন্দী কৃষকের দুর্দশা, তামাক পাতার দাম নির্ধারণে কোম্পানির কাছে জিম্মি হওয়া, তামাক চাষে জড়িতদের মারাত্মক শ্রমসহ তামাক চাষের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক নিয়ে কিছুই বলা হয়নি।

Date: 05 July, 2017

To
Md. Jasim Uddin
Deputy Secretary (Forest-1)
Ministry of Environment and Forest
Dhaka
Email: forest1@moef.gov.bd

Subject: Request to participate in the seminar on '**Changing Socioscapes of Farming Communities**'

Dear Sir:

We are delighted to invite you as one of the valued participants in the seminar to be held in the conference room of Bangladesh Agricultural Research Council (BARC), Dhaka on 13 July, 2017. The honorable secretary Mr. Shubhashish Bose (in charge), Ministry of Commerce, the People's Republic of Bangladesh has given his kind consent to present as Chief Guest. Dr. Md. Abdul Quddus, the Dean, Faculty of Agricultural Economics and Rural Sociology, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh will chair the session. Actually, some of our students initially started a research on "Socio-economic Impact of Tobacco Cultivation in the Farming Communities: Present Status, Profitability and Challenges" to find out whether tobacco cultivation is truly detrimental to the community or was it just a myth. The findings were so impressive that we felt the professional and scientists needed to have evidence based information regarding this matter, hence the inception of this research.

The seminar would be held on the 13th of July at the BARC conference room starting at 10:30 am. It would be our honor to have your presence in this mind-provoking and enriching discussion of the '**Changing Socioscapes of Farming Communities**'.

We will be glad if you kindly accept our invitation and make this event successful.

We look forward to your kind presence.

Dr. Lutful Hassan
Professor
Department of Genetics and Plant Breeding
Bangladesh Agricultural University
Mymensingh-2202
Cell: 01715091096
E-mail: lutfulhassan@yahoo.co.uk

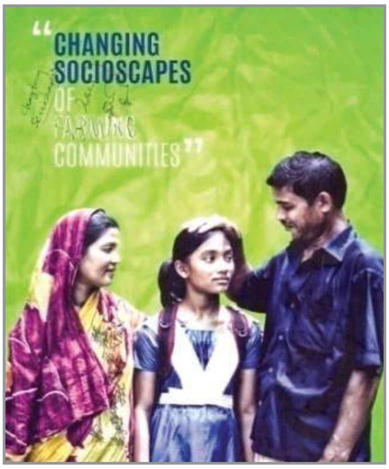

অবাক করা বিষয় এই যে, Bangladesh Agricultural University'র ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের পরিচালনায় এই গবেষণার সুপারিশে তামাককে নি:সন্দেহে চাষীদের জন্য একটি ভালো বিকল্প হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তামাক চাষের টেকসই উন্নয়ন, উন্নত ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উচ্চ লাভ নিশ্চিতে এখানে জোরালোভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। গবেষনা গ্রন্থটি সম্পর্কিত তথ্য ওয়েব সাইটে রয়েছে উল্লেখ করা থাকলেও সেখানে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে।

তামাক কোম্পানিগুলো নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণে বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপন করে। এসকল তথ্য বিশ্বাস করার কোন অবকাশ নেই। তাদের মূল লক্ষ্য থাকে তামাকের স্বপক্ষে নীতি নির্ধারকদের প্রভাবিত করা। যারা তামাক চাষকে লাভজনক বলে আমি মনে করি তারা "Penny wise and pound foolish"। যেসব জমিতে তামাক চাষ করা হয় অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে সেসব জমি ধীরে ধীরে উর্বরতা হারিয়ে ফেলে। সেইসাথে দূষিত হয় আশেপাশের পরিবেশ। দৃশ্যত এটি লাভজনক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, পরিবেশ সকল ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। তামাক সম্পর্কে সঠিক তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি তামাক কোম্পানির সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার তুলে নেবার পাশাপাশি এফসিটিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যা দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরো সুদৃঢ় করবে এবং আমাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটাবে।

- মোজ্জাফফর হোসেন পল্টু,
উপদেষ্টা, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট

কৃষকদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর: ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ১২ ধারা (১) উপ-ধারায় তামাক চাষীদের তামাক চাষে নিরুৎসাহিত এবং বিকল্প উৎপাদনে উৎসাহিত করার কথা উল্লেখ থাকলেও ২০১০ সালে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়নের কাজী হাটা গ্রামের আইপিএম ক্লাবে *বিএটিবি*'র উদ্যোগে কৃষকদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ এবং তামাকচাষের পক্ষে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএটিবি'র হেড অফ লিফ। সেমিনারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক এড়িয়ে তামাক চাষের নানা সুফলের কথা বলেন *(Amar Desh, 1 November 2010)*।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় তামাক চাষের পক্ষে ও সনদ পত্র বিতরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে ডিজি সহ অতিথি বৃন্দরা

তামাকের স্বপক্ষে অবস্থান শক্তিশালী করতে তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকে তাদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে। সরকারের অধিকাংশ কর্মকর্তা এফসিটিসি'র আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে সরকারের সাথে তামাক কোম্পানির সম্পর্ক কেমন হওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য ও ধারনা না থাকায় সরল বিশ্বাসে এসকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেন। ২০১৮ সালের ৩০ অক্টোবর কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলাস্থ আল্লারদরগায় বিএটিবি "Empty CPA container safe disposal programme" এর আয়োজন করে। যেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় পরিচালক। খুলনা পরিবেশ অধিদপ্তরের ফেসবুক পেইজেও উক্ত তথ্য শেয়ার করা হয় *(Shaheen, 31 Oct 2018)*।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের সমন্বিত উদ্যোগে সারাদেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে অর্থকরী তালিকা থেকে তামাককে বাতিল করার দাবিতে সেমিনারের আয়োজন করে। কয়েকজন কৃষি কর্মকর্তা সরাসরি বলেছেন, "তামাক যে একটি ক্ষতিকর পণ্য তাতে কোন ধরনের সন্দেহ নেই। কিন্তু এ মূহূর্তে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ খুব চ্যালেঞ্জিং বিষয়। প্রকৃতপক্ষে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে দ্রুত এ বিষয়ে সহায়ক নীতি প্রণয়ন করা জরুরী।

২০১৮ সালের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে ক্রপস্ উইং এর প্রদত্ত এক তথ্যে (স্মারক নং ২৭৯৮ তারিখ ১৫/১১/২০১৮ খ্রীঃ) হেক্টর প্রতি বোরো ধান, ভুট্টা ও তামাক উৎপাদন খরচের হিসাবে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য বিধ্বংসী তামাককে বোরো ধানের চেয়ে অধিক লাভজনক দেখানো হয়েছে। হেক্টর প্রতি তামাক থেকে নিট আয় এখানে দেখানো হয়েছে ৮২,২৮৬.৪০ টাকা। অপরদিকে হেক্টর প্রতি বোরো ধান থেকে নিট আয় ৭১,২১৫ টাকা (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর , ২০১৮)। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে এধরনের তথ্য প্রদান করা হলে কৃষকরা তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ হবে।

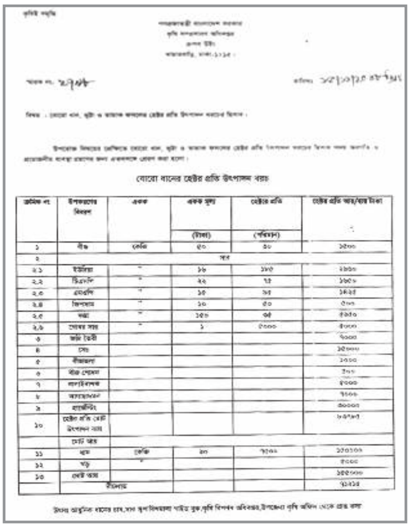
বোরো ধানের হেক্টর প্রতি উৎপাদন ব্যয়

অথচ এধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্যের কারণে বিগত দিনে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে চাষীদের উৎপাদিত তামাক নিয়ে সমস্যায় পড়তে দেখা গেছে। তামাক ক্রয়ে টোব্যাকো কোম্পানির টালবাহানায় রংপুরে চাষীদের বিপাকে পড়ে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে। সমাবেশে ক্ষতিগ্রস্থ তামাক চাষীরা বলে, তামাক কোম্পানির প্রলোভনে অধিক লাভের আশায় চাষীরা ধানের পরিবর্তে বিপুল জমিতে তামাক চাষ করেছিল। অথচ উৎপাদিত ফসল কৃষকের ঘরে গাদা হয়ে পড়ে থাকায় তারা চরম বিপাকে পড়েছে। *(Amader Orthoneeti, 2 June 2010)*

তামাক কোম্পানিগুলোকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্তক হওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্যহানীকর পণ্য উৎপাদনকে লাভজনক দেখানো হলে কৃষকরা তামাক চাষে আরো আগ্রহী হয়ে উঠবে। ফলে জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়বে এবং দেশে ব্যাপক পরিমানে তামাক চাষ বৃদ্ধি পাবে। যা তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা। তামাককে অর্থকরী ফসল আর তামাক চাষীদেরকে ক্লায়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করে যদি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রচারণা চালায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে, সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যেখানে তামাক নিয়ন্ত্রণে নানা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে সেখানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তাদের ওয়েবসাইটে তুলনামূলক বিচারে অর্থনীতির জন্য তামাককে লাভজনক বলে উল্লেখ করে কি নেশাগ্রস্থ আগামী প্রজন্ম তৈরী করতে চাইছে?

হেলাল আহমেদ
সেক্রেটারী জেনারেল, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন

প্রতিবছরই তামাক চাষ বাড়ছে ঝিনাইদহে। তামাক চাষ থেকে কৃষকদের নিরুৎসাহিত করার পরিবর্তে কৃষি কর্মকর্তারা পুঁজিবাদী তামাক কোম্পানির আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তামাক চাষের উপকারিতা বিষয়ে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে এমন অভিযোগ রয়েছে। *ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি, ঢাকা টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রি, আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানিসহ* বেশ কয়েকটি বহুজাতিক তামাক কোম্পানি এখানে তামাক চাষ করছে। *(Bhorer Kagoj, 3 January 2012)*

ভোরের কাগজ

25 Feb 2013

কৃষি বিভাগের সঙ্গে দারুণ সখ্য তামাক কোম্পানির!

মনি মাহমুদ : সরাসরি কৃষিজাত খাদ্যপণ্য না হওয়া সত্ত্বেও তামাকের 'উৎপাদন' বৃদ্ধিতে ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকোকে (বিএটি) পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)। বিশেষ করে ডিএইর সমন্বিত বালাই দমন (আইপিএম) ইউনিটের লোকজনের সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষককে এ পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করছে বিএটি। অথচ সরকারই তামাককে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বলে প্রচার করছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে বিএটির কর্মকর্তাদের। সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সিএসআরের নামে ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ লিমিটেড যে প্রচারণা চালায় তাতে সক্রিয় অংশ নেন ডিএইর লোকজন। এমনকি ডিএইর মহাপরিচালক পর্যন্ত বিএটির অনুষ্ঠানে গিয়ে তামাক চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার নজির রয়েছে।

ডিএই সূত্র জানায়, ২০১০ সালের ৩০ অক্টোবর কৃষি অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক (ডিজি) মোঃ সাজ্জদ আলী কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় বিএটির তামাক চাষ বিষয়ক একটি সেমিনারে অংশ নেন। সেখানকার কাতীহাটা গ্রামে বিএটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আইপিএম ক্লাবের

সরাসরি কৃষিজাত খাদ্যপণ্য না হওয়া সত্ত্বেও তামাক উৎপাদন বৃদ্ধিতে *বিএটিবি*-কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা করছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। বিশেষ করে (ডিএই) এর সমন্বিত বালাই দমন ইউনিটের সহযোগিতায় দেশের বিভন্ন স্থানে কৃষককে এ পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করছে বিএটিবি। অনুসন্ধানে দেখা গেছে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে বিএটিবি'র এক বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে। বিশেষ করে, তারা সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচিতে অংশ নেন। গ্রামের মানুষের মধ্যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের বিষয়টি যদিও কৃষি বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তবুও *বিএটিবি*'র প্রবাহ নামে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদের উপস্থিতির নজীর রয়েছে। ২০১২ সালে ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবসের অনুষ্ঠানে মানিকগঞ্জে প্রবাহ প্লান্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিএটিবি'র লিফ ম্যানেজার আক্তার আনোয়ার খান বলেন, আমরা কৃষি বিভাগের সহায়তায় আইপিএম ক্লাবসহ ফার্মার্স ফিল্ড স্কুল (এফএফএস) চালিয়ে যাচ্ছি *(Bhorer Kagoj, 25 Feb, 2013)*।

Our initiatives include Green Manuring with Dhaincha (Sesbania aculeata) - an effective approach in enriching soil health and fertility. Dhaincha is also promoted as alternate fuel in leaf growing areas. Moreover, we have introduced Integrated Pest Management (IPM) Clubs and Farmers' Field Schools (FFS) in collaboration with the Department of Agriculture Extension to educate our farmers about the adoption of Good Agriculture Practices.

বিএটিবি'র ওয়েব সাইটেও কৃষি সম্প্রসারনের সাথে তাদের সমন্বিত কার্যক্রমের তথ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে-বিএটি কৃষকদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সাথে ৫৩টি সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (Integrated Pest Management (IPM) Clubs) ক্লাব এবং কৃষকদের জন্য ৫৩টি মাঠ পর্যায়ের ক্লাব {Field Schools (FFS)} চালু করেছে *(British American Tobacco Bangladesh, 2019)*।

অনেকভাবে তামাক চাষ লাভজনক দেখানোর চেষ্টা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তামাক চাষের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পরিবেশ, কৃষি জমি, বনভূমি, জলাশয় প্রভৃতি। পাহাড়ের সমতল ভূমি ও নদী তীরবর্তী ফসলি জমিতে তামাকের আবাদ ক্ষতিগ্রস্থ করে খাদ্য শস্য উৎপাদন করা হয়। এতে দীর্ঘমেয়াদী ফসলি জমির উর্বরতা নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তার হুমকি, জীববৈচিত্র ধ্বংস এবং তামাক চাষীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির আশংকা তৈরি হয়। নদী তীরবর্তী এলাকাসমূহ সবচেয়ে বেশি তামাক কোম্পানির আগ্রাসনের শিকার। এক সময় শীতকালীন সবজিসহ নানা রকম ফসল উৎপাদন হলেও সেসব জমি বর্তমানে তামাকের দখলে। তামাকের চুল্লি বানিয়ে তাতে বিপুল পরিমাণ বনের কাঠ পুড়িয়ে পাতা প্রক্রিয়াজাত করা হয়। একটি চুল্লিতে প্রতি মৌসুমে শত শত মণ কাঠ নির্বিচারে পোড়ানো হয়। অনেক কৃষক বলেন, তামাক চাষের কারণে জমির উর্বরতা কমে যায়, মাটিতে কেঁচোসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ও উপকারী প্রাণীর সংখ্যা কমে আসে। ফলে জমির মাটি শক্ত হয়ে যায় এবং ওই জমিতে পরবর্তী সময়ে ফসলের উৎপাদন কমে যায়। বেসরকারি এক গবেষণায় দেখা গেছে, একজন তামাক চাষির গড় আয়ু মাত্র ৫৫ বছর যা অন্য চাষির তুলনায় প্রায় ১১ বছর কম। এছাড়া তামাক চাষ ও তামাক প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকলে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানিসহ নানা রকম স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে হয় *(Dainik Azadi, 2018)*।

একটি বিশেষ তামাক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে। সার্বিকভাবে সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক হলেও তামাক কোম্পানিগুলো একদিকে কৃষকদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করছে অপরদিকে সরকারী কর্মকর্তাদের নানাভাবে বিভ্রান্ত করছে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারের তামাক কোম্পানি থেকে দ্রুত শেয়ার তুলে নেওয়া প্রয়োজন। এ কোম্পানিগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ নানাভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে ব্যাহত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি কোম্পানিগুলোর সাথে কৃষি কর্মকর্তাদের সম্পর্ক কিরূপ হবে সেটি সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন।

আবু নাসের খান

পরিবেশবিদ এবং উপদেষ্টা, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট

শুধু তামাক উৎপাদন ও ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ নয় বরং অনেক সময় তামাক কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার তথ্যও গণমাধ্যমে পাওয়া গেছে। ২০১০ সালে সাংবাদিক আলাউদ্দিন শাহরিয়ার এবং জাফর ইকবালের দায়ের করা মামলায় বান্দারবানে যুগ্ম জেলা জজ আদালত তামাক চাষের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর আদালতের আদেশ বানচাল করতে কোটি টাকার মিশন নিয়ে মাঠে নামে তামাক কোম্পানিগুলো। লামা-আলীকদম এবং নাইক্ষ্যাংছড়ি উপজেলায় কৃষকদের সংঘটিত করে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কোম্পানিগুলো লাখ লাখ টাকা খরচ করেছে। স্থানীয় একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেলে তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত ব্যক্তিগন কোম্পানির বিরুদ্ধে ইন্টারভিউ দেয়াতে কয়েকজন তামাক কোম্পানির প্রতিনিধি এবং তামাক চাষী তাদের প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দেয়। এমনকি তামাক কোম্পানির বিরুদ্ধে লেখালেখি করায় স্থানীয় সংবাদ কর্মীদের নিয়ে ইফতার পার্টির আয়োজন করে তামাক কোম্পানি। অপরদিকে মামলার বাদীকে বিদেশ সফরের সুযোগ দেয়াসহ নানা প্রলোভন দেখানো হয় (দৈনিক খবর, ২৬ আগষ্ট ২০১০)।

> **তামাক কোম্পানির বিরুদ্ধে লেখালেখি করায় স্থানীয় সংবাদ কর্মীদের নিয়ে ইফতার পার্টির আয়োজন করে তারা।**

বান্দারবানে তামাক চাষ বন্ধে দায়ের করা মামলায় কৃষি, অর্থ, পাবর্ত্য এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের চার সচিব এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারকে ২ সেপ্টেম্বর ২০১০ আদালতে তলব করা হয়। তামাক কোম্পানিগুলোর তামাক চাষ বন্ধে আদালতের অর্ন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদনের প্রেক্ষিতে যুগ্ম জেলা জজ এ আদেশ দেন। উল্লেখ্য এর পূর্বে ১৮ আগষ্ট ২০১০ বান্দারবান যুগ্ম জেলা জজ আদালত বান্দারবানে তামাক চাষের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন (Daily Amader Shomoy, 27 August 2010)।

তামাক চাষীদের স্বার্থ রক্ষায় অনেক সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকেও তামাক কোম্পানিগুলোর স্বপক্ষে প্রভাবিত হতে দেখা গেছে। তামাক চাষীদের স্বার্থ রক্ষায় লালমনিরহাটে ২০১১ সালে বিএনপির লাগাতার কর্মসূচী পরিচালিত হয়। সংবাদ সম্মেলন, প্রতিবাদ সমাবেশ, জনসভা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করা হয়। প্রয়োজনে সড়ক অবরোধের পাশাপাশি আরো কঠোর কর্মসূচী নেয়ার আভাসও দেয়া হয় (Daily Karatoa, 29 May 2010)।

কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে - এধরনের শ্লোগানকে সামনে নিয়ে সরকার যখন দেশে খাদ্য ঘাটতি পূরণ এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বদ্ধপরিকর, ঠিক তখন কুষ্টিয়ায় সরকারী নির্দেশনা অমান্য করে *বিএটিবি, ঢাকা টোব্যাকো এবং আবুল খায়ের টোবাকো কোম্পানি* ফসলী মাঠে কৃষকদের সার ও কীটনাশক সহায়তা ও সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করে তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আর্ন্তজাতিক বিশ্বে খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি এবং বাংলাদেশে এর প্রভাব পড়ায় সরকার "ধান, সবজিসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ ফসল উৎপাদন এলাকা ও সেচ সম্প্রসারণযুক্ত এলাকায় কোনভাবেই তামাক চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা যাবে না" এই মর্মে নির্দেশনা জারি করে। এই নির্দেশনা যথাযথ কার্যকর করতে বাংলাদেশ ব্যাংক উল্লেখিত এলাকার বিভিন্ন তফসিল ব্যাংকে তামাক চাষের অনুকূলে কোন প্রকার ঋণ সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ জারি করে। কিন্তু এ নির্দেশকে উপেক্ষা করে তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন সহায়তা দিয়ে কৃষকদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করে। (amader orthoneeti, 16 December 2010)

তামাক কোম্পানিগুলোর সাথে সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে - এবিষয়ে কোন নির্দেশনা বা তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে কোন নীতি না থাকায় তামাক কোম্পানিগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করে সংরক্ষিত বনাঞ্চল দখল করেও তামাক চাষ করেছে। কক্সবাজারের চকোরিয়া উপজেলায় সংরক্ষিত বনের জায়গা দখল করে তামাক চাষ করা হয়। এতে বনের গাছপালা উজাড় হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ ধ্বংস ও বন্য প্রাণীর খাবার ও আবাসস্থল হুমকির মুখে পড়ে। বন বিভাগের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বন জায়গীরদারদের যোগসাজশে চাষিরা বনের জায়গায় তামাক চাষ করে। শুধু তা-ই নয়, চাষীরা তামাক পাতা শুকানোর জন্য সেখানে প্রায় একশত পঞ্চাশটি (১৫০) অস্থায়ী চুল্লিও নির্মাণ করে (Prothom-Alo, 19 January 2010)। ২০১০ সালে রাঙ্গামাটি, বাঘাইছড়ি উপজেলার তিনটি সংরক্ষিত বনে পাঁচ শতাধিক তামাক চুল্লী নির্মান করা হয়। এই বাড়তি তামাক চাষ হুমকির মুখে ফেলছে সংরক্ষিত বনকে। (Prothom Alo, 7 February 2010) ২০১৭ সালে উৎপাদিত তামাক প্রক্রিয়াজাত করতে বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করা হয় দুই সহস্রাধিক চুল্লী যেখানে জ্বালানি হিসেবে পোড়ানো হয় সংরক্ষিত ও প্রাকৃতিক বনের কাঠ। স্থানীয় একশ্রেণির বন কর্মকর্তার সহায়তায় তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে লাখ লাখ মণ কাঠ ব্যবহার করা হয় *(Prothom Alo, 1 January 2017)*।

তামাকের কারণে প্রতিবছর অকালমৃত্যু ও পঙ্গুত্বর পাশাপাশি ক্ষতি হচ্ছে আমাদের পরিবেশ ও অর্থনীতির। সার্বিক দিক বিবেচনায় সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণকে এগিয়ে নিতে যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, তা প্রশংসার দাবীদার হলেও আমাদের থেমে গেলে চলবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় অনুসারে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নীতিসমূহ সুরক্ষায় উদ্যোগ নিতে হবে। তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতি সুরক্ষায় ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর আর্টিকেল ৫.৩ অত্যন্ত কার্যকর একটি টুলস। পৃথিবীর অনেক দেশ ইতোমধ্যে নীতি সুরক্ষায় আইন ও সহায়ক গাইডলাইন তৈরী করে নিজেদের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে গতিশীল করেছে। বাংলাদেশেও অনতিবিলম্বে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের দাবী।

অধ্যাপক প্রাণ গোপাল দত্ত

সাবেক উপাচার্য্য-বিএসএমএমইউ ও উপদেষ্টা বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট

কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটিতে তামাক কোম্পানী কৃষি বিপণন আইনে অর্থকরী ফসল তামাকঃ স্বাস্থ্যহানীকর পণ্য হওয়া সত্বেও দীর্ঘদিন ধরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বছর সিগারেট প্রস্তুতকারক, তামাক রপ্তানীকারক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সংস্থা এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে তামাকের সর্বনিম্ন দাম নির্ধারন করা হয়ে থাকে। কৃষি সচিব এর সভাপতিত্বে ১৩ মার্চ ২০১৬ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের তামাক এর সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারনী সভা আয়োজনের তথ্য এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য তামাকের সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণের পাশাপাশি তামাকের উৎপাদন, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা, বিপনন ও গ্রেডিং পরিস্থিতি, তামাক রপ্তানী বৃদ্ধির উপায়, তামাক চাষীদের প্রশিক্ষণ, তামাক ব্যবসায় নিয়োজিত অন্যান্য কোম্পানির সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনার নিমিত্তে কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটি সভার আয়োজন করা হয়।

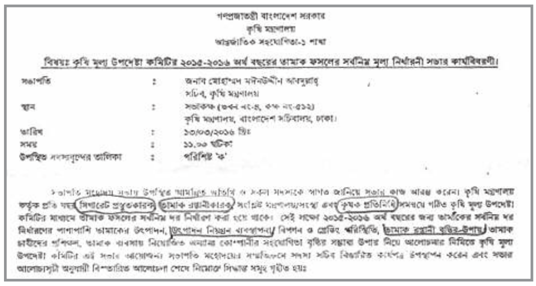
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা-১ শাখা

বিষয়ঃ কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের তামাক ফসলের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারনী সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
স্থান	:	সভাকক্ষ (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৫১২) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
তারিখ	:	১৩/০৩/২০১৬ খ্রিঃ
সময়	:	১১.০০ ঘটিকা
উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বছর সিগারেট প্রস্তুতকারক, তামাক রপ্তানীকারক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং কৃষক প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে তামাক ফসলের সর্বনিম্ন দর নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সেই লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য তামাকের সর্বনিম্ন দর নির্ধারণের পাশাপাশি তামাকের উৎপাদন, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা, বিপনন ও গ্রেডিং পরিস্থিতি, তামাক রপ্তানী বৃদ্ধির উপায়, তামাক চাষীদের প্রশিক্ষণ, তামাক ব্যবসায় নিয়োজিত অন্যান্য কোম্পানীর সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনার নিমিত্তে কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির এই সভার আয়োজন। সভাপতি মহোদয়ের সম্মতিক্রমে সদস্য সচিব বিস্তারিত কার্যপত্র উপস্থাপন করেন এবং সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়ঃ

"কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮"- সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ আইনটিতে তপশিল ১ (খ) তে তামাক কে অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আইনটির লক্ষ্য জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে কৃষক, উৎপাদক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের (কৃষিপণ্য বলিতে তপশিল ১ এ উল্লেখিত পণ্য অর্থাৎ তামাকও রয়েছে) মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; বিপণন ও ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ; বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত ও সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ; সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার, ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ; সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন; মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান; মূল্য সহায়তা প্রদান; অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ; শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; ইত্যাদি। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উক্ত আইনে তামাক অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ থাকায় আইন অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সরকারের সহায়তায় তামাকের ব্যাপক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটবে। তামাক বিরোধী জোট এর পক্ষ থেকে বারবার উল্লেখিত আইনের ধারা ৩০ অনুসারে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তপশিল সংশোধন করে তামাকের নাম কৃষিপণ্যের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অনুরোধ জানানো হলেও কৃষি মন্ত্রনালয়ের পক্ষ থেকে তেমন কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি *(Ministry of Law, 2018)*।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা: তামাক কোম্পানীর হস্তক্ষেপ

জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা' প্রণয়ন করে। গাইডলাইনের ধারা ৮.১ এ তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রেতাদের লাইসেন্সের আওতায় আনার জন্য লাইসেন্সিং ব্যবস্থা করা হয়। লাইসেন্সিং ব্যবস্থাটিকে বানচালের জন্য তামাক কোম্পানীগুলো তৎপর হয়ে ওঠে। মন্ত্রণালয়ের সাথে পৃথকভাবে সভা করতে চায়। এ প্রসঙ্গে গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, তৎকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র সচিব বলেন, বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা আমাদের সঙ্গে একটি সভা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যে সভায় তারা এই গাইডলাইন সম্পর্কে তাদের মতামত দেবেন। আমরা তাদের আলাদা করে সময় না দিয়ে ওই বৈঠকে উপস্থিত হয়ে মতামত দেওয়ার জন্য বলেছি। আমরা তাদের মতামত শুনবো। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো হবে পরে।'এই আমন্ত্রণ আইনের বা এফসিটিসির কোনও শর্ত ভঙ্গ করেনি। তারাও এই সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, তারা দেশের বড় ট্যাক্স পেয়ার। তারা মতামত দিতে চাইলে আমরা শুনবো।'

স্থানীয় সরকার বিভাগের তামাক নিয়ন্ত্রণ গাইডলাইন অনুসারে, লাইসেন্সিং ব্যবস্থা তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর '২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' ঘোষণা বাস্তবায়ন করার জন্য নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমেই ব্যবহার-উৎপাদন এভাবে কমিয়ে আনতে হবে। বাংলাদেশে এমন অনেক ব্যবসা আছে, যার জন দৈত লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে যাদের হোল্ডিং নম্বর আছে এবং তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করা ছাড়া যদি তাদের না চলে, তারা লাইসেন্স ব্যবহার করে ব্যবসা করবে। যাদের দুটি লাইসেন্স করার সামর্থ্য নেই, তারা তামাকজাত দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য কিছু বিক্রি করবে।

শাগুফতা সুলতানা,
প্রকল্প পরিচালক, এইড ফাউন্ডেশন

অধ্যায়-৭

তামাক কোম্পানীতে সরকারের শেয়ার তামাক নিয়ন্ত্রনে প্রতিবদ্ধকতা

THE ASIAN AGE

Withdraw share from tobacco company

Anti-tobacco activists urge govt at a human chain

কোম্পানির অংশীদারগণ চাইবেন নিজ ব্যবসার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ঘটাতে এটা খুবই স্বাভাবিক। ঠিক একারণেই তামাকের মতো ক্ষতিকর একটি পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার নিয়ে আলোচনার অবতারনা। তামাক কোম্পানিতে বাংলাদেশ সরকারের শেয়ার তামাক ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়ক। বাংলাদেশে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে আসছে। তামাক কোম্পানির প্রতি যে কোন পক্ষপাতমূলক আচরণ সে দেশের সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটিবি) তে বাংলাদেশ সরকারের ১০.৮৫% শেয়ার রয়েছে (South East Asia Tobacco Industry Interference Index, SATCA-2019, 2019)। আর মাত্র ১০.৮৫% শেয়ারের কারণে বিএটিবির পরিচালনা পর্ষদের মোট ৯ জন পরিচালকের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রয়েছেন ৬ জন। পরিচালনা পর্ষদে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এতগুলো মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে তামাক কোম্পানিগুলোর অনির্ধারিত আলোচনার সুযোগ থাকায় বিএটি কর্তৃক সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রন নীতিতে নানাভাবে প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা রয়ে গেছে। যা সরকারের সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। সরকারের অতি ক্ষুদ্র শেয়ার থাকার সুবিধা তামাক কোম্পানি গ্রহণ করছে ব্যাপকভাবে। সেইসাথে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে স্বাস্থ্যহানীকর পণ্য উৎপাদনকারী একটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইটে তাদের অংশীদার (Our shareholders) হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'র নাম *(British American Tobacco Bangladesh, 2018)*।

২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় বাস্তবায়নে প্রয়োজন তামাকের ব্যবহার কমানো এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নীতি ও কার্যক্রম কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখা। তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নীতিসমূহ সুরক্ষিত করতে তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার তুলে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। আন্তর্জাতিক চুক্তি Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসাবে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের নৈতিক দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা রয়েছে। FCTC এর আর্টিক্যাল ৫.৩ তে জনস্বার্থে প্রণীত নীতিসমূহকে সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

অসংক্রামক রোগ যেমন; হৃদরোগ, ক্যান্সার, শ্বাসতন্ত্রের রোগ ইত্যাদি প্রতিরোধে তামাক নিয়ন্ত্রন জরুরী। কিন্তু বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা না থাকায় সামগ্রিকভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তামাক কোম্পানিসমূহ নানাভাবে সরকারের উপর চাপপ্রয়োগ করে উপযুক্ত নীতিমালা প্রনয়ন ও আইনের যথাযথ প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করছে। সরকারের সাথে তামাক কোম্পানিসমূহের এই অশুভ সম্পর্ক দূর করার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ যথাযথভাবে মেনে চলা জরুরী।

অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী,
বিভাগীয় প্রধান (রোগতত্ব ও গবেষণা),
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট

তামাক সম্প্রসারণে সরকারের বিনিয়োগ কোন রাষ্ট্রের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মর সুস্থতা নিশ্চিতে সম্প্রসারণ নয়, তামাক নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের নামে তামাক কোম্পানিকে দেশে বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ জনস্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। এসডিজি অর্জনে সফলতা পেতে, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার সপ্ন বাস্তবায়নে আগ্রাসী তামাক কোম্পানিগুলোর বাজার সংকুচিত করার পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নীতিগুলো সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন প্রয়োজন।

-সৈয়দ মাহবুবুল আলম,
টেকনিক্যাল এডভাইজার, দ্যা ইউনিয়ন

২০১৮ সালের এক গবেষণার তথ্যানুসারে, বাংলাদেশে তামাকের কারণে ২০১৮ সালে ১ লক্ষ ২৬ হাজার মানুষ অকালে প্রাণ হারিয়েছে। তামাকজনিত রোগ ও অকাল মৃত্যুর কারণে প্রতিবছর ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে (Bangladesh Cancer Society, 2018)। সারা বিশ্ব তামাকের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে এটি নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করছে নানা ধরনের পদক্ষেপ। এমতাবস্থায় বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির আড়ালে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় তামাক কোম্পানি "জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনাল (জেটিআই)"কে বাংলাদেশে তামাকের বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তারা সরকারের উদারনীতি কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশ থেকে পাচার করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। এছাড়াও আইনি সীমার প্রায় ১৪ গুন বেশী অর্থ কারিগরি ফি হিসেবে সিঙ্গাপুরে পাঠানোর প্রস্তাব দেয় (Dailyinqilab, 2021), যা জনস্বাস্থ্য ও দেশের অর্থনীতিকে আরো অধিক হুমকির মুখে ফেলছে। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে রাষ্ট্রে বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজনীয় হলেও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন তামাকের মতো ক্ষতিকর পণ্যে বিনিয়োগ প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের কোন কল্যাণ বয়ে আনবে কি না। তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার আর বিদেশী বিনিয়োগের নামে বিদেশী তামাক কোম্পানিগুলোকে দেশে বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ বৃদ্ধি সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে। এতে দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে তামাকজনিত রোগ, মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব। তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গতিশীল করতে কোম্পানির প্রভাব থেকে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি ও কার্যক্রম সুরক্ষিত রেখে দ্রুত জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়ন জরুরী।

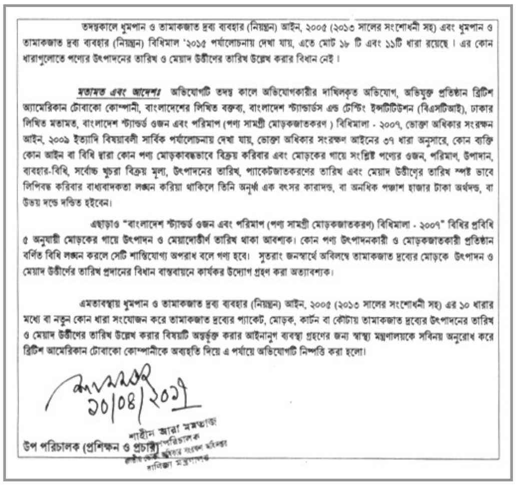
তদন্তকালে ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রন) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালের সংশোধনী সহ) এবং ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রন) বিধিমাল '২০১৫ পর্যালোচনায় দেখা যায়, এতে মোট ১৮ টি এবং ১১টি ধারা রয়েছে। এর কোন ধারাগুলোতে পণ্যের উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ করার বিধান নেই।

মতামত এবং আদেশঃ অভিযোগটি তদন্ত কালে অভিযোগকারীর দাখিলকৃত অভিযোগ, অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোবাকো কোম্পানী, বাংলাদেশের লিখিত বক্তব্য, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই), ঢাকার লিখিত মতামত, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডর্ড ওজন এবং পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা - ২০০৭, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন, ২০০৯ ইত্যাদি বিষয়াবলী সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৭ ধারা অনুসারে, কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধি দ্বারা কোন পণ্য মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করিবার এবং মোড়কের গায়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওজন, পরিমাণ, উপাদান, ব্যবহার-বিধি, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, প্যাকেটজাতকরণের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ স্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ করিবার বাধ্যবাদকতা লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

এছাড়াও "বাংলাদেশ স্ট্যান্ডর্ড ওজন এবং পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা - ২০০৭" বিধির প্রবিধি ৫ অনুযায়ী মোড়কের গায়ে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ থাকা আবশ্যক। কোন পণ্য উৎপাদনকারী ও মোড়কজাতকারী প্রতিষ্ঠান বর্ণিত বিধি লঙ্ঘন করলে সেটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। সুতরাং জনস্বার্থে অবিলম্বে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ প্রদানের বিধান বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

এমতাবস্থায় ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রন) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালের সংশোধনী সহ) এর ১০ ধারার মধ্যে বা নতুন কোন ধারা সংযোজন করে তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ করার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সবিনয় অনুরোধ করে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানীকে অব্যাহতি দিয়ে এ পর্যায়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

২০/০৮/২০১৭

শাহীন আরা মমতাজ
উপপরিচালক

উপ পরিচালক (প্রশিক্ষন ও প্রচার)

তামাক কোম্পানিকে অব্যাহতি দিয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তিঃ ২০১৫ সালের ১৮ আগস্ট, *ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট*'র মিডিয়া এডভোকেসী অফিসার সৈয়দ সাইফুল আলম *ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)*'র বিরুদ্ধে এ মর্মে অভিযোগ করেন যে, বিএটিবি'র বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত ১ প্যাকেট বেনসন এন্ড হেজেস সিগারেট ক্রয় করেন যেখানে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে কোথাও উৎপাদনের তারিখ উল্লেখিত নেই। যা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৭ ধারায় দন্ডনীয় অপরাধ।

উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে একাধিকবার অভিযুক্ত এবং অভিযোগকারী উভয়কেই শুনানীতে ডাকা হয়। পর্যায়ক্রমে এই শুনানীতে ভোক্তা অধিকারের পক্ষ থেকে বিএসটিআই'র কাছে মতামত চাওয়া **হয়। বিএসটিআই' কর্তৃক প্রেরণকৃত মতামতের একটি স্থানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, "সরকার কর্তৃক পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন এবং পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭ প্রণয়ণ করা হয়েছে। সিগারেট যেহেতু ধুম্র আকারে পান করা হয় এবং পণ্যটি মোড়কজাত করা হয় সেক্ষেত্রে "বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন এবং পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭" বিধির প্রবিধি ৫ অনুযায়ী মোড়কের গায়ে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ থাকা বাধ্যতামূলক। কোন পণ্য উৎপাদনকারী ও মোড়কজাতকারী প্রতিষ্ঠান বর্ণিত বিধি লংঘন করলে সেটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।"** এখানে আরো উল্লেখ করা হয়, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর কোন ধারায় সিগারেটের প্যাকেটে মেয়াদ উত্তীর্ণ বা উৎপাদনের তারিখ উল্লেখের বিধান না থাকলেও বিএটিকে মেয়াদ উত্তীর্ণ বা উৎপাদনের তারিখ উল্লেখ করতে হবে না বিষয়টি সঠিক নয়।

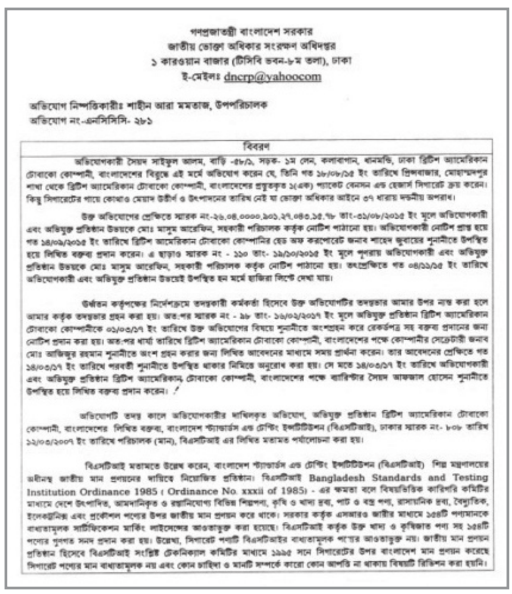
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর
১ কারওয়ান বাজার (টিসিবি ভবন-৮ম তলা), ঢাকা
ই-মেইলঃ dncrp@yahoocom

অভিযোগ নিষ্পত্তিকারীঃ শাহীন আরা মমতাজ, উপপরিচালক
অভিযোগ নং-এনসিসিসি- ২৮১

বিবরণ

অভিযোগকারী সৈয়দ সাইফুল আলম, বাড়ি -৫৮/১, সড়ক- ১ম লেন, কলাবাগান, ধানমন্ডি, ঢাকা ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানী, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, তিনি গত ১৮/০৮/১৫ ইং তারিখে প্রিন্সবাজার, মোহাম্মদপুর শাখা থেকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানী, বাংলাদেশের প্রস্তুতকৃত ১(এক) প্যাকেট বেনসন এন্ড হেজেস সিগারেট ক্রয় করেন। কিন্তু সিগারেটের গায়ে কোথাও মেয়াদ উত্তীর্ণ ও উৎপাদনের তারিখ নেই যা ভোক্তা অধিকার আইনে ৩৭ ধারায় দন্ডনীয় অপরাধ।

উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.৯০১.২৭.০৪৩.১৫.৭৮ তাং-৩১/০৮/২০১৫ ইং মূলে অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান উভয়কে মোঃ মাসুম আরেফিন, সহকারী পরিচালক কর্তৃক নোটিশ পাঠানো হয়। অভিযোগকারী নোটিশ প্রাপ্ত হয়ে গত ১৪/০৯/২০১৫ ইং তারিখে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানির হেড অফ করপোরেট জনাব শাহেদ জুবায়ের শুনানীতে উপস্থিত হয়ে লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন। এ ছাড়াও স্মারক নং - ১১০ তাং- ১৯/১০/২০১৫ ইং মূলে পুনরায় অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান উভয়কে মোঃ মাসুম আরেফিন, সহকারী পরিচালক কর্তৃক নোটিশ পাঠানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে গত ০৪/১১/১৫ ইং তারিখে অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান উভয়েই উপস্থিত হন মর্মে হাজিরা সিটে দেখা যায়।

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে উক্ত অভিযোগটির তদন্তভার আমার উপর ন্যস্ত করা হলে আমার কর্তৃক তদন্তভার গ্রহন করা হয়। অত:পর স্মারক নং - ৯৮ তাং- ১৬/০২/২০১৭ ইং মূলে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানীকে ০১/০৩/১৭ ইং তারিখে উক্ত অভিযোগের বিষয়ে শুনানীতে অংশগ্রহন করে রেকর্ডপত্র সহ বক্তব্য প্রদানের জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়। অত:পর ধার্য্য তারিখে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানী, বাংলাদেশের পক্ষে কোম্পানীর সেক্রেটারী জনাব মোঃ আজিজুর রহমান শুনানীতে অংশ গ্রহন করার জন্য লিখিত আবেদনের মাধ্যমে সময় প্রার্থনা করেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৪/০৩/১৭ ইং তারিখে পরবর্তী শুনানীতে উপস্থিত থাকার নিমিত্তে অনুরোধ করা হয়। সে মতে ১৪/০৩/১৭ ইং তারিখে অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানী, বাংলাদেশের পক্ষে ব্যারিস্টার সৈয়দ আফজাল হোসেন শুনানীতে উপস্থিত হয়ে লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন।

অভিযোগটি তদন্ত কালে অভিযোগকারীর দাখিলকৃত অভিযোগ, অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানী, বাংলাদেশের লিখিত বক্তব্য, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই), ঢাকার স্মারক নং- ৮০৮ তারিখ ১২/০৩/২০০৭ ইং তারিখে পরিচালক (মান), বিএসটিআই এর লিখিত মতামত পর্যালোচনা করা হয়।

বিএসটিআই মতামতে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জাতীয় মান প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান। বিএসটিআই Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance 1985 (Ordinance No. xxxii of 1985) - এর ক্ষমতা বলে বিষয়ভিত্তিক কারিগরি কমিটির মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত, আমদানিকৃত ও রপ্তানিযোগ্য বিভিন্ন শিল্পপণ্য, কৃষি ও খাদ্য দ্রব্য, পাট ও বস্ত্র পণ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক, ইলেকট্রনিক্স এবং প্রকৌশল পণ্যের উপর জাতীয় মান প্রণয়ন করে থাকে। সরকার কর্তৃক এসআরও জারীর মাধ্যমে ১৫৪টি পণ্যমানকে বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্কিং লাইসেন্সের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বিএসটিআই কর্তৃক উক্ত খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্য সহ ১৫৪টি পণ্যের গুণগত সনদ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, সিগারেট পণ্যটি বিএসটিআইর বাধ্যতামূলক পণ্যের আওতাভুক্ত নয়। জাতীয় মান প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএসটিআই সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল কমিটির মাধ্যমে ১৯৯৫ সনে সিগারেটের উপর বাংলাদেশ মান প্রণয়ন করেছে সিগারেট পণ্যের মান বাধ্যতামূলক নয় এবং কোন চাহিদা ও মানটি সম্পর্কে কারো কোন আপত্তি না থাকায় বিষয়টি রিভিশন করা হয়নি।

এরপরও ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে কোন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে দায় এড়িয়ে শুধুমাত্র ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর ১০ ধারার মধ্যে নতুন কোন ধারা সংযোজন করে তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদ উর্ত্তীনের তারিখ উল্লেখের বিষয়টি অর্ন্তভুক্তকরণে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করে এবং *বিএটি*'কে অব্যহতি দিয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযোগটি (নম্বর এনসিসিসি-২৮১) নিস্পত্তি করে।

তামাক কোম্পানির সাথে সরাসরি সভায় তাদের প্রতিনিধি উল্লেখ করেন, আমরা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে চলি এবং ভোক্তা অধিকার আইনের সাথে আমাদের কোন সম্পৃক্ততা নেই। অথচ এই ভোক্তা অধিকার আইনেরই একটি ধারা ব্যবহার করে তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন দোকানে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন এর আড়ালে বিজ্ঞাপন প্রচার করে চলেছে। ভোক্তা অধিকার আইন সংশোধন করে মূল্য তালিকা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তামাকজাত পণ্য ব্যতিত কথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এফসিটিসি তামাক নিয়ন্ত্রণে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। পৃথিবীর যেসব রাষ্ট্র এ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এটি মেনে চলার ক্ষেত্রে তাদের এক ধরনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অনেক দেশে হয়তো এখনো আমাদের মতো এতো সুন্দর আইন নেই কিন্তু, তারা এফসিটিসি ফলো করে তামাক নিয়ন্ত্রণে ভাল করছে। প্রথম এফসিটিসি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসাবে তামাক নিয়ন্ত্রণকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশও চেষ্টা করে যাচ্ছে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এসডিজিতেও এফসিটিসি বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে এফসিটিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুচ্ছেদ। এখানে উল্লেখ রয়েছে, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় যারা কাজ করছে তাদের চেয়ে কোনভাবেই সরকার তামাক কোম্পানিকে অধিক সহায়তা প্রদান করবে না এবং আলাদা করে তামাক কোম্পানিকে কোন ধরনের সুবিধা প্রদান করবে না। তামাক কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসার সুবিধার্থে নানা কায়দায় প্রভাব বিস্তার করতে চায়। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সেই সাথে এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে।

-মো. শফিকুল ইসলাম,
হেড অব প্রোগ্রামস, বাংলাদেশ, ভাইটাল স্ট্রাটেজীস

বাংলাদেশ মান সিগারেটের বিনির্দেশিকা কমিটিতে তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব: বাংলাদেশ স্টান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইনিস্টিটিউট (বিএসটিআই) সরকারের একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেশন মার্ক গ্রহণের জন্য বাধ্যতামূলক পণ্য সংখ্যা ১৯৪টি (BSTI, 2019)। কিন্তু বিএসটিআই'র এ তালিকায় তামাক বা সিগারেটের নাম নেই। অথচ সাধারণ একজন ধূমপায়ীকে তৃপ্তি দেবার জন্য দেশে উৎপাদিত তামাকের গুনাগুণের ভিত্তিতে বিএসটিআই'র পক্ষ থেকে কতিপয় বৈশিষ্টের মাত্রা নির্ধারণ করে বাংলাদেশ মান সিগারেটের বিনির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়। সিগারেটের এই মান প্রণয়ন করা হয় উৎপাদনকারী এবং প্রযুক্তিবিদদের মতামত বিবেচনা করে। প্রশ্ন হচ্ছে, একজন ধূমপায়ীকে তৃপ্তি দান করতে সিগারেটের বৈশিষ্টের মাত্রা নির্ধারণ করা রাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য কতটা যুক্তিযুক্ত? উল্লেখ্য তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকার যেহেতু বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে সেকারণে বিএসটিআই'র সাথে সরাসরি স্বাক্ষাৎ করে (তারিখ ও ছবি) এই কমিটিতে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর একজন প্রতিনিধি রাখার বিষয়ে অনুরোধ জানানো হয়। এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি হয়নি।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, বিএসটিআই'র বাংলাদেশ মান সিগারেটের বিনির্দেশিকা টোব্যাকো এন্ড টোব্যাকো প্রোডাক্ট শাখা কমিটিতে সম্মিলিতভাবে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এবং তামাক পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব ছিল। এ কমিটির সভাপতি ছিলেন *আলফা টোব্যাকো ম্যানু: কো: লি:*'র প্রতিনিধি। সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বিসিএসআইআর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, *বাংলাদেশ টোব্যাকো কোং লি:, আকিজ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ* এবং বিএসটিআই প্রতিনিধি। বিএসটিআই কর্মকর্তাবৃন্দের মধ্যে ছিলেন উপ-পরিচালক (কৃষি ও খাদ্য), সহকারী পরিচালক (কৃষি ও খাদ্য), উর্ধ্বতন পরীক্ষক (কৃষি ও খাদ্য) ও উর্ধ্বতন পরীক্ষক (কৃষি ও খাদ্য)।

মান্ধাতা আমলের নির্দেশিকায় সিগারেটের মান নির্ধারণ

- কমিটির সভাপতি সিগারেট কোম্পানির প্রতিনিধি
- আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক –সৈয়দ মাহবুবুল আলম
- দীর্ঘদিনেও কোনো অভিযোগ আসেনি –পরিচালক বিএসটিআই

হাসান সোহেল

প্রায় দুই যুগ পূর্বের বিনির্দেশিকায়ই চলছে সিগারেটের মান নির্ধারণ। ১৯৯৫ সালে তৈরির পর আর কোনো পরিবর্তনই হয়নি এই বিনির্দেশিকায়। অথচ বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন-২০০৫ প্রণয়ন করেছে। বিশ্বব্যাপী তামাক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক চুক্তি (এফসিটিসি) স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ বাংলাদেশ। এফসিটিসি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহকে এর নির্দেশনা অনুসারে তামাক কোম্পানি ও তাদের সাথে সম্পৃক্তদের সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কথা আর্টিকেল ৫ দশমিক ৩-এ উল্লেখ পৃঃ ১২ কঃ ৬

গণমাধ্যমে এ বিষয়ে প্রতিবেদনও প্রকাশ পায়। সেখানে উল্লেখ করা হয়, মান্ধাতার আমলের নির্দেশিকায় সিগারেটের মান নির্ধারণ করা এবং এর জন্য যে কমিটি রয়েছে তার সভাপতি তামাক কোম্পানির প্রতিনিধি। ১৯৯৫ সালে এটি তৈরী হলেও দীর্ঘদিন যাবত এটি হালনাগাদ করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে বিএসটিআই'র পরিচালক (মান উইং) এ এন এম আসাদুজ্জামান বলেন, স্টেকহোল্ডারদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধন বা পরিবর্তন করা হয়। দীর্ঘদিন এ বিষয়ে কোন অভিযোগ বা আবেদন আসেনি। যদি আবেদন আসে তাহলে টেকনিক্যাল কমিটিতে পাঠানো হবে। তারা সুপারিশ করে ডিভিশনাল কাউন্সিলে পাঠাবে। যা পরবর্তীতে সংশোধন আকারে তৈরী হবে (দৈনিক ইনকিলাব, ২৬ এপ্রিল ২০১৭)।

বাংলাদেশে প্রকাশ্যে বাজারে বিক্রয় হয় এমন অনেক তামাক কোম্পানির ধোঁয়াবিহিন তামাকজাত পণ্যের মোড়কে বিএসটিআই'র লোগো দেখা যায়। এর মধ্যে অনুমোদিতভাবে কয়েকটি জর্দা কোম্পানি তাদের উৎপাদিত জর্দ্দার কৌটায় বিএসটিআই'র লোগো ব্যবহার করে। এ বিষয়ে জানতে একটি আরটিআই দাখিল করা হয় । সেখান থেকে জানানো হয় ২০১৬ এর আগষ্ট পর্যন্ত বিএসটিআই হতে জর্দ্দা উৎপাদনকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে স্বেচ্ছামূলক (Voluntary) সিএস লাইসেন্স প্রদান করা হয়। যেগুলোর মেয়াদ ইতোমধ্যেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্ত এর পরও তারা এগুলো বাজারজাত করে যাচ্ছে। এবিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়নি।

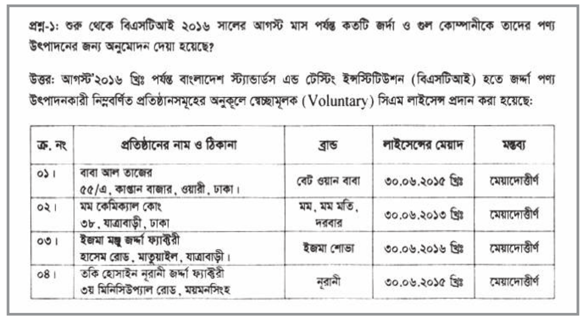

প্রশ্ন-১: শুরু থেকে বিএসটিআই ২০১৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত কতটি জর্দা ও গুল কোম্পানীকে তাদের পণ্য উৎপাদনের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে?

উত্তর: আগস্ট'২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) হতে জর্দা পণ্য উৎপাদনকারী নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে স্বেচ্ছামূলক (Voluntary) সিএম লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে:

ক্র. নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ব্রান্ড	লাইসেন্সের মেয়াদ	মন্তব্য
০১।	বাবা আল তাজের ৫৫/এ, কাপ্তান বাজার, ওয়ারী, ঢাকা।	বেট ওয়ান বাবা	৩০.০৬.২০১৫ খ্রিঃ	মেয়াদোত্তীর্ণ
০২।	মম কেমিক্যাল কোং ৩৮, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	মম, মম মতি, দরবার	৩০.০৬.২০১৩ খ্রিঃ	মেয়াদোত্তীর্ণ
০৩।	ইজমা মঞ্জু জর্দ্দা ফ্যাক্টরী হাসেম রোড, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী।	ইজমা শোভা	৩০.০৬.২০১৬ খ্রিঃ	মেয়াদোত্তীর্ণ
০৪।	তকি হোসাইন নূরানী জর্দ্দা ফ্যাক্টরী ৩য় মিনিসিউপ্যাল রোড, ময়মনসিংহ	নূরানী	৩০.০৬.২০১৫ খ্রিঃ	মেয়াদোত্তীর্ণ

অধ্যায়-৮

সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আড়ালে প্রচারণা

মৃত্যু বিপণনকারী পণ্য বিক্রয় করে জনগণের পকেট থেকে নেওয়া কোটি কোটি টাকায় দেশে বাড়ছে তামাক উৎপাদন, তামাক কারখানা, তামাক কোম্পানির কর্মকর্তা আর মালিকদের ভোগ বিলাস। এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অকাল মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব। অথচ ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদনকারী তামাক কোম্পানিগুলো নীতি নির্ধারকদের কাছে নিজেদের ইতিবাচক ইমেজ তুলে ধরার জন্য আশ্রয় নিচ্ছে নানা কৌশলের।

স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যারা রয়েছেন তারা জেনে বুঝে জনগণের ক্ষতি হতে পারে এমন ধরনের পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর কার্যক্রমের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করবেন না। আর এ কারণেই তামাক কোম্পানিগুলো বৃক্ষ রোপণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, সৌর বিদ্যুৎ সহায়তা, বিনোদন মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা, চাকরী প্রদানসহ নামসর্বস্ব কিছু ভাল কাজের আড়াল গ্রহণ করে। নীতিনির্ধারকগণ ক্ষতিকর তামাক সম্প্রসারনের কাজে না এলেও কোম্পানির ভাল কাজের সাথে তারা সরল বিশ্বাসে যুক্ত থাকেন। আর এধরনের সুযোগের অপেক্ষাতেই থাকে তামাক কোম্পানিগুলো। কখনো উদ্বোধক, কখনো প্রধান অতিথি আবার কখনো বিশেষ অতিথি হিসাবে এসকল কর্মসূচীতে নীতিনির্ধারকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর আড়ালে ব্যাপক প্রচারনা পায় তাদের উৎপাদিত স্বাস্থ্যহানীকর পণ্যগুলো। তামাক কোম্পানি কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষার প্রসার, ক্যারিয়ার, কৃষি উন্নয়ন, নারীর সমতা রক্ষা, বৃক্ষরোপন এ সকল কার্যক্রম প্রকৃতপক্ষে কার কল্যাণে? দেশের জনগণকে তামাকে আসক্ত করে, অকাল মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে দেয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রের বন, পরিবেশ ও খাদ্য উৎপাদনযোগ্য জমি নষ্ট করে মুনাফা অর্জনের এধরনের কল্যাণ কি আদেও কাঙ্ক্ষিত???

থাইল্যান্ড ২০১৭ সালে এশিয়ার প্রথম দেশ হিসাবে তামাক কোম্পানির কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বা সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচী নিষিদ্ধ ঘোষনা করে *(GGTC, 2017)*।

তামাক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ব্যবহারকারী উভয়কেই হত্যা করে। তামাক কোম্পানি তাদের কার্যক্রমগুলোকে ভাল কাজের সাথে যুক্ত করে প্রকৃতপক্ষে তামাক এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা মজ্জাগতভাবে পরস্পর বিরোধী কি না এই প্রশ্নটি উত্থাপন করে *(GGTC, 2019)*।

তামাক কোম্পানির সিএসআর কার্যক্রমগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে সামাজিক বনায়ন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, সৌর হোম সিসটেইম প্রভৃতি (BATB, 2018)। স্বাস্থ্যহানীকর পণ্য উৎপাদনকারী তামাক কোম্পানিগুলো সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীগুলোকে শুধু নিজেদের ঢাল হিসেবেই ব্যবহার করেনা বরং অনেক সময় এই ইতিবাচক ভাবমূর্তিকেই নীতিতে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রেও তারা কাজে লাগায়। এধরনের অনেক তথ্য বিভিন্ন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবেও উন্মোচিত হয়েছে (Truth Tobacco Industry Documents, 2018)। নীতিনির্ধারকদের সম্পৃক্ত করতে বিগত দিনে বাংলাদেশে তামাক কোম্পানিগুলোকে তামাক উৎপাদনের পাশাপাশি নীতি নির্ধারকদের সম্পৃক্ত করে যেসকল কার্যক্রম গ্রহণ করতে দেখা গেছে -

- বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী
- বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ পকল্প 'প্রবাহ'
- তামাক চাষ (সার/বীজ বিতরণ)
- সৌর হোম সিস্টেইম
- ইফতার পার্টি আয়োজন
- বিনোদন
- সামাজিক বনায়ন
- যুবকদের উন্নয়ন/ক্যারিয়ার /ব্যাটেল অব মাইন্ড
- শিশু শ্রম এর বিরোধীতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচারণা
- চলচিত্র ও অন্যান্য বিনোদন মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা
- যাকাত এবং ত্রান প্রদাণ (হাকিমপুরী জর্দার পত্রিকার কাটিং)
- আর্ট ক্যাম্প ঔষধীবৃক্ষ

WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) এর আর্টিকেল ৫.৩ এর নির্দেশনা অনুযায়ী, তামাক কোম্পানির কার্যক্রমে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণ, তামাক কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণসহ সবধরনের অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচিতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু সরকারের অনেক মহলেরই আর্টিকেল ৫.৩ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই। ফলে এ সুযোগে 'সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি' নামে অপকৌশল অবলম্বন করে তামাক কোম্পানিগুলো সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে থাকে। নানারকম সহযোগিতা প্রদানের নামে পক্ষান্তরে তারা তাদের ব্যবসার প্রসারে কাজ করে। আমরা তামাক কোম্পানির এইসব অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতে আর্টিকেল ৫.৩ এর বাস্তবায়ন দাবি করে আসছি এবং তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরী।

-মো. আরিফুর রহমান,
নির্বাহী পরিচালক, ইয়াং পাওয়ার ইন সোস্যাল একশান (ইপসা)

বিএটিবি'র খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প 'প্রবাহ' এর উদ্বোধনীতে সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ: ২০১২ সালের এপ্রিলে চুয়াডাঙ্গায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর অর্থায়নে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে ৬ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প 'প্রবাহ' আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গার তৎকালীন জেলা প্রশাসক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এসিডি (সার্বিক) এবং বিএটি বাংলাদেশের কর্মকর্তা *(Janakantha., 10 Aprile 2012)*।

বিএটিবি'র উদ্যোগে মেহেরপুরে গাংনী উপজেলার ভোমরদহ গ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রকল্প প্রবাহ প্লান্টের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক। সভাপতিত্ব করেন বিএটিবি'র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএটিবি'র বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকোশলী (মেহেরপুর নিউজ ২৪ ডট কম, ২৩ মার্চ)।

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে কুষ্টিয়া শহরে নিজ বাড়ীর সামনে বিএটিবি এর বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প "প্রবাহ" এর উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের তৎকালীন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। এসময় জেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটিবি) এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন *(Prothomalo, 7 Sep 2014)*।

ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও মানিকগঞ্জসহ ৪টি জেলায় বিএটিবি ৫টি প্রবাহ প্রকল্প চালু করে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, এসব কর্মসূচির উদ্বোধনীর সময় বিএটিবি সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের পদস্থ কর্মকর্তাদের যুক্ত করেছে। যেমন: ঝিনাইদহ জেলার জেলা প্রশাসক রমা রানী রায় শৈলকুপা উপজেলার বেরবারি গ্রামে প্রবাহ উদ্বোধন করেন। এ সময় শৈলকুপা উপজেলার চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। কুষ্টিয়া জেলার জেলা প্রশাসক আবদুল মান্নান কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার জুদিয়া গ্রামে এবং পুলিশ সুপার মো. একরামুল হাবিব একইভাবে কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলার আহমেদপুর গ্রামে প্রবাহ উদ্বোধন করেন। মেহেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক বেনজামিন হেমব্রম গাংনী উপজেলার ভোমনদহ গ্রামে প্রবাহ উদ্বোধন করেন। এছাড়া মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক মুন্সী সাহাবুদ্দিন আহমেদ মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার খলপাদোয়া গ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে "প্রবাহ প্লান্ট" উদ্বোধন করেন। এতে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ওয়াহেদুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. খলিল আজাদ এবং গড়পারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলেয়া বেগম মমতাজ উপস্থিত ছিলেন। সবগুলো কর্মসূচিতেই বিএটিবি'র স্থানীয়, আঞ্চলিক, বিভাগীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন *(Shaptahik.com, 2009)*।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তামাকের প্রচারণা: বিগত সময়ে শিশু শ্রম প্রতিরোধে তামাক কোম্পানিগুলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচার করতে দেখা গেছে। জাতীয় গণমাধ্যমে বিষয়টি উঠে না আসলেও স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে গুরুত্বের সাথে সংবাদটি ছাপা হয়। ফেব্রুয়ারী ২০১৬ ঢাকা টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রি কুষ্টিয়ার পাহারপুড়-লক্ষীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বুরাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, একতারপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নওয়াপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে **"শিশু শ্রম কে না বলি, শিশুকে নিয়ে স্কুলে চলি"** ও **"আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত"** শ্লোগানগুলোকে সামনে রেখে কুষ্টিয়ায় কার্যক্রম পরিচালনা ও খেলাধূলার সামগ্রী বিতরণ করে (Daily Haowa, 17 Feb 2016)। গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুশ্রম প্রতিরোধে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় (Bangladesh Barta, 17 Feb 2016)। এ দুটি অনুষ্ঠানে ঢাকা টোব্যাকোর বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তামাক কোম্পানির এ ধরনের কার্যক্রম বিস্ময়কর!

শিশুশ্রম প্রতিরোধে কর্মসূচীর আড়ালে এর মূল উদ্দেশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তামাকের প্রচারনা। শিশুশ্রমের বিপরীতে কথা বলে নিজেদের একটা ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেও তামাক কোম্পানিগুলোর আচরণের প্রকৃত চিত্র উন্মোচন করতে হলে বিড়ি কারখানাগুলোর দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন। এ সকল কারখানায় বহু শিশু অস্বাস্থ্যকর ও অমানবিক পরিবেশে কাজ করছে। এমনকি কারখানাগুলোতে শ্রম আইনও মানা হয় না। রংপুরে প্রত্যেক কারখানায় ৮ থেকে ১০ বছরের শিশুদের দিয়ে কাজ করানো হয় (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২২ জুন ২০১০)। হারাগাছা বিড়ি কারখানায় অস্বাস্থ্যকর, বিষাক্ত পরিবেশে শিশুদের কাজ করতে দেখা গেছে। প্রাপ্তবয়সীদের সমান কাজ করলেও মারাত্মক মজুরী বৈষম্য বিদ্যমান। অভিযোগ রয়েছে, এরা প্রাপ্তবয়সীদের তুলনায় অর্ধেক মজুরী পায়। ২০ হাজারেরও অধিক শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। যারা শিশু শ্রমিক হারাগাছা বিড়ি কারখানাগুলোতে কাজ করছে (Daily Ittefaq, 22 Dec 2009)। রংপুরের হারাগাছার পৌর এলাকার স্কুলগুলোর ৪০% শিশুই বিড়ি বানাতে দুপুরের পর স্কুল থেকে চলে যায়। আর অনেক শিশু বিড়ি বানানোর কারণেই স্কুলে যায় না (প্রথম আলো, ১২ ফ্রেব্রুয়ারী ২০১২)। অল্প বয়সী কন্যাশিশুদের জোর করে বিড়ি শ্রমিকদের কাছে বিয়ে দেওয়া হয় (যুগান্তর, ৫ জুন ২০১৩)। সরকারের কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বিড়ি শিল্পে ঝুকিপূর্ণ শিশুশ্রম বেড়েই চলেছে। এতে দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য জটিলতায় পড়ছে শিশুরা। দেশের বিড়ি কারখানা প্রধান এলাকা হারাগাছায় এমন চিত্র দেখা গেছে। যদিও এ এলাকার অধিকাংশ কারখানার প্রধান ফটকে শোভা পায় "কারখানায় শিশু শ্রমিক নেই" শীর্ষক সাইনবোর্ড। কিন্তু ভেতরের চিত্র একেবারেই ভিন্ন। শিশুদের জন্য ৩৮টি কাজকে বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করেছে সরকার। যার মধ্যে চার নম্বরেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিড়ি ও সিগারেট কারখানায় শিশুদের দিয়ে কাজ করানো যাবে না। বিড়ি সিগারেট তৈরীর কাজের জন্য ফুসফুসে রোগ, পাকস্থলীতে ঘা, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হতে পারে (জনকণ্ঠ, ৯ জুন ২০১৩)।

করোনাকালে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ: বিভিন্ন গবেষনা থেকে জানা গেছে কোভিড ১৯ মহামারীর তীব্রতা ও মৃত্যুর সাথে ধূমপান ও তামাক ব্যবহারের সম্পর্ক রয়েছে। তামাক ব্যবহার ধূমপায়ীদের কোভিড-১৯ এ আক্রান্তের মৃত্যু ঝুঁকি ১৪গুণ বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো তামাকের সরবরাহ অব্যহত রাখার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ নির্দেশনা আদায় করে নেয়। অন্যদিকে করোনা ঝুঁকি বৃদ্ধির জন্য দায়ী পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিকে কখনো সরাসরি আবার কখনো ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের অর্থায়নে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান (Loksamaj, 2020) প্রেরণা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে (Crimeaction24.com, 2020) করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে (Tangail24.com, 2020) স্যানিটাইজার প্রদান করতে দেখা গেছে (Joyjatra, 2020) যা তামাক কোম্পানীর একধরনের প্রচারনার কৌশল। করোনা এবং ইবোলা ভাইরাসের ঔষধ তৈরী করবে তামাক কোম্পানী এমন প্রচারণা করতে দেখা যায় গণমাধ্যমে *(Bangladesh Protidin, 2020)*।

ব্যাটেল অব মাইন্ড কর্মসূচীর আড়ালে তামাকের প্রচারনা: যুবদের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ সহায়তা এবং চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধানে বিএটিবি ২০০৪ সাল থেকে "ব্যাটল অব মাইন্ড" কর্মসূচী আয়োজন করে। চাকরী প্রদানের জন্য যোগ্য প্রার্থী সন্ধানের আড়ালে এ তামাক কোম্পানিটি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তামাকের প্রচারণা কর্মসূচীর আয়োজন করে। তামাকজনিত রোগ, অকালমৃত্যু ও ভয়াবহতা আড়াল করার পাশাপাশি তামাক কোম্পানির ইতিবাচক ভাবমুর্তি গড়ে তোলা এবং তরুণদের তামাকের নেশায় ধাবিত করার কাজ প্রশস্ত করতে এসব কর্মসূচিতে জনপ্রতিনিধি (সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, মেয়র) ও সচিব থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদদের সম্পৃক্ত করে। মূলত নিজেদের পণ্যের ব্রান্ড প্রমোশন, তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে আকৃষ্ট করা এবং নীতিপ্রণেতাদের প্রভাবিত করতেই কোম্পানিটি প্রতিবছর এই মৃত্যুবিপণন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। গত ১১ বছরে (২০০৪-২০১৪) বিএটিবি কর্মসংস্থানের নামে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ১৫ হাজার প্রতিযোগির মধ্যে মাত্র ৭১ জনকে চাকরি দিয়েছে। অথচ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রোডশো, পাঁচ তারকা হোটেলে অনুষ্ঠান আয়োজন, ব্যানার-ফেষ্টুন লাগানো, ভ্রমণ, বিনোদন, মিডিয়াসহ বিভিন্ন প্রচারণামূলক কাজে এসময়ে ব্যয় করেছে কোটি কোটি টাকা (Naya Diganta, 2015)। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিএটি এর পেইজেও এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারনা চালাতে দেখা গেছে।

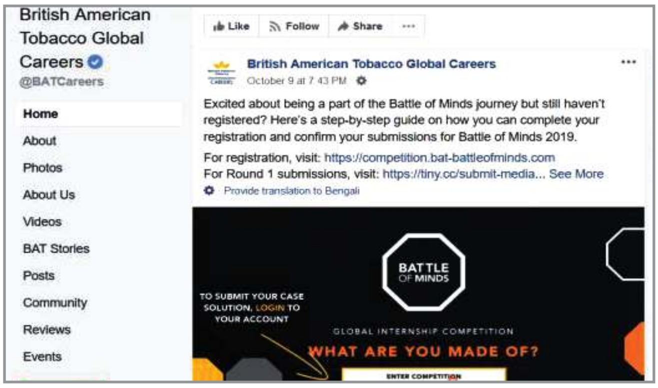

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তামাক কোম্পানির ট্যালেন্ট হান্টিং, ব্যাটেল অব মাইন্ড বা অন্যান্য প্রতিযোগিতার আয়োজন একধরনের প্রচারণার কৌশল। প্রকৃতপক্ষে কোম্পানিগুলো তামাকের মতো ক্ষতিকর পণ্যের প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়েই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। মূলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধ্যায়নরত তরুণরাই তাদের টার্গেট। তরুণদের সুরক্ষায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো গুরুত্বপূর্ণ এ ইনষ্টিটিউটগুলোতে তামাক কোম্পানির প্রচারণা নিষিদ্ধ করা উচিৎ। সেই সাথে তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সকল নীতি সুরক্ষায় রাষ্ট্রীয়ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

-আমিনুল ইসলাম বকুল,
নির্বাহী পরিচালক, এইড ফাউন্ডেশন

ঔষধী গাছের উদ্যান তৈরী: নিজেদের ইতিবাচক ইমেজ প্রতিষ্ঠার আরেকটি প্রচেষ্টা হিসাবে বিএটিবিকে ঔষধী গাছের উদ্যান তৈরীর উদ্যোগ। মেহেরপুর নিউজ-এ প্রকাশিত এক সংবাদে মেহেরপুরে বিএটিবি'র উদ্যোগে ভাটপাড়া ইকোপার্ক প্রাঙ্গনে ঔষধী গাছের চারা রোপনের মধ্যে দিয়ে ঔষধী উদ্যান উদ্বোধনে সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ঔষধী উদ্যানের উদ্বোধন করেন। এসময় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বিএটিবি'র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক সেখানে উপস্থিত ছিলেন *(Meherpurnews.com, 18 November 2019)*।

সরকার তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারনা বন্ধসহ তামাক নিয়ন্ত্রণে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও বিএটিবি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (বুয়েট), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ইষ্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিপিন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি-গাজীপুর, ইসলামিক প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে “ব্যাটল অব মাইন্ড” কর্মসূচী আয়োজন করে (যুগান্তর, ১৫ অক্টোবর ২০০৮)। এর পাশাপাশি সারাদেশের উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ কর্মসূচী নিয়ে হাজির হয়। (Jugantor, 15 Oct 2008,) কর্মসূচীর কয়েকদিন আগে থেকেই এই কর্মসূচীকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলোতে ব্যাপক প্রচারনা চালানো হয়। বাংলাদেশে আরো অনেক পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদেরকে ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে চাকরীর প্রদানের নামে ইভেন্ট করতে দেখা যায় না। কিন্তু তামাকজাত পণ্য যা কিনা তার ভোক্তার একটি বড় অংশকে অকালে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, সেখানে প্রতিবছর যাকযমক করে তরুণদের মাঝে চাকরীর প্রদানের জন্য প্রার্থী খোঁজা বা ট্যালেন্ট হান্টিং এর জন্য যাওয়াটা বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয় কি?

ব্যাটেল অব মাইন্ডস ২০১৭’-এর চ্যাম্পিয়ন বুয়েট

‘ব্যাটেল অব মাইন্ডস ২০১৭’-এর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। প্রথম রানার্সআপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ) এবং দ্বিতীয় রানার্সআপ ইসলামিক প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (আইইউটি)।

গত ৬ ডিসেম্বর রাজধানীর একটি হোটেলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাহবুবউল আলম হানিফ, এমপি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন নসরুল হামিদ এমপি, প্রতিমন্ত্রী বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়। এ সময় অন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিএটিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শেহজাদ মুনীম বলেন, ‘ব্যাটেল অব মাইন্ডস প্ল্যাটফর্ম সদ্য গ্র্যাজুয়েটদের শেখার জগৎকে বিস্তৃত করে, যা তাদের দৃঢ়তার সঙ্গে করপোরেট জগতে যাত্রা শুরুর ভিত তৈরি করে দেয়। জাতিকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিতে আগামীর নেতৃত্ব, তরুণ গ্র্যাজুয়েটদের জন্য সব ধরনের সুযোগ, পন্থা আর শিক্ষা নিশ্চিত করছে ১৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী ‘ব্যাটেল অব মাইন্ডস।’

২০১০ সালে তথ্য কমিশনার, ডেইলী ষ্টারের উপ-সম্পাদক, বাংলাদেশ মনিটরের সম্পাদক প্রমুখকে “ব্যাটেল অব মাইন্ড” কর্মসূচীতে অংশ নিতে দেখা গেছে (Daily Star, December 23, 2010)। ২০১১ সালে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মন্ত্রী এ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন (NewAge, 29 Dec 2011)। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত এমন একটি কর্মসূচীতে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর একজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, যিনি জাতীয় সংসদেরও নির্বাচিত সদস্য। ঐদিন পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী (Dhaka Tribune, Dec 7th, 2017)। ২০১৬ সালে “ব্যাটেল অব মাইন্ড” কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র (Daily Star, 12:00 AM, November 04, 2016)। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকেও তামাক কোম্পানির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। গণমাধ্যম এবং তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁর সাথে স্বাক্ষাৎ করার প্রেক্ষিতে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়ে এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের অনেকে তামাক কোম্পানির এ কর্মসূচীকে ইতিবাচক মনে করে এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তামাক কোম্পানিগুলোর উদ্দেশ্য থাকে নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে প্রচারনা এবং সমাজে একধরনের ইতিবাচক ইমেজ তৈরী করা। এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ তে তামাক কোম্পানির সাথে যোগাযোগ ও আলোচনার ক্ষেত্রে সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান (সরকারী, স্বায়ত্বসাশিত ও আধা সরকারী) ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ সুবিধা আদায়: ২০০৬ সালের শ্রম আইন (২০১৩ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী, উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের এক বছরের নিট লভ্যাংশের ৫ শতাংশের মধ্যে ৪ শতাংশ অর্থ নিজ কোম্পানির শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ থাকে। বাকি ১ শতাংশের অর্ধেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে বাকি অর্ধেক শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে জমা দিতে হয়। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো লভ্যাংশের ৬ কোটি ৫৭ লাখ টাকা জমা দেয়। (Priyo.com, 2 Aug, 2016)। শ্রম আইন অনুসারে সকল উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান এক বছরের নিট লভ্যাংশের একটি অংশ শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা দিতে বাধ্য। বিএটি এ অর্থ প্রদাণ করার সময় সরাসরি শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করার পাশাপাশি গণমাধ্যমগুলোতে ফলাও করে প্রচার করে। যাতে করে তাদের এ অর্থ প্রদানের বিষয়টি সম্পর্কে অন্যরা অবহিত হয় এবং তামাক কোম্পানির প্রতি একধরনের ইতিবাচক ধারণা গড়ে উঠে। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে কয়েক কোটি টাকা জমা দেবার বিষয়টি ফলাও করে গণমাধ্যমে প্রচার করলেও কোম্পানি তাদের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার করে অকালে কোটি কোটি মানুষ মরে যাবার প্রসঙ্গটি কখনই জনসম্মুখে নিজেদের উদ্যোগে প্রকাশ করে না।

একদিকে শ্রম আইন অনুযায়ী, শ্রমিক তহবিলে অর্থ প্রদান করে অপরদিকে এজন্য বিশেষ সুবিধাও আদায় করে নেয় বিএটি। বিজিপ্রেস এর ওয়েব পেজ এ উল্লেখিত তথ্যানুসারে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে (নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৪.০০৯.১২-৪০)। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এর উপধারা (১) ও (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার জনস্বার্থে বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানিকে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ০৬, ৯, ১০০, ১০২, ১০৪, ১০৫ ও ১৪৪ (১) এর প্রয়োগ হইতে শর্ত সাপেক্ষে, ২৬ মার্চ ২০১৪ হতে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত (ছয়) ৬ মাসের জন্য অব্যাহতি প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। (পৃষ্ঠা নং ১২৯৪৯) *(Ministry of Labour and Employment , 2014)*।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ২০ চৈত্র ১৪২০ বঙ্গাব্দ/০৩ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৪.০০৯.১২-৪০ ।— বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এর উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানীকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ০৬, ৯, ১০০, ১০২, ১০৪, ১০৫ ও ১১৪ (১) এর প্রয়োগ হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তে ২৬ মার্চ, ২০১৪ হইতে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাসের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল ঃ—

শর্তাবলী ঃ

(১) কোন শ্রমিককে দিয়ে সপ্তাহে ৬০ (ষাট) ঘন্টার বেশী কাজ করানো যাইবে না।

(২) অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরীর দ্বিগুণ হারে মজুরী প্রদান করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক শ্রমিককে পর্যায়ক্রমে প্রতি সপ্তাহে ০১ (এক) দিন করিয়া সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করিতে হইবে।

(৪) কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাইবে।

২। ইহা ২৬ মার্চ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রজ্ঞাপনে জনস্বার্থে এই অব্যাহতি উল্লেখ করা হলেও ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদনকারী তামাক কোম্পানিকে অব্যহতি দেওয়ার সাথে জনগণের কি স্বার্থ রয়েছে সেটি বোধগম্য নয়! শ্রম আইনের ১০২ ধারা অনুযায়ী সপ্তাহে ৪৮ কর্মঘন্টা নির্ধারিত থাকলেও এই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বিএটিবি শ্রমিককে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করাতে বাধ্য করতে পারবে।

বিনোদন মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা

চলচিত্রে পৃষ্ঠপোষকতা: ১৯৯১ থেকে ২০০০ এই একদশকে শীর্ষ ৫০টি সিনেমার উপর গবেষনা করে দেখা গেছে, ফিল্মে ধূমপান জনস্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগের কারণ। জনপ্রিয় মিডিয়াতে তামাক ব্যবহারের দৃশ্য তামাকের প্রসার বৃদ্ধি ও যুবকদের ধূমপানে আগ্রহী করে তোলার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে (C Mekemson1, 2004) । সিনেমাতে ধূমপানের দৃশ্য প্রদর্শনের ফলে কিশোরদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় (U.S. Department of Health and Human Services, 2012)। ২০০২ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যবসা-সফল সিনেমাগুলোর প্রায় অর্ধেক (৪৫%) ১৩ বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে অভিভাবক ছাড়া দেখা নিষিদ্ধ ছিলো। এ সিনেমাগুলোর প্রতি ১০টির মধ্যে ৬ টিতেই ধূমপান অথবা অন্যান্য তামাক সেবন প্রদর্শন করা হয়। কিশোরদের জন্য নির্মিত সিনেমার অনুপাত ৩৫% থেকে ৬৯% এ উন্নীত হয়। এ ধরণের সিনেমায় তামাক সেবনের গড় দৃশ্যের সংখ্যা ২০১৮ সালে মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পায়। দি মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন অফ অ্যামেরিকা (এমপিএএ) সিনেমার ক্ষেত্রে বয়সসীমা নির্ধারণ করে এবং যে সব সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্য রয়েছে, সেগুলোতে ধূমপানের লেবেল (smoking label) প্রদান করে। কিন্তু কিশোরদের জন্য নির্মিত সবচেয়ে ব্যবসা-সফল ১০টির মধ্যে ৯টি সিনেমার (৮৯%) ক্ষেত্রেই ধূমপানের লেবেল (smoking label) ছিলো না *(Polansky JR, Driscoll D, Garcia C, Glantz SA, 2019)*।

কিশোরদের উপর নির্মিত সিনেমাগুলোতে ধূমপানের দৃশ্য দেখানোর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। ২০১০ সাল থেকে ১৩ বা তদুর্ধ বছর বয়সের জন্য নির্মিত সিনেমায় তামাক সংক্রান্ত ঘটনাগুলো জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ক্ষেত্রে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল (Centers for Disease Control and Prevention, 2010-2016)। আর্ন্তজাতিক অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত যে, কিশোরদের জন্য নির্মিত সিনেমায় তামাক ব্যবহারের দৃশ্য কমিয়ে আনা হলে তাদের মধ্যে এসব ব্যবহারের প্রবণতা কমে আসে (U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2012), (U.S. Department of Health and Human Services, 2014), (Sargent JD, Tanski S, Stoolmiller M, 2012), (Polansky JR, Driscoll D, Garcia C, Glantz SA, 2019), (World Health Organization, 2009)। ১৭ বছরের কম বয়সী কিশোরদের জন্য তামাক ব্যবহারের দৃশ্য সম্বলিত সিনেমাগুলোকে নিষিদ্ধ করা হলে কিশোর ধূমপায়ীদের সংখ্যা ১৮% কমিয়ে আনা সম্ভব। (Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014) , (Sargent JD, Tanski S, Stoolmiller M, 2012)।

সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন: রাজশাহী সিটি করপোরেশনের দিক-নির্দেশনায় সোলশেয়ার ও বেটার টুমোরো ভেঞ্চার নামে দুটি সংস্থার সহযোগিতায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটি) রাজশাহীতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত প্রকল্পের উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন। আরো উপস্থিত ছিলেন, সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. এবিএম শরীফ উদ্দিন এবং মেয়র-১ সরিফুল ইসলাম বাবু।

চলচ্চিত্র এবং ফ্যাশন জগতকে ক্যান্সার সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত করা যায় না। তবে তাদের মাধ্যমে এমন কোন পণ্যের প্রচার করা উচিৎ নয় যাকিনা সরাসরি ক্যান্সার সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ২০০২ সালের নভেম্বরে বিনোদন শিল্প বিশেষ করে চলচ্চিত্র এবং ফ্যাশন জগতকে এধরনের একটি পণ্যর প্রচার বন্ধে আহ্বান জানিয়ে সান ফ্রান্সিসকোর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মোকফ্রি ফিল্মস প্রজেক্টের সাথে যোগ দিয়ে বিনোদন ও ফ্যাশন শিল্পকে তামাকের প্রচারণামূলক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়। বিশেষত হলিউড এবং বলিউডের চলচ্চিত্র শিল্পগুলিকে তামাকের প্রচারণামূলক কার্যক্রম থেকে সুরক্ষিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী এ আন্দোলনে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯৯৪ সালে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারন করা হয় "Media and Tobacco: Get the Message Across" এবং ২০০৩ সালে "Tobacco Free Film, Tobacco Free Fashion". যা প্রচার মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধের দাবিকে আরো জোরদার করে *(World Health Organization (WHO), 2003)*।

পাশ্ববর্তী দেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই তারকাদের সিগারেটের পরোক্ষ বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে ধূমপানের দৃশ্য দেখানোর জন্য সিনেমার পিছনে তামাক কোম্পানি বিপুল অর্থ ব্যয় করার ইতিহাসও রয়েছে। ২০০৪ এবং ২০০৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি ছবির উপর বার্নিং ব্রেইন সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, এসময়ে মুক্তিপ্রাপ্ত ৮৯% ছবিতে তামাকের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। ৬৭% ছবিতে প্রধান চরিত্রকে ধূমপান করতে দেখা গেছে। ৪১% ছবিতে তামাকের ব্র্যান্ড দেখানো হয়েছে। ২৭% ছবিতে তামাকের স্বাস্থ্য সতর্কবাণীকে তাচ্ছিল্য বা উপহাস করে দেখানো হয়েছে। ৩০% এ তামাকের ইতিবাচক আগ্রাসী প্রচারণা সম্বলিত বর্ণনা অথবা দৃশ্য দেখানো হয়েছে *(Burning Brain Society, Hemant Goswami and Rajesh Kashyap, 2004-2005)*।

একটা সময় বাংলাদেশে তামাক কোম্পানিগুলো সংগীত শিল্পী এবং অভিনয় শিল্পীদের দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন তৈরি ও অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু করে। একজন জনপ্রিয় অভিনেতা ''শেষ পর্যন্ত সিগারেটটি ধরেই ফেললাম'' শিরোনামে একটি সিগারেটের বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণ করে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হন। তখন ঐ মডেল তথা অভিনেতার ভক্ত অনুরাগীদের পাশাপাশি পুরো একটা জেনারেশনই ধূমপানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে *(Sylheter Dak, 27 October 2018)*।

বাংলাদেশে তামাক কোম্পানি চলচিত্রে বিনিয়োগের উদাহরণ রয়েছে। ২০১৭ সালে ঢাকা এটাক নামে একটি বিশাল বাজেটের চলচিত্র তৈরী করা হয়। বাংলাদেশ পুলিশ পরিবার কল্যাণ সমিতি লিঃ, থ্রি হুইলারস, প্ল্যাশ মাল্টিমিডিয়ার সমন্বিত এই

চলচিত্রটিতে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি (বিএটি) এর সহায়তা ছিল। ঢাকা এ্যাটাক কর্তৃপক্ষ এজন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বিএটিকে কৃতজ্ঞতা জানায় (Dhaka Attack, 2016)। রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে ছবিটির মহরত অনুষ্ঠানে অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন (Manabzamin, 31 Dec 2015)। চলচিত্রটি শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের অনেক দেশেই প্রদর্শিত হয়।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এ চলচ্চিত্রে তামাক ও তামাকজাত পণ্য ব্যবহারের দৃশ্য দেখানোর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। কিন্ত কোম্পানিগুলো কখনোই তা মানে না। কখনো ব্যক্তিত্বের বহিপ্রকাশ, জ্ঞানের প্রখরতা, কখনো চিন্তা বা হতাশা, আবার কখনো বাউন্ডুলে বা নেতিবাচক চরিত্র বোঝাতে সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্য ব্যবহার করা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, নাটক, সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্য তরুণদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয় এবং তারা ধূমপানকে স্বাভাবিক অভ্যাস বলে মনে করে এর স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি ভুলে যায় (প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০১৯)।

চলচিত্রে ধূমপানের দৃশ্য প্রর্দশনের বিষয়ে আর্ন্তজাতিক গবেষনার সুপারিশে উল্লেখ করা হয়, কিশোরদের জন্য নির্মিত সিনেমাগুলোতে ধূমপানের দৃশ্য কমিয়ে আনার পাশাপাশি ১৭ বছরের নিচের বয়সের কিশোরদের জন্য এধরনের দৃশ্য সম্বলিত সিনেমাগুলোকে নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। পাশাপাশি তামাক ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শনের জন্য কোন তামাক উৎপাদনকারী বা পরিবেশনকারী সংস্থাকে অর্থ প্রদান করা হয়নি এ মর্মে প্রত্যায়ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়াও তামাকের কোন বাস্তবিক ব্রান্ড চিত্রায়িত করা থেকেও বিরত থাকা প্রয়োজন। সরকারিভাবে জনস্বাস্থ্য বিভাগ এবং যে সকল বিভাগ সিনেমা তৈরির ক্ষেত্রে অনুদান দেয় তারা সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারে এবং যে সকল সিনেমায় তামাকের ব্যবহার প্রদর্শিত হয় সেগুলোকে ভর্তুকি প্রদাণ থেকে বিরত থাকতে পারে *(Centers for Disease Control and Prevention, 2010-2016), (World Health Organization, 2009)*।

আর্ট ক্যাম্প ও প্রদর্শনী: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের নানাধরনের কমিউনিটি সার্ভিস এর সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে। ...চক্ষুদান, আর্ট এবং কালচারে উৎসাহ প্রদান, পোলিও ভ্যাকসিন প্রোগ্রাম, রক্তদান কর্মসূচী, কৃষকদের উদ্বুদ্বকরণ, শিশু শিক্ষা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমও গ্রহণ করে থাকে তামাক কোম্পানি (Truth Tobacco Industry Documents, 2005 June 01-Date Added UCSF) বাংলাদেশে ২০১১ সালে স্বাধীনতার ৪০তম বার্ষিকী এবং কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (একশত পঞ্চাশ) ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বেঙ্গল গ্যালারী অব ফাইন আর্টস বিএটিবি'র সঙ্গে যৌথভাবে ধানমন্ডি বেঙ্গল গ্যালারীতে "আমাদের মাতৃভূমির গান" গান শীর্ষক চারদিনের আর্ট প্রদর্শনীর আয়োজন করে। উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে দেশের ১২ জন বিখ্যাত চিত্র শিল্পী অংশগ্রহণ করেন (২০১১)। ১৯ ডিসেম্বর প্রদর্শনীটি অর্থ মন্ত্রী উদ্ধোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিএটিবির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং গ্যালারীর পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। এর আগে কুষ্টিয়ায় বিএটিবি অতিথি হাউজ কমপ্লেক্সে "জাতীয় সংগীত" থিমের উপর অনুষ্ঠিত ৩দিনে নির্মিত ২৪টি চিত্র কর্মের (বেঙ্গল আর্ট ক্যাম্পে) ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠান ছিল *(Daily Sta, December 24, 2011)*।

22. Apart from afforestation, British American Tobacco Bangladesh is involved in various community services in the country such as posthumous eye donation, encouraging indigenous art and culture, polio vaccination programmes, blood donations, encouraging farmers' children's education and generous support in times of natural calamities.

জাপান-বাংলাদেশ বন্ধুত্বের ৫০ বছর উদযাপন: জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনাল (জেটিআই) "আলিঙ্গন বন্ধুত্ব: জাপান-বাংলাদেশ বন্ধুত্বের ৫০ বছর উদযাপন" শীর্ষক একটি শিল্প প্রর্দশনী আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি এছাড়াও প্রর্দশনীতে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রিন্টমেকিং বিভাগের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আনিস।

বিশ্ব পানি দিবসে ডায়ালগ: ২০১২ সালে বিএটি বাংলাদেশ বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে একটি সংলাপের আয়োজন করে। সংলাপটি সঞ্চালনা করেন ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক। বিশেষজ্ঞদের প্যানেলে সরকার, এনজিও, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং বেসরকারী খাতের 'পানি' সম্পর্কিত ১৪ জন বিশেষজ্ঞকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের Aquaculture বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক "বাংলাদেশের সম্পদ: জল ও খাদ্য সুরক্ষা" শীর্ষক মূল নোট উপস্থাপন করেন *(BATB, 2012)*।

ইফতার পার্টি: ২০ জুন ২০১৬ লালমনিরহাট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বিএটিবি'র ইফতার পার্টিতে আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস। তামাক কোম্পানির বিলাসবহুল এই ইফতার পার্টিতে লালমনিরহাটের জেলা প্রশাসক এবং প্রশাসনের অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

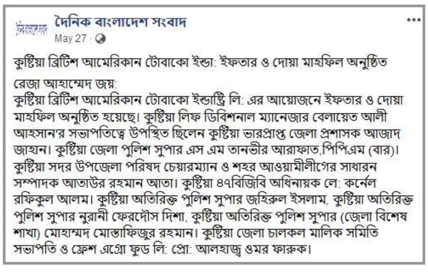
দৈনিক বাংলাদেশ সংবাদ
May 27
কুষ্টিয়া ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো ইন্ডা: ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত
রেজা আহাম্মেদ জয়:
কুষ্টিয়া ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো ইন্ডাষ্ট্রি লি: এর আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। কুষ্টিয়া লিফ ডিবিশনাল ম্যানেজার বেলায়েত আলী আহসান'র সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক আজাদ জাহান। কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত,পিপিএম (বার)। কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আতাউর রহমান আতা। কুষ্টিয়া ৪৭বিজিবি অধিনায়ক লে: কর্নেল রফিকুল আলম। কুষ্টিয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জহিরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নুরানী ফেরদৌস দিশা, কুষ্টিয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জেলা বিশেষ শাখা) মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান। কুষ্টিয়া জেলা চালকল মালিক সমিতি সভাপতি ও ফ্রেশ এগ্রো ফুড লি: প্রো: আলহাজ্ব ওমর ফারুক।

১৪ জুলাই ২০১৯ বিএটিবি'র উদ্যোগে মেহেরপুরে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ইফতার মাহফিলে জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদের প্রশাসক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সহকারী কমিশনারসহ বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন (মেহেরপুর নিউজ ২৪ ডট কম, 14 July 2019)। কুষ্টিয়া ভিত্তিক দৈনিক বাংলাদেশ সংবাদের প্রকাশিত এক খবরেও বিএটিবি আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি অনেক উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় *(দৈনিক বাংলাদেশ সংবাদ, 27 May 2019)*।

২৩ এপ্রিল ২০২২ শিল্পী সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে তামাক উৎপাদনকারী কোম্পানী আকিজ টোবাকো স্পন্সর করে এবং আইনে নিষিদ্ধ থাকার পরও ব্যানাওে তাদেও লগো প্রর্দশন করে।

অধ্যায়-৯

নানা মাধ্যমে তামাক কোম্পানির রাষ্ট্রীয় পুরস্কার অর্জন

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কাজের স্বীকৃতি, অনুপ্রেরণা হিসাবে পুরস্কার প্রদান করা হয়। তামাক কোম্পানিগুলোকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করার তথ্য বিগত সময়ে ব্যাপকভাবে গণমাধ্যমগুলোতে উঠে এসেছে। স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পণ্যের ব্যবসায়ীদের রাষ্ট্রীয় পুরুস্কারে ভূষিত করা কতটা যৌক্তিক? স্বাস্থ্যহানীকর পণ্য উৎপাদন করে, কোটি কোটি মানুষের অকাল মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের কারণ হয়েও তামাক কোম্পানিগুলো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছে এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে। রাষ্ট্রীয় নিয়মানুসারে বাংলাদেশে যারা শীর্ষ করদাতা হিসেবে মনোনীত হন তারা বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারসহ রাষ্ট্রীয় নানা সুযোগ সুবিধা ও অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। শুধু তারা নয় তাদের পরিবারের সদস্যগণও নানা ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। তামাক কোম্পানির সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা ও সুসম্পর্ক রয়েছে। বিগতদিনে বিষয়গুলো বিভিন্ন মাধ্যমে উঠে এসেছে। বিএটিবি তাদের নিজস্ব ডকুমেন্টে উল্লেখ করে যে বৃক্ষ রোপনের কারণে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তাদের খুব ভাল সম্পর্ক রয়েছে। উল্লেখ্য বৃক্ষ রোপনের জন্য বিএটি পুরুস্কৃতও হয়েছে। (Truth Tobacco Industry Documents, 2005 June 01-Date Added UCSF)। তামাক কোম্পানির বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

> 21. The company has a very good relationship with the Ministry of Environment which is supportive of the company's highly successful afforestation programme that has caused plantation of some 25 million tree saplings. The 90% survivability of these trees is viewed as supplementing the government's programme of afforestation, especially in alarmingly denuded areas. This has led to the company being awarded the 1st prize of the Prime Minister's National Award on Tree Plantation Award '99. This follows an earlier award for 3rd prize in 1993. The company's factory situated in a residential area of the country has just been given a fresh renewal of the lease of its factory premises for another 33 years with a clearance from the Ministry of Environment. Cooperation with the ministry and its Department of Environment led to the installation of the unique Bio Filter plant at the factory. This is now used as an example for emulation by other industries and is an endorsement of the company's environment standards.

শীর্ষ করদাতা হিসাবে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে কর প্রদান করাকে নাগরিক দায়িত্ব মনে করে যথাযথভাবে কর প্রদান দেয়। ফলে কর ফাঁকি দেবার বিষয়টি সেসব দেশে প্রচলিত নয়। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক ব্যবসায়ী বা সাধারন নাগরিক কর দেওয়ার আওতায় থাকলেও এখনো সঠিকভাবে কর প্রদানে অভ্যস্থ নয়। যারা নিয়মিত কর দিচ্ছে তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এটি প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু রাষ্ট্র কোন ধরনের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহ দেবে, এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত এবং বিভিন্ন সুযোগ প্রদান করা হলে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দাড়াবে। বাংলাদেশে বিগত দিনে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন তামাক কোম্পানিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরুস্কৃত করতে দেখা গেছে। যার ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছর, ২০১৪-১৫ অর্থবছর এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের শীর্ষ করদাতা হাকিমপুরী জর্দ্দার মালিক কাউস মিয়া অর্জন করেছেন সিআইপি মর্যাদার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সর্বাধিক এওয়ার্ড। সমগ্র বাংলাদেশে সাতবার প্রথম স্থানসহ টানা ১৪ বার রাষ্ট্রীয় পুরুস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে দেখা গেছে, তিনি অর্থ মন্ত্রী, অর্থ প্রতিমন্ত্রী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানদের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেছেন *(Ekushey-tv.com, 26 August 2019)*।

তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে তামাক কোম্পানিগুলোকে এধরনের রাষ্ট্রীয় সম্মাননার মাধ্যমে উৎসাহিত করে পুরস্কার প্রদান থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়ে আসছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করা হলেও গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ দুই ধাপে পরীক্ষা করে হাকিমপুরী জর্দ্দায় ক্ষতিকর মাত্রায় সিসা, ক্যাডমিয়াম ও ক্রোমিয়ামের মতো ভারী ধাতু পাওয়ায় বাজার থেকে তা উঠিয়ে নেয়ার আদেশ দেয় বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ) সংবাদ সম্মেলন করে জানায়, ...হাকিমপুরী জর্দ্দার প্রতি কেজিতে দশমিক ২৬ মিলিগ্রাম সীসা, দশমিক ৯৫ মিলিগ্রাম ক্যাডমিয়াম এবং ১ দশমিক ৬৫ মিলিগ্রাম ক্রোমিয়াম পাওয়া যায়। এসব তথ্য প্রকাশ করার পর থেকেই একটু ভিন্ন কৌশলে প্রতিবাদ শুরু করে হাকিমপুরী জর্দ্দার মালিক হাজি মো. কাউছ মিয়া। তার প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত জর্দ্দায় কোনো প্রকার ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় না দাবি করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে দাবি করেন, বিএফএসএ যেসব জর্দ্দা পরীক্ষা করেছে, সেগুলো আসলে নকল জর্দ্দা, হাকিমপুরীর নয়। ....বিএফএসএর কর্মকর্তারা প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং ফ্যাক্টরি থেকে পুনরায় জর্দ্দার চারটি নমুনা সংগ্রহ করে। এই নমুনাগুলোতেও প্রথমবারের মতোই সীসা, ক্যাডমিয়াম ও ক্রোমিয়ামের উপস্থিতি ধরা পড়ে ..... *(amaderprotidin.com, 2019)*।

শুধু জর্দ্দা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নয়, সর্বোচ্চ করদাতার স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি বাংলাদেশকে (বিএটিবি) ট্যাক্স পেয়ার কার্ড সম্মাননা দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। অর্থমন্ত্রী এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এর কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এওয়ার্ড গ্রহণ করেন বিএটিবির চেয়ারম্যান। *(jagonews24.com, 24 Nov, 2016)*

তামাক কোম্পানিকে পুরস্কৃত করার যে কোন অনুষ্ঠানে সরকারি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বন্ধ করতে হবে। কর প্রদান একটি আইনি বাধ্যবাধকতা হওয়া সত্ত্বেও এজন্য তামাক কোম্পানিলোকে অনাবশ্যকভাবে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা যেমন, অর্থমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রীর সাথে তামাক কোম্পানির নির্বাহী কর্মকর্তাদের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আইন/নীতি প্রণয়নে তামাক কোম্পানিগুলো বাধা সৃষ্টি করে থাকে। তামাক ব্যবহারজনিত অসুস্থ্যতায় বাংলাদেশে প্রতিবছর লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। অথচ, এই মৃত্যু বিপননের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার প্রদান করে খোদ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকগণ। সার্বিকভাবে, বাংলাদেশে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি খুবই হতাশাজনক। এ অবস্থার উন্নতি না হলে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন সম্ভব হবে না।

এ বি এম যুবায়ের,
নির্বাহী পরিচালক, প্রজ্ঞা

বৃক্ষরোপনে জাতীয় পুরস্কার

গবেষণায় জানা যায়, তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাত করার জন্য জ্বালানী হিসাবে প্রচুর কাঠ পোড়ানো হয়। তামক চাষকৃত এলাকার চাষীরা বলেন, তামাক প্রক্রিয়াজাত করার জন্য এমন কোন গাছ নেই যা তন্দুরের কবল থেকে রক্ষা পায় (UBINIG, 2012)। পার্বত্য এলাকায় যে ব্যাপক পরিমাণ গাছ কাটা হয়েছে তার বিরাট একটি অংশ তামাক চাষের কারণে (WBB TRUST, 2009)। দেশী বিদেশী বিভিন্ন গবেষণায় তামাক চাষ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, বিপুল পরিমান বৃক্ষ এবং বনাঞ্চল ধ্বংসের জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করা হলেও ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি তামাক কোম্পানি বৃক্ষরোপনে বিশেষ অবদানের জন্য ৫ বার জাতীয় পুরস্কারসহ জেলা পর্যায়ও বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছে (Banglanews24.com, 25 June 2011)। নিজেদের বৃক্ষ নিধনের বিষয়টি গোপন করার জন্য একটি তামাক কোম্পানি প্রতিবছর বৃক্ষরোপন কর্মসূচী আয়োজন এবং বৃক্ষ মেলায় অংশগ্রহণ করে। বৃক্ষরোপন কর্মসূচী সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজন এবং তামাক কোম্পানির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য নীতি নির্ধারক পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

বিএটিবি'র ২০১১ সালে বার্ষিক প্রতিবেদনে জানা যায়, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, খাগড়াছড়ি, বান্দারবান ও মানিকগঞ্জ জেলার ১৫টি স্থানীয় বৃক্ষ মেলায় অংশ নেয়। জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এ মেলাগুলো স্থানীয় জেলা প্রশাসন, বন বিভাগ এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সমন্বিত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। বিএটি বাংলাদেশ চারা বিতরনের জন্য সেরা সংস্থা হিসাবের বিভাগের এসকল মেলায় প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। ঝিনাইদহ-১ আসনের এমপি পুরস্কার হস্তান্তর করেন এবং বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির সংসদ সদস্য মেলাটি নিজ নিজ জেলার মেলা উদ্বোধন করেন *(British American Tobacco Bangladesh, 2011)*।

কর্পোরেট গর্ভনেন্স এক্সিলেন্স এওয়ার্ড

কর্পোরেট গভর্নেন্স এক্সিলেন্স এওয়ার্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি ক্যাটাগরীতে ২০১৫ সালে Institute of Chartered Secretaries of Bangladesh (ICSB) পুরস্কার পেয়েছে বিএটিবি (ICSB, 2017)। যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, অর্থমন্ত্রী, এনবিআর এর চেয়ারম্যান একটি বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন যেসব রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন *(SEATCA, 2019)*।

'আইসিএসবি চতুর্থ ন্যাশনাল করপোরেট গভর্ন্যান্স এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৬' এর ম্যানুফ্যাকচারিং ও রসায়নে দ্বিতীয় সেরা হিসেবে নির্বাচিত হয় ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে বিজয়ী কোম্পানির কাছে সনদ তুলে দেন বাণিজ্যমন্ত্রী *(sharebusiness24.com, 3 Dec 2017)*।

ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড

দেশের উন্নয়নে উদ্ভাবনী কার্যক্রম উৎসাহিত করতে সেরা ১৯ উদ্ভাবনী কাজকে পুরস্কৃত করা হয়েছে (বাংলাদেশ ইনোভেশন কনক্লেভ (বিআইসি)। রাজধানীর একটি হোটেলে বিজয়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিএটিবি রয়েছে। অনুষ্ঠানে অংশ নেন নীতিনির্ধারনী পর্যায়ের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ। *(Daily Samakal, 21 Oct 2018)*

সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচীর জন্য পুরস্কৃত

মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই) চেম্বারের ১১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে বিশেষ অবদানের জন্য বিএটিবি-কে পুরস্কৃত করে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী অনুষ্ঠানে বিএটিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন। *(Daily Jugantar , 14 Oct, 2014)*

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এর জন্য পুরস্কৃত

সিএমও এশিয়া ও ওয়ার্ল্ড সিএসআর দিবসে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশকে "সিএসআর বেস্ট প্রাকটিসেস" এবং "দীপ্ত" উদ্যোগের মাধ্যমে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এর জন্য পুরস্কৃত করেছে *(Bangladesh Pratidin, 1 Oct 2018)*।

অধ্যায়-১০

বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির প্রভাব প্রতিহতকরণে দৃষ্টান্ত

স্বাস্থ্য, পরিবেশ, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রেই অসংক্রামক রোগের অন্যতম প্রধান কারণ ক্ষতিকর তামাক। **বিশ্বব্যাপী তামাকের ভয়াবহতা বিবেচনায় নিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা - এসডিজি'র অভিষ্ট ৩.এ তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সকল দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন বাস্তবায়ন জোরদার করতে হবে** (UN, 2015)। বাংলাদেশে ক্ষতিকর তামাক পণ্য ব্যবহারের হার আশংকাজনক হারে বেশী বিধায় সরকার দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করছে নানা পদক্ষেপ। তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের অর্জনের তালিকা খুব ছোট না হলেও প্রতিটি ধাপে অতিক্রম করতে হয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। এসডিজি অর্জন, সর্বপরি জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাকের ব্যবহার কমানোর কোন বিকল্প নেই। তামাকের ব্যবহার কমাতে এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়ন খুব জরুরী কারণ সারা বিশ্বে তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন কৌশলে তামাক নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছে। বাংলাদেশেও এখন পর্যন্ত তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিসমূহ কোম্পানির প্রভাব থেকে সুরক্ষিত নয়।

অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তামাক একটি বড় সমস্যা। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পৃথকভাবে জোরালো কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে যে বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সেখানেও তামাক নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সমন্বিতভাবে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলসহ অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলোকে সাথে সাথে নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিগত দিনে এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সফলতা বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জল করেছে। আমরা এখন এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছি। এসডিজির স্বাস্থ্য বিষয়ক লক্ষ্য অর্জনে এফসিটিসি বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এফসিটিসি অনুসারে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমগুলো এগিয়ে নিতে তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে সহায়ক নীতিগুলো সুরক্ষিত করা জরুরী।

-অধ্যাপক ডা. এএইচ এম এনায়েত হোসেন,
অতিরিক্ত মহাপরিচালক, (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বিগত দিনে তামাক কোম্পানিগুলো মহান জাতীয় সংসদে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়নকালে তামাক কোম্পানির সংসদ এলাকায় বৃক্ষ রোপনের প্রস্তাব প্রদান, তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের উপর দিকে ছবিসহ স্বাস্থ্য সর্তকবাণী প্রদানের ক্ষেত্রে হাইকোর্টে রীট করে প্রতিবন্ধকতা তৈরী, তামাকজাত দ্রব্যের উপর আরোপিত সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি বিলম্বকরণ এবং দুর্বলকরনের প্রচেষ্টা এবং তামাকের উপর কর বৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাসহ নানা কৌশলে নীতিতে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছে, এখনো করছে।

কোম্পানিগুলোর নীতি নির্ধারকদের তাদের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করার এই প্রচেষ্টা সব সময় সফল হয় না। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি সুরক্ষায় এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ অত্যন্ত শক্তিশালী একটি হাতিয়ার হলেও এটি সম্পর্কে নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে এখনো জানার সল্পতা রয়েছে। এতদ্বসত্বেও বিগতদিনে দূরদর্শিতা ও সদিচ্ছার কারণেই অনেক ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানির প্রলোভন ও কৌশলে বিভ্রান্ত না হয়ে সরকার ও নীতিনির্ধাকরা তামাক নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে। বিগতদিনের তুলনায় বাংলাদেশ সরকার তামাক কোম্পানিগুলোর প্রভাব বিস্তার সম্পর্কে অনেক সচেতন হয়েছে। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি সুরক্ষায় গ্রহণ করছে নানা পদক্ষেপ। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা এবং গণমাধ্যমও তামাক কোম্পানির প্রভাব বিস্তার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে, গ্রহণ করছে নানা পদক্ষেপ। নিম্নে তামাক কোম্পানির প্রভাব প্রতিহতকরণে কিছু পদক্ষেপের চিত্র তুলে ধরা হলো-

- জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের উদ্যোগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বিষয়টির উপর গুরুত্ব প্রদান; ছবি

- জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের পক্ষ থেকে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এর কোড অব কন্ডাক্ট ও গাইড লাইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংক এর পক্ষ থেকে তামাক চাষের জন্য সরাসরি অথবা চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থার আওতায় ব্যাংক ঋন/ অর্থায়ন সুবিধা বন্ধকরনে নির্দেশনা প্রদাণ
- বিভাগীয় কমিশনারদের পক্ষ থেকে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে কোম্পানির প্রভাব বিষয়ে সর্তক থাকার জন্য জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্টদের বরাবর চিঠি প্রেরণ;
- বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে সমন্বয় করে এফসিটিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়নে সহায়ক উপকরণ প্রকাশ ;
- তামাক চাষীদের জন্য ভর্তুকি মূল্যে সার সরবরাহ বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- মহান জাতীয় সংসদ প্রাঙ্গনে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির অর্থায়নে বৃক্ষরোপনের সিদ্ধান্ত বাতিল;
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র কর্তৃক তামাক কোম্পানি আয়োজিত ব্যাটেল অব মাইন্ড কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা;
- তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর পক্ষ এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়ন বিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণে বেসরকারী সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ;

- বেসরকারী পর্যায় থেকে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বিষয়ে সুনিদিষ্ট প্রকাশনা ও সহায়ক উপকরণ তৈরী, কর্মসূচী গ্রহণ, নীতিনির্ধারকদের সাথে সরাসরি স্বাক্ষাৎ গণমাধ্যমে আর্টিক্যাল প্রকাশ ও চিঠির মাধ্যমে বিষয়টি নজরে **আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ**

২০১৭ সালের ৭ ডিসেম্বর, বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংস্থার একটি প্রতিনিধিদল ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব সাঈদ খোকন এর সাথে স্বাক্ষাৎ করে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। স্বাক্ষাৎকালে সাঈদ খোকন বলেন, মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রত্যয় অনুসারে আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আমার সার্বিক সহযোগিতা থাকবে। এজন্য আমন্ত্রণ জানানো সত্বেও আমি গতকাল ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি (বিএটিবি) এর "ব্যাটেল অব মাইন্ড" নামক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করিনি। এবিষয়ে গণমাধ্যম এর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তারা মাননীয় মেয়র মহোদয়কে ফোনে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেন।

বিএটিবির 'ব্যাটল অফ মাইন্ড' অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন না মেয়র সাঈদ খোকন

২০১২ সালে সংসদ সচিবালয় সূত্র জানায়, সংসদ ভবন এলাকার প্রায় ৪৫০ এর মতো বিতর্কিত ইউক্যালিপটাস গাছ কেটে পরিবেশবান্ধব ও দেশীয় প্রজাতির গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয়ার পর ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকে (বিএটি) এ বিষয়ে সহায়তা প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করে। সংসদ সচিবালয় থেকেও এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। এ জন্য ২৯টি প্রজাতির গাছ নির্বাচন করা হয়। (ছবি)

২০১২ সালের ২৭ আগষ্ট বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও দেশের অন্যান্য তামাক বিরোধী সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল জাতীয় সংসদে তামাক কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় গাছ লাগানোর কর্মসূচি হতে বিরত থাকার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মাননীয় স্পীকার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে সংসদ ভবন এলাকার বৃক্ষ রোপন কর্মসূচীতে তামাক কোম্পানিকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। (পেপার কাটিং)

বিগত এক দশকে বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের দাম ও কর বৃদ্ধি পেলেও সিগারেট, জর্দা, ও গুলের ব্যবহার কাঙ্খিত হারে কমেনি। সেইসাথে প্রত্যাশিতভাবে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। অর্থনৈতিক উন্নতি ও জনগণের আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি না পাওয়ায় সবধরনের তামাকজাত পণ্য মানুষের (বিশেষ করে তরুণদের) ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রয়ে গেছে। সেই সাথে বহুস্তরভিত্তিক কর কাঠামোর কারণে উচ্চ ও নিম্ন স্তরের সিগারেটের মূল্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে।

সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

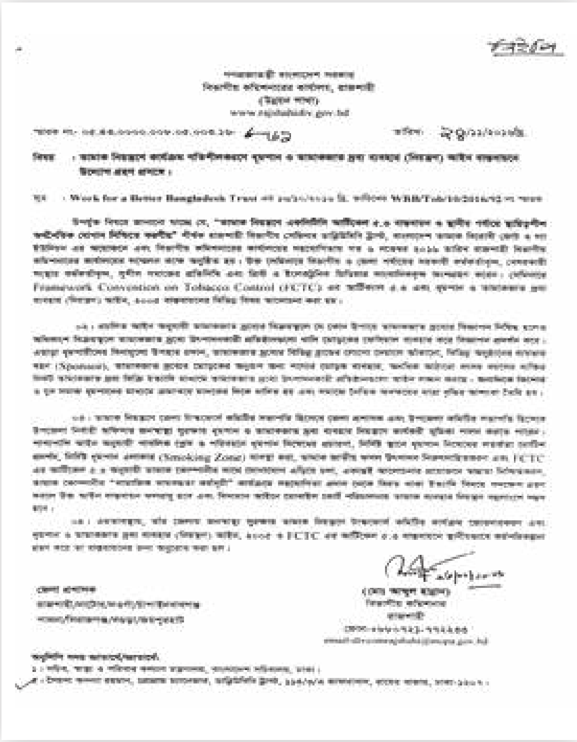

জেলা প্রশাসকের পক্ষ FCTC 5.3 থেকে বাস্তবায়নের চিঠি

FCTC 5.3 প্লাম্পপ্লেট

তামাক কোম্পানীর হস্তক্ষেপ প্রতিহতকরনে বিভিন্ন কর্মসূচী

অধ্যায়-১১

সুপারিশ

উক্ত প্রকাশনাটিতে নানাভাবে তামাক কোম্পানির প্রভাব বিস্তারের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে তামাকের মতো স্বাস্থ্যহানীকর পণ্য উৎপাদন করেও নানাভাবে কোম্পানিগুলো নানা কর্মসূচীতে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারনী পর্যায়ের ও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত এবং নিজেদের ইতিবাচক ইমেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা সফলও হয়েছে। আর্ন্তজাতিকভাবেও তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণের সুরক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি ও কার্যক্রম সুরক্ষায় ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলোর প্রতি এর আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট নিদের্শনা প্রদান করা হয়েছে। নির্দেশনার আলোকে তামাক নিয়ন্ত্রন ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা জরুরী। তামাক কোম্পানি সম্পর্কিত বিষয়ে নীতি-নির্ধারক ও অংশীদারদের সাথে আলোচনা এবং কোম্পানীর সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সরকারের সব সেক্টরকে নিয়ে সমন্বিত পন্থা নির্ধারন ও সেই আলোকে নির্দেশিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। অনেক রাষ্ট্র ইতোমধ্যেই এফসিটির আলোকে তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তাদের রাষ্ট্রীয় আইনে উক্ত বিষয়টি সম্পৃক্ত করেছে। বাংলাদেশেও তামাক কোম্পানির আগ্রাসী প্রভাব প্রতিহত করতে আইন সংশোধন করে এ বিষয়টি যুক্ত করা, কোড অফ কন্ডাক্ট ও সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন প্রণয়ন করা জরুরী। এফসিটিসি এর আর্টিকেল ৫.৩ এর নির্দেশিকা বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানির কার্যক্রম মনিটরিং করাকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

নির্দেশনায় যে বিষয়গুলি থাকতে পারে

১. সকল সরকারী কর্মকর্তা-

- ✓ যথাযথ প্রয়োজন ছাড়া তামাক কোম্পানির সাথে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ/সীমিত করবে
- ✓ সব প্রয়োজনীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়ের উন্মুক্ততা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে
- ✓ তামাক কোম্পানির কাছ থেকে কোন ধরনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুদান গ্রহন করবে না
- ✓ তামাক কোম্পানিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন সুযোগ প্রদাণ করবে না
- ✓ তামাক কোম্পানির সাথে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বার্থ সম্পকিত সাংঘর্ষিক বিষয় থাকলে তা প্রকাশ ও পরিহার করবে
- ✓ তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতার নামে প্রচারনা ও নীতি নির্ধারকদের প্রভাবিতকরণ কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণ করবে
- ✓ তামাক কোম্পানির সাথে কোনধরনের অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বা চুক্তি করা থেকে বিরত থাকবে

২. এই নির্দেশনার লঙ্ঘন প্রশাসনিক বিচারকার্যের বিষয় হবে।

৩. সংস্থার প্রধানগন নিজ নিজ সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদনে আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করবে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতি সুরক্ষায় ৮টি কার্যক্রম

টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি) এর ৩ নম্বর লক্ষ্য অর্জনে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) বাস্তবায়ন কে একটি টার্গেট হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০০৮ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত এফসিটিসি বিষয়ক কনফারেন্স অব পার্টিস (সিওপি) আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়ন বিষয়ক নির্দেশনা অনুমোদন করে। সরকার, তামাক নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পৃক্ত সংগঠনের পাশাপাশি গণমাধ্যমের সাথে সম্পৃক্তদের এফসিটিসি এর উল্লেখিত আর্টিক্যালটি সম্পর্কে ধারনা থাকা জরুরী। তামাক নিয়ন্ত্রণের সাথে এসডিজি এর অভিষ্ট ১,২,৩,৬,৮ এবং ১৫ এর সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ সকল লক্ষ্য অর্জনে তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতি ও কার্যক্রমের সুরক্ষায় এফসিটিসি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এফসিটি এর আর্টিকেল ৫.৩ সংক্রান্ত গাইডলাইনে তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতি সুরক্ষায় ৮টি কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে (WBB Trust, 2015)- নিম্নে সুপারিশগুলো তুলে ধরা হলো-

১. তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সম্পর্কে জনগণ ও সরকারের সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ

রাষ্ট্রসমূহ সরকারের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ মানুষকে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও সরকারের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে পরিচালিত কার্যক্রমে তামাক কোম্পানিসমূহের প্রভাব এবং নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানির কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রদান করবে এবং সচেতন করবে। তামাক কোম্পানিরপ্রভাব সফলভাবে মোকাবেলা করতে আর্ন্তজাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এফসিটিসি সার্বিকভাবে বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এছাড়া রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই তামাক কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তি, সুবিধাভোগী দল ও সহযোগী সংগঠনের কৌশল ও কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

২. তামাক কোম্পানির সাথে সবরকম যোগাযোগ এর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

তামাক নিয়ন্ত্রণসহ সরকারের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহ তামাক কোম্পানির সকল প্রকার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াকে প্রতিরোধ বা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং রাষ্ট্রসমূহকে নিশ্চিত করতে হবে যে তামাক কোম্পানি কোনভাবেই সরকারের সহযোগী নয়। তামাকজাত দ্রব্য এবং তামাক কোম্পানিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে রাষ্ট্রসমূহ তামাক কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা করতে পারবে। তবে তা অবশ্যই প্রকাশ্য ও স্বচ্ছভাবে হতে হবে।

৩. তামাক কোম্পানিরপৃষ্ঠপোষকতায় তামাক নিয়ন্ত্রনে উদ্যোগ গ্রহন, আচরনবিধি প্রনয়ণ, নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানির সঙ্গে সব ধরনের অংশীদারিত্বমূলক ও অপ্রয়োগযোগ্য কার্যকলাপ বর্জন ।

তামাক কোম্পানির স্বার্থ ও সরকারের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের স্বার্থ বিপরীতমুখী বিধায়, তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারের সব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তামাক কোম্পানি কোনভাবেই অংশীদার হতে পারবে না। রাষ্ট্রসমূহ তামাক কোম্পানির কোনরকম অংশীদারিত্ব গ্রহণ, চুক্তি অনুমোদন, স্বেচ্ছাসেবামূলক কোন সুবিধা বা সহযোগিতা গ্রহন করবে না। তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কোন আইন ও নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহ তামাক কোম্পানি কর্তৃক কোন সহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ বা অনুমোদন করবে না।

৪. স্বার্থের সংঘর্ষ এড়াতে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রনয়ণ

তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরামর্শক ও ঠিকাদারসহ সংশ্লিষ্টদের তামাক কোম্পানির সঙ্গে সাংঘর্ষিক নীতিসমূহ পরিহারের বিষয়টি রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। তামাক কোম্পানিগুলোকে নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পর্কের স্বচ্ছতা নিরূপণে সব পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য অবশ্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে রাষ্ট্র। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তামাক কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়িক বা অন্য কোনভাবে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন সহায়ক নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করা যাবে না।

৫. তামাক কোম্পানিকর্তৃক প্রদানকৃত তামাক উৎপাদন, বিক্রয়, রাজনৈতিক অনুদান, তদবির ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও সত্যতা নিশ্চিতকরণ

জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতিতে তামাক কোম্পানির প্রভাব মোকাবেলায় রাষ্ট্রসমূহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তামাক কোম্পানিগুলোর পরিচালনা স্বচ্ছভাবে করছে কিনা, জানার জন্য তাদের সকল কার্যক্রম ও পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ করবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই এমন নীতির সূচনা ও প্রয়োগ করবে, যা তামাক কোম্পানির পরিচালনা ও তাদের সব কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। তামাক চাষ, তামাকজাত দ্রব্য তৈরি, তামাক কোম্পানি ও তামাকের ব্যবসার মালিকানার ভাগ, বিপণন ব্যয়, মুনাফা, ফিলানথ্রপি, রাজনৈতিক দলে অনুদানসহ (কিংবা রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের সহযোগিতা) যে কোন কাজ এবং এফসিটিসির আর্টিকেল ১৩ অনুযায়ী নিষিদ্ধ নয় বা এখনও নিষিদ্ধ করা হয়নি এমন সব কাজ সম্পর্কে তামাক কোম্পানি ও তাদের সহযোগীদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহ করবে। কোন তামাক কোম্পানি ভুল অথবা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী সেসব তামাক কোম্পানিকে শাস্তি প্রদান করবে।

৬. তামাক কোম্পানি কর্তৃক আয়োজিত “সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি” প্রমানের অপকৌশল ও অপচেষ্টাকে প্রতিহত ও নিয়ন্ত্রণ

“সামাজিক দায়বদ্ধতা” কর্মসূচির নামে তামাক কোম্পানি যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করে তার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তামাকের নেশায় আসক্ত করা। এটা তামাকের বিক্রয় বৃদ্ধি, বিপণন ও তামাক কোম্পানির গণসংযোগের কৌশল–যা আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এফসিটিসির বিজ্ঞাপন, প্রণোদনা ও পৃষ্ঠপোষকতা বিষয়ক সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আড়ালে প্রতারণামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারের সকল প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষকে তথ্য প্রদান এবং সচেতন করে তোলার বিষয়টি রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই নিশ্চিত করবে। রাষ্ট্রসমূহ কোনভাবেই তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি অনুমোদন ও সহযোগিতা করবে না, সরকার/সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীরা তামাক কোম্পানির কোন কার্যক্রমে অংশীদার হবে না বা অংশ নিবে না।

৭. তামাক কোম্পানির প্রতি কোনরূপ সুবিধা বা পক্ষপাতমূলক আচরণ করবে না

তামাক কোম্পানি ও তামাকের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতে রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই তামাক নিয়ন্ত্রণে অঙ্গীকারকে গুরুত্ব দিয়ে কর নীতিমালা চূড়ান্ত করবে। রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই বিদ্যমান তামাক কোম্পানি পরিচালনা বা নতুন তামাক কোম্পানি গড়ে তোলার জন্য কোনরকম সুবিধা, অগ্রাধিকার বা সহযোগিতা প্রদান করবে না। যেসব রাষ্ট্রে সরকারি মালিকানাধীন তামাক কোম্পানি রয়েছে সেসব রাষ্ট্র অবশ্যই নিশ্চিত করবে যে, তামাক কোম্পানিতে বিনিয়োগ কোনভাবেই এফসিটিসি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই তামাক কোম্পানিকে কোনরকম কর মওকুফ বা কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান করবে না।

৮. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তামাক কোম্পানিকেও অন্যান্য তামাক কোম্পানির ন্যায় আইনগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

তামাক কোম্পানি সরকারি ও বেসরকারি পৃথক অথবা যৌথ মালিকানাধীন হতে পারে। তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারি মালিকানাধীন তামাক কোম্পানিসমূহ অন্যান্য তামাক কোম্পানির মতই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই নিশ্চিত করবে যে, সরকারি মালিকানাধীন তামাক কোম্পানির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত কেউই COP সংক্রান্ত কোন কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করবে না।

পর্যবেক্ষন ও পদক্ষেপ

পর্যবেক্ষণ

এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি এনজিওগুলো পর্যবেক্ষণ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এফসিটিসির দলসমূহের শ্যাডো মনিটরিং এর প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে কিছু দেশে তা চালু হয়েছে। পর্যবেক্ষণ এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কৌশলগুলো অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে:

- গণমাধ্যমে শিল্প সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রচার পর্যবেক্ষণ করা।
- তামাক সংক্রান্ত বিষয়ের বিপণন ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষনসহ শিল্প প্রকাশনাগুলো পর্যালোচনা এবং লেখক ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে তথ্য জোগাড় করা।
- তামাক কোম্পানিগুলোর ওয়েবসাইট নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।
- তামাক কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি প্রতিষ্ঠান বা গৃহীত কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করা।
- মন্ত্রী ও আইন প্রনেতাদের বক্তব্য, ঘোষনা, শুনানী বা সংসদীয় কমিটির প্রতিপাদ্য বিষয় পর্যলোচনা করে একটি রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।
- তামাকের স্বপক্ষে অভিমত থাকা মন্ত্রণালসমূহের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন প্রয়োগ ও তা লঙ্ঘনের কারনে আদালতে দায়েরকৃত মামলাগুলো পর্যলোচনা করে প্রতিবেদন তৈরি করা।

পদক্ষেপ

এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পর্যবেক্ষনের পাশাপাশি আরও বিস্তারিতভাবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

পদক্ষেপ ১: তামাক কোম্পানির মূল অংশীদার ও সহযোগীদের চিহ্নিত করা

- দেশের সক্রিয় তামাক কোম্পানিগুলো চিহ্নিত করা।
- তামাক কোম্পানির সমর্থনকারী ব্যক্তি ও সংস্থাগুলোকে চিহ্নিত করা (যেমন: ফ্রন্ট গ্রুপ, তদবিরকারি, আইনজীবি, পরামর্শক ইত্যাদি)।
- উপরে উল্লেখিত গ্রুপের দ্বারা পরিচালিত কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সেই সাথে তাদের সুসম্পর্কিত জোটের রূপরেখা তৈরি করা।

পদক্ষেপ ২: নিরীক্ষনের গুরুত্ব সম্পর্কিত বিষয় নির্ধারণ এবং চিহ্নিত করা

- তামাক কোম্পানিগুলোকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে মাসিক পর্যবেক্ষণ করা উচিত।
- নির্দিষ্ট ফ্রন্ট গ্রুপগুলোকে মাঝে মাঝে সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে (যেমন, যখন তামাক নিয়ন্ত্রণ সর্ম্পকিত একটি নতুন আইনের প্রস্তাব দেয়া হয় আর তারা সক্রিয়ভাবে সেটার বিরোধিতা করে)।
- সকল গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করা উচিত (গণমাধ্যম পর্যবেক্ষন প্রতিবেদনের মাধ্যমে), কিন্তু যেসব গণমাধ্যম তামাক কোম্পানিগুলোর মতামতকে সমর্থন করে তাদের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে হবে।
- পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে অংশীদারদের ধরণ চিহ্নিত করার পাশাপাশি কোন তথ্যগুলোর উপর ফোকাস করা হবে তা ঠিক করাও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর মধ্যে প্রকাশ্যে প্রচারিত তথ্য, রাজনৈতিক কাজে তামাক কোম্পানির অনুদান গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য এবং অন্যান্য তথ্য যেমন, সরকারী কর্মকর্তার তামাক কোম্পানির সাথে দেখা করা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

পদক্ষেপ ৩: পর্যবেক্ষণের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা

- নিজ দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনিটরিং টেম্পলেট তৈরি করা ।
- বিভিন্ন তথ্যের উৎস যেমন কোম্পানি অংশীদারদের ওয়েবসাইট, মিডিয়া, রিপোর্ট, প্রকাশনা ও অন্যান্য উৎস যেগুলো পর্যবেক্ষণ করা উচিত সেগুলো সনাক্ত করতে হবে।
- যেসব তথ্য প্রকাশ্যে কম সহজলভ্য তা কিভাবে পাওয়া যাবে সেটি বের করতে হবে (যেমন, কোম্পানিগুলো কাদের সাথে দেখা করে অথবা সরকারের কাছে কি প্রস্তাব দিয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্য)।
- কোন সংস্থা কোম্পানিগুলোর পর্যবেক্ষণ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিবে তা ঠিক করা।
- সরকারী ও সুশীল সমাজের যেসব সংস্থা তথ্য দিয়ে অবদান রাখতে পারে সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে।
- সহজলভ্য সম্পদের (ব্যক্তি, তহবিল) উপর ভিত্তি করে কোথায় কোথায় মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে তা সনাক্ত করা।

পদক্ষেপ ৪: প্রতিবেদন তৈরির কাঠামো প্রনয়ণ করা

- সংগৃহিত তথ্যের আলোকে তৈরী প্রতিবেদন কখন, কাকে, কি রিপোর্ট করা হবে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- সংগৃহিত তথ্যের বেশিরভাগই প্রকাশ্যে সহজ প্রাপ্য করা উচিত যাতে আগ্রহী ব্যক্তিরা তামাক কোম্পানির কর্মকান্ড এবং কৌশল সম্পর্কে অবগত হতে পারে।
- কোম্পানির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম মিলিয়ে দেখা উচিত এবং তা প্রধান অংশীদারদের (যেমন, রাজনীতিবিদ, আইন প্রণেতা, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা) জানানো উচিত।
- এফসিটিসি স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

পদক্ষেপ ৫: কোম্পানির কার্যক্রম পর্যবেক্ষন ও প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ

- কোম্পানি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদনের আলোকে কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।
- কর্মসূচী প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ প্রচারে যেসব সুশীল সমাজের সংগঠন এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে তাদের চিহ্নিত করতে হবে। সংগঠনগুলি কোম্পানির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারে।
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়মিত প্রচারের জন্য একটি যোগাযোগ পরিকল্পনা গ্রহন। তামাক কোম্পানি এবং তাদের সহযোগী জোট সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান বৃদ্ধি এবং সেইসাথে জনস্বাস্থ্য নীতি উন্নয়ন এবং তার কার্যকর প্রচার নিশ্চিত করার জন্য পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদনের আলোকে কর্মসূচী পর্যালোচনা করা।

BIBLIOGRAPHY

- দৈনিক ইনকিনাব. (২৬ এপ্রিল ২০১৭). মান্ধাতা আমলের বিনির্দেশিকায় সিগারেটের মান নির্ধারন. ঢাকা : দৈনিক ইনকিনাব.
- দৈনিক সংগ্রাম. (৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯). তামাক কারখানাগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে না, বহু শ্রমিক রোগে আক্রান্ত. নীলফামারী: দৈনিক সংগ্রাম.
- দ্যা হলি টাইমস. (২০১৮). ট্যারিফ বাড়ানোতে অসৎ পথে ব্যবসা করার হুমকি আকিজ জরদার. ঢাকা: দ্যা হলি টাইমস.
- দেশবাংলা. (১২ এপ্রিল ২০০৮). সিগারেটের অবৈধ বিজ্ঞাপনে রাজধানী সয়লাব. দেশবাংলা.
- ডেসটিনি. (১৯ এপ্রিল ২০০৮). আইন ভাঙ্গার মহড়ায় নেমেছে দেশের তামাক কোম্পানীগুলো . ডেসটিনি.
- দৈনিক খবর. (২৬ আগষ্ট ২০১০). বান্দারবানে তামাক চাষের ওপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা ঠেকাতে তামাক কোম্পানীর কোটি টাকার মিশন. উযধশধ: দৈনিক খবর.
- (2011, December 19). (Bengal Foundation) Retrieved March 10, 2019, from Bengal Foundation
- (2019, January 1). (British American Tobacco Bangladesh) Retrieved January 1, 2019, from http://www.batbangladesh.com
- (2019). South East Asia Tobacco Industry Interference Index, SATCA-2019. Bangkok, Thailand: SATCA.
- Ajkaler Khobor. (11 March 2010). সরকার ঘোষিত মজুরী দাবি, কুষ্টিয়ায় তিনটি ফ্যাক্টরি ১০ দিন বন্ধ. Dhaka: Ajkaler Khobor.
- Ajker kagoj. (5 April 2005). আইন লংঘনসহ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে তামাক কোম্পানীগুলো-সর্তকবানী সংবলিত কোন প্যাকেট বাজারে পাওয়া যায়নি. Dhaka: ajker kagoj.
- amader orthoneeti. (16 December 2010). টোব্যাকো কোম্পানী সার ও নগদ টাকা দিয়ে কৃষকদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ. Dhaka: amader orthoneeti.
- Amader Orthoneeti. (2 June 2010). তামাক ক্রয়ে টোবাকো কোম্পানীর, টালবাহানায় চাষীরা বিপাকে. Dhaka: Amader Orthoneeti.
- amader orthoneeti. (3 May 2013). নারীর কর্মসংস্থানের স্বার্থে বিড়ির ওপর শুল্ক না বাড়ানোর আহবান. Dhaka: amader orthoneeti.
- amaderprotidin.com. (2019). 'হাকিমপুরী জর্দা' নিষিদ্ধ করলো আদালত! Dhaka: https://amaderprotidin.com.
- Amar Desh. (1 November 2010). ভেড়ামারায় তামাক চাষের পক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক. Dhaka: Amar Desh.
- Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health. (2014). The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. U.S.: Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.
- আমার দেশ. (১৭ এপ্রিল ২০০৮). যশোরে আলফা টোব্যাকো ফ্যাক্টরীতে শ্রমিক আন্দোলন, মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে অবস্থান. যশোহর: আমার দেশ.
- আমার সংবাদ. (২৪ মে ২০১৫). কুষ্টিয়ায় সিগারেট বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে অভিনব কায়দায় বিজ্ঞাপন. কুষ্টিয়া: আমার সংবাদ.
- ইত্তেফাক. (৬, মে ২০০৯). মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি. ইত্তেফাক. ঢাকা, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ: ইত্তেফাক.
- Bangladesh Barta. (17 Feb 2016). Efjf ctfhZfcjf gdbgezfdNgtv gsclZfco dmvrscv dMMsMzm rzdkcvfcL ncykbbfmSVj jfwAjzm. Khustiya: Bangladesh Barta.
- Bangladesh Cancer Society. (2018). Dhaka: Bangladesh Cancer Society, Amirican Cancer Society, Cancer Research - UK, Bureau of Economic Research-Department of Economics (Dhaka University).
- Bangladesh Cancer Society. (2018). তামাকজনিত ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে বাংলাদেশ. Dhaka: Bangladesh Cancer Society, Dhaka University,.
- Bangladesh Pratidin. (1 Oct 2018). ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশকে পুরস্কৃত. Dhaka: Bangladesh Pratidin.
- Bangladesh Pratidin. (2020, May 17). প্রধানমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে......হাজী মোঃ কাউস মিয়া. Bangladesh Pratidin. Dhaka, N/A, Bangladesh: Bangladesh Pratidin.
- banglanews24.com. (2013). পুরাতন ব্যান্ডরোল, হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি আকিজ বিড়ির. Dhaka: banglanews24.com.
- Banglanews24.com. (2018). দেশে মোট মৃত্যুর ৬৭ শতাংশ অসংক্রামক রোগ থেকে. Dhaka: Banglanews24.com.
- Banglanews24.com. (25 June 2011). সারাদেশে ৪০ লাখ চারা বিতরণ করবে বিএটি, শুরু হলো চট্টগ্রাম থেকে. Dahaka: Banglanews24.com.
- Banik Barta. (2011). বনিক বার্তা, Dhaka: Banik Barta.
- BAT Bangladesh. (2019, 1 January 2019 1). About US. (British American Tobacco) Retrieved January 1 January, 2019, from BAT Bangladesh: http://www.batbangladesh.com/group/sites/BAT_9T5FQ2.nsf/vwPagesWebLive/DO9T5K3S?opendocument
- BATB. (2012). BAT Bangladesh organises Stakeholder Dialogue on World Water Day 2012. Dhaka: British American Tobacco Banglades.
- BATB. (2018, July 30). British American Tobacco Bangladesh. (B. A. Bangladesh, Producer, & British American Tobacco Bangladesh) Retrieved March 2019 15, 2019, from British American Tobacco Bangladesh: British American Tobacco Bangladesh

- BAU. (2017). Changing socioscapes of farming communities. Mymensing: Bangladesh Agricultural University.
- BBC. (2015). The secret bribes of big tobacco paper trail. London: British Broadcasting Corporation.
- BBC. (n.d.). The secret bribes of big tobacco. BBC Panorama. London: British Broadcasting Corporation.
- ইনকিলাব. (২ জুন ২০১৩). আলোচনা সভায় আইন প্রতিমন্ত্রী, তদবিরে সিগারেট কোম্পনীগুলো "শক্তিশালী লবিস্ট" নিয়োগ করেছে. Dhaka: ইনকিলাব.
- ইনকিলাব. (২৭ জুন ২০১০). বিড়ি শিল্প মালিক সমিতির সংবাদ সম্মেলন, ২৫ লাখ শ্রমিকের কর্ম-সংস্থান রক্ষায় বিড়ির শুল্ক প্রত্যাহার করুন. উযধশধ: ইনকিলাব.
- bd-pratidin.com. (2019). বিশ্বে পুরুষ তামাকসেবী কমছে. Dhaka: bd-pratidin.com.
- Bhatta, D. C. (2011-2018). Defending Comprehensive Tobacco Control Policy Implementation in Nepal From Tobacco Industry Interference (2011–2018). Thailand: GGTC.
- Bhorer Kagoj. (2011). সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী, অনেক মন্ত্রী ও এমপি তামাক ব্যবসার সাথে জড়িত, ২৯ মে ২০১১. Dhaka.
- Bhorer Kagoj. (25 Feb, 2013). কৃষি বিভাগের সঙ্গে দারুণ সখ্য তামাক কোম্পানীর! Dhaka: Bhorer Kagoj.
- Bhorer kagoj. (25 February 2015). তামাক পণ্যের প্যাকেটে ছবিযুক্ত বার্তা প্রকাশের সময় বাড়লো. Dhaka: Bhorer kagoj.
- Bhorer Kagoj. (29 May 2011). সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী, অনেক মন্ত্রী ও এমপি তামাক ব্যবসার সাথে জড়িত. Dhaka.
- Bhorer Kagoj. (29 May 2011). সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী-অনেক মন্ত্রী ও এমপি তামাক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত. Dhaka: Bhorer Kagoj.
- Bhorer Kagoj. (3 January 2012). লোভনীয় প্রস্তাবে ঝিনাইদহের কৃষকরা ঝুঁকছেন তামাক চাষে, শিশু পাচ্ছে না পুষ্টি: মাটি হারাচ্ছে উর্বরতা. Dhaka: Bhorer Kagoj.
- Bonik Barta. (27 December 2016). আইন লংঘন করে ব্রান্ডিংয়ে বিপুল অর্থ ব্যায় বিএটিবিসির. Dhaka: Bonik Barta.
- Bonikbarta. (13 Nov, 2016). পরামর্শ ফির নামে ৬১৫ কোটি টাকা পাঠিয়েছে বিএটিবি. Dhaka: Bonikbarta.
- British American Tobacco Bangladesh. (2011). BAT Bangladesh wins 15 First Prizes in local 'Tree Fairs' in leaf growing areas . Dhaka: British American Tobacco Bangladesh.
- British American Tobacco Bangladesh . (2019, DEC 20). Sustainable Agriculture. Retrieved from British American Tobacco Bangladesh : British American Tobacco Bangladesh
- British American Tobacco Bangladesh. (2018, dec 25). British American Tobacco Bangladesh. Retrieved january 1, 2019, from British American Tobacco Bangladesh: http://www.batbangladesh.com
- BSTI. (2019, January 2019 1).
- http://bsti.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bsti.portal.gov.bd/page/f390c271_c2bb_4b87_afe1_3f70e8616943/New%20List%20%20of%20194%20 Mandatory %20Product%20(1).pdf. (bsti.portal.gov.bd) Retrieved January 1, January 2019, from bsti.portal.gov.bd: bsti.portal.gov.bd
- Burning Brain Society, Hemant Goswami and Rajesh Kashyap. (2004-2005). Tobacco in Movies and empact on Youth. WHO & Ministry of Health and Family Welfare. India: Burning Brain Society.
- C Mekemson1, D. G. (2004). Tobacco use in popular movies during the past decade. BMJ Journal, 1.
- Canadian Cancer Society. (2018). CIGARETTE PACKAGE HEALTH WARNINGS - INTERNATIONAL STATUS REPORT. Canadian Cancero Society.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2010-2016). Tobacco Use in Top-Grossing Movies. United States : Centers for Disease Control and Prevention.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2010-2016). Tobacco Use in Top-Grossing Movies—United States 2010-2016, Morbidity and Mortality Weekly Report. United States.
- chandrabatinews.com. (2020). মিয়ানমারে অনুমতি ছাড়া তামাক কোম্পানির সাথে বৈঠকে নিষেধাজ্ঞা. Dhaka: chandrabatinews.com.
- প্রথম আলো. (১২ ফ্রেরুয়ারী ২০১২). বিড়ি বানাতে স্কুল থ্যাগ, পারিবারিক আর্থিক সামর্থ বাড়ানো জরুরী. রাজশাহী: প্রথম আলো.
- প্রথম আলো. (১৭ মার্চ ২০১৯). চলচ্চিত্রে তামাকজাত পণ্যের প্রদর্শনে নিয়ম মানা হচ্ছে না. Dhaka: prothomalo.com.
- প্রথম আলো. (২৬ জুন ২০১০). পুরুস্কারের আশায় ধূমপান! Dhaka: প্রথম আলো.
- Crimeaction24.com. (2020). দাউদকান্দিতে প্রেরণা ফাউন্ডেশনের হ্যান্ড স্যানিটাইজার "শুদ্ধ" বিতরণ. Daudkandi: crimeaction24.com.
- CSNews. (2011). FDA Fires Back in Cigarette Warning Case. Chicago: CS News.
- Daily Amader Shomoy. (27 August 2010). বান্দারবানে তামাক চাষ বন্ধের মামলায় চার সচিব ও বিভাগীয় কমিশনারকে তলব. Dhaka: Daily Amader Shomoy.
- Daily Bonik Barta. (22 November 2011). অস্ট্রেলিয়ায় তামাক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ফিলিপ মরিস. Dhaka: Daily Bonik Barta.
- Daily Bonik Barta. (25 October 2014). অফিসে ধূমপান নিষিদ্ধ করল খোদ তামাক কোম্পানি. Dhaka: Daily Bonik Barta.
- Daily Haowa. (17 Feb 2016). Efjf ctfhZfcjf gdbgezfdNgtv gsclZfco dmvrscv dMMsMzm rzdkcvfcL ncykbbfmSVj jfwAjzm. Kustiya: Daily Haowa.
- Daily Inqilab. (18 Dec. 2011). তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে বিড়ি শিল্প রক্ষা করুন-শ্রমিক ফেডারেশন. Dhaka: The Daily Inqilab.
- Daily Inqilab. (2016). সীমান্তে চোরাচালান ১ - অবাধে আসছে ভারতীয় পণ্য. Dhaka: Daily Inqilab.
- Daily Ittefaq. (2020). বিড়ির শুল্ক কমানোর দাবিতে এনবিআরের সামনে শ্রমিকদের মানববন্ধন. Dhaka: Daily Ittefaq.
- Daily Ittefaq. (22 Dec 2009). রংপুরে বিভিন্ন পেশায় ৩৬ হাজার শিশু. Dhaka: Daily Ittefaq.
- Daily ittefaq. (9 March 2009). বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর অস্থায়ী শ্রমিকরা বঞ্চনার শিকার. Dhaka: Daily ittefaq.
- Daily Janakantha. (19 Dec 2011). বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন. Dhaka: The Daily Janakantha.
- Daily Janobani. (2020, 07 11). টাঙ্গাইলে নকল ব্যান্ডরোল ব্যবহারে কোটি টাকা সরকারি রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগ. Daily Janobani. Tangail, N/A, Bangladesh: https://dailyjanobani.com/.
- Daily Jugantar . (14 Oct, 2014). এমসিসিআই অ্যাওয়ার্ড পেল বিএটিবি. Dhaka: Dailt Jugantar.
- Daily Jugantor. (1 June 2019). তামাকের কর বৃদ্ধি চেয়ে অর্থমন্ত্রীকে ৮জন এমপির চিঠি. Daily Jugantor.
- Daily Kaler Kantho. (17 Dev 2017, December 10). বিড়ি শিল্প নিয়ে আগামী বাজেটে ষড়যন্ত্র নয়. Dhaka: Kaler Kantho.
- Daily Karatoa. (29 May 2010). তামাক চাষীদের স্বার্থরক্ষায় লালমনিরহাটে বিএনপির কর্মসূচী শুরু: রংপুরে সমাবেশ. Dhaka: Daily Karatoa.
- Daily Naya Diganta. (21 May 2012). সরকার বিড়ি শিল্পের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। Dhaka: Daily Naya Diganta.
- Daily Samakal. (21 Oct 2018). ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড পেল ১৯ প্রতিষ্ঠান . Dhaka: Daily Samakal.
- Daily Sangbad. (19 Dec 2011). তামাক শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় সরকারের সহায়তা চেয়েছে বিএটি. Dhaka: The Daily Sangbad.
- Daily Sta. (December 24, 2011). Finance Minister AMA Muhith at the exhibition. Dhaka: Daily Sta.
- Daily Star. (12:00 AM, November 04, 2016). BATTLE OF MINDS 2016, Setting the standard in talent quests. Dhaka: Daily Star.
- Daily Star. (17 Sept 2017). তামাক কোম্পানির ভ্যাট মওকুফের জন্যে ব্রিটিশ কূটনীতিকের তৎপরতা. Dhaka: Daily Star.

- Daily Star. (December 23, 2010). DU team wins Battle of Minds. Dhaka: Daily Star.
- dailycoxsbazar. (n.d.). প্রাক-বাজেট আলোচনা : বিড়ি ও সিগারেটে কর সমন্বয় চায় সিগারেট কোম্পানিগুলো. চট্টগ্রাম: dailycoxsbazar.
- Dailyinqilab. (2021). বাড়তি সুবিধায় সুদ হিসাবেই বিপুল টাকা নিচ্ছে জাপান টোব্যাকো. Dhaka: Dailyinqilab.
- Dainik Azadi. (2018). কৃষি জমিতে তামাকের আগ্রাসন. খাগড়াছড়ি: http://dainikazadi.net.
- Dainikamadershomoy. (2019). অসংক্রামক রোগের ঝুঁকিতে ৭০ শতাংশের বেশী মানুষ. Dhaka: Dainikamadershomoy.
- Dhaka Attack. (2016, March 31). ঢাকা অ্যাটাক Dhaka Attack. ঢাকা অ্যাটাক Dhaka Attack. Dhaka, Bangladesh, Bangladesh: Face Book.
- Dhaka Tribune. (Dec 7th, 2017). Buet takes the prize in Battle of Minds 2017. Dhaka: Dhaka Tribune.
- Dhaka Tribune. (December 7th, 2017). Buet takes the prize in Battle of Minds 2017. Dhaka: Dhaka Tribune.
- Ekushey-tv.com. (26 August 2019). দেশের ১৪ বার সর্বোচ্চ করদাতা কে এই কাউছ মিয়া. Dhaka: Ekushey-tv.com.
- Entertainment Times. (2016, 01 16). Retrieved March 5, 2019, from Entertainment Times: Entertainment Times
- বাংলাদেশ প্রতিদিন. (২২ জুন ২০১০). তামাকের রাজ্যে ২০ হাজার শিশুর দূর্বিষহ জীবন! রংপুর: বাংলাদেশ প্রতিদিন.
- বনিক বার্তা. (১৪ এপ্রিল ২০১৭). প্রাক-বাজেট আলোচনা : বিড়ি ও সিগারেটে কর সমন্বয় চায় সিগারেট কোম্পানিগুলো. ঢাকা: বনিক বার্তা.
- বণিক বার্তা. (১২ মে ২০১৪). বিএটিবিতে শ্রমিক অসন্তোষ. উযধশধ: বণিক বার্তা.
- Food and Agriculture Organization . (2003). the global tobacco economy: Selected case studies. United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- GATS. (2017). Global Adult Tobacco Survey 2017 data factsheet. Dhaka: National Tobacco Control Cell, Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare and World Health Organization.
- GGTC. (2017, August 24). CSR. Retrieved August 3, 2020, from Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC): ggtc
- GGTC. (2019, July 7). CSR. Retrieved from Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC): GGTC
- GGTC. (2020). Big Tobacco's Revival of Sports Advertising: Deceptive Marketing to Lure Youth to Addiction (2020). Thaniland: Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC).
- GGTC. (2020). COVID-19 AND TOBACCO INDUS TRY INTERFERENCE. Thailand: Global center for good governance in tobacco control.
- GGTC. (2020). Tobacco Industry: Manipulating the Youth into a Lifelong Addiction (2020). Thailand: GGTC.
- GGTC. (2020). Tobacco Industry: Manipulating the Youth into a Lifelong Addiction (2020). Thailand: GGTC.
- Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC). (2017, August 24). CSR. Retrieved 2020, from Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC): ggtc
- Gonokantha. (20 Dec 2011). দেশীয় তামাক শিল্পের স্বার্থরক্ষায় সহায়তা চেয়েছে বিএটি. Dhaka: Gonokantah.
- মানবজমিন. (২০১৫). ঢাকা: মানবজমিন.
- Holy Times. (14 Nov, 2018). ট্যারিফ বাড়ানোতে অসৎ পথে ব্যবসা করার হুমকি আকিজ জর্দ্দার. Dhaka: Holy Times.
- যুগান্তর. (১৫ অক্টোবর ২০০৮). ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকোর ব্যাটল অব মাইন্ডস, গ্রুমিং সেশনে অংশ নিল ১৪টি দল. ঢাকা: যুগান্তর.
- যুগান্তর. (১৬ জুলাই ২০১২). আকিজ বিড়ি কারখানায় গুলিতে দুই শ্রমিক নিহত. ঢাকা: যুগান্তর.
- যুগান্তর. (৫ জুন ২০১৩). নিষিদ্ধ শিশুশ্রম শুধুই কেতাবে, বিড়ি বাঁধার পেশায় দুরন্ত শৈশব হারিয়ে যায় মুন্নীদের. রংপুরের হারাগাছা: যুগান্তর.
- ICSB. (2017, Dec 01). 4th ICSB National Award for Corporate Governance Excellence, 2016. Retrieved Feb 14, 2019, from Institute of chartered secretaries of Bangladesh: Institute of chartered secretaries of Bangladesh
- jagonews24.com. (2019). 10 eQi a‡i mwPe kwn`yj nK. Dhaka: jagonews24.com.
- jagonews24.com. (24 Nov, 2016). সর্বোচ্চ করদাতার স্বীকৃতি পেলো ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো. Dhaka: jagonews24.com.
- jaijai Din. (15 Sept 2014). আইন মন্ত্রণালয়ে আটকে গেছে ধূমপান বিধিমালা. Dhaka: Daily Jaijai din.
- Janakantha. (15 January 2015). বিধিমালায় আটকে আছে তামাক পণ্যের মোড়কে ছবিসহ সর্তর্কবানী. Dhaka: Daily janakantha.
- Janakantha. (10 Aprile 2012). চুয়াডাঙ্গা ডিসি অফিস চত্বরে বিএটি বাংলাদেশের উদ্যোগে খাবার পানির প্যান্ট উদ্বোধন. Dhaka: Janakantha.
- Japa tv . (2020, June 6). বাজেট নিয়ে সংসদে জাপা চেয়ারম্যান জিএম কাদের এমপির গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য. বাজেট নিয়ে সংসদে জাপা চেয়ারম্যান জিএম কাদের এমপির গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য. Dhaka, N/A, Bangladesh: JAPA TV.
- joyjatra. (2020). করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রদান. Bagura: https://joyjatra.com/.
- Jugantor. (15 Oct 2008,). ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোর ব্যাটল অব মাইন্ডস গ্রুমিং সেশনে অংশ নিল ১৪টি দল. Dhaka: Jugantor.
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর. (2018, November 15). http://dae.portal.gov.bd. (কৃষি সম্প্রারণ অধিদপ্তর) Retrieved December 14, 2018, from dae.portal.gov.bd: dae.portal.gov.bd
- kalerkantho. (2020). অবৈধ সিগারেট কারখানার বিরুদ্ধে মামলা. Dhaka: kalerkantho.
- কালের কণ্ঠ. (২৬ অক্টোবর ২০১০). তামাক চাষের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর. কালের কণ্ঠ.
- Loksamaj. (2020). যশোরে প্রেরণা ফাউন্ডেশনের হ্যান্ড স্যানিটাইজার "শুদ্ধ" বিতরণ. Jossor: loksamaj.
- Manabzamin. (31 Dec 2015). জাঁকজমকভাবে হয়ে গেল 'ঢাকা অ্যাটাক' ছবির শুভ মহরত. Dhaka: Manabzamin.
- Mary Assunta. (2018). Good country practices in the implementation of WHO FCTC Article 5.3 and its guidelines. Report commissioned by the Convention Secretariat: WHO.
- Meherpurnews.com. (18 November 2019). মেহেরপুরে ঔষধী উদ্যান উদ্বোধন. Meherpur: Meherpurnews.com.
- সমকাল. (১৫ জুন ২০০৮). বেতন বৃদ্ধির দাবীতে টঙ্গীর টোব্যাকো শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ. Dhaka .
- সমকাল. (৮ মার্চ ২০০৮). তামাক বিরোধী আইনের তোয়াক্কা না করে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে কোম্পানীগুলো. ঢাকা: সমকাল.
- Ministry of Labour and Employment . (2014, 04 22). অতিরিক্ত সংখ্যা গেজেট. Retrieved February 15, 2018, from http://www.dpp.gov.bd: Ministry of Labour and Employment
- Ministry of Law. (2018, OCT 1). কৃষি বিপণন আইন. কৃষি বিপণন আইন. Dhaka, N/A, Bangladesh: Government printing press.
- সংশোধিত আইনের বিধিমালা প্রণয়ন. (২০১১). সংশোধিত আইনের বিধিমালা প্রণয়ন. Dhaka: সংশোধিত আইনের বিধিমালা প্রণয়ন.
- Muktobarta. (2020). অবৈধভাবে সিগারেট গুদামজাত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি. Dhaka: muktobarta24.com.
- দৈনিক ইনকিনাব. (২৬ এপ্রিল ২০১৭). মান্ধাতা আমলের বিনির্দেশিকায় সিগারেটের মান নির্ধারন. ঢাকা : দৈনিক ইনকিনাব.

- দৈনিক সংগ্রাম. (৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯). তামাক কারখানাগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে না, বহু শ্রমিক রোগে আক্রান্ত. নীলফামারী: দৈনিক সংগ্রাম.
- দ্যা হলি টাইমস. (২০১৮). ট্যারিফ বাড়ানোতে অসৎ পথে ব্যবসা করার হুমকি আকিজ জরদার. ঢাকা: দ্যা হলি টাইমস.
- দেশবাংলা. (১২ এপ্রিল ২০০৮). সিগারেটের অবৈধ বিজ্ঞাপনে রাজধানী সয়লাব. দেশবাংলা.
- ডেসটিনি. (১৯ এপ্রিল ২০০৮). আইন ভাঙ্গার মহড়ায় নেমেছে দেশের তামাক কোম্পানীগুলো . ডেসটিনি.
- দৈনিক খবর. (২৬ আগষ্ট ২০১০). বান্দারবানে তামাক চাষের ওপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা ঠেকাতে তামাক কোম্পানীর কোটি টাকার মিশন. Dhaka: দৈনিক খবর.
- (2011, December 19). (Bengal Foundation) Retrieved March 10, 2019, from Bengal Foundation
- (2019, January 1). (British American Tobacco Bangladesh) Retrieved January 1, 2019, from http://www.batbangladesh.com
- (2019). South East Asia Tobacco Industry Interference Index, SATCA-2019. Bangkok, Thailand: SATCA.
- Ajkaler Khobor. (11 March 2010). সরকার ঘোষিত মজুরী দাবি, কুষ্টিয়ায় তিনটি ফ্যাক্টরি ১০ দিন বন্ধ. Dhaka: Ajkaler Khobor.
- Ajker kagoj. (5 April 2005). আইন লংঘনসহ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে তামাক কোম্পানীগুলো-সর্তকবানী সংবলিত কোন প্যাকেট বাজারে পাওয়া যায়নি. Dhaka: ajker kagoj.
- amader orthoneeti. (16 December 2010). টোব্যাকো কোম্পানী সার ও নগদ টাকা দিয়ে কৃষকদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ. Dhaka: amader orthoneeti.
- Amader Orthoneeti. (2 June 2010). তামাক ক্রয়ে টোবাকো কোম্পানীর, টালবাহানায় চাষীরা বিপাকে. Dhaka: Amader Orthoneeti.
- amader orthoneeti. (3 May 2013). নারীর কর্মসংস্থানের স্বার্থে বিড়ির ওপর শুল্ক না বাড়ানোর আহবান. Dhaka: amader orthoneeti.
- amaderprotidin.com. (2019). 'হাকিমপুরী জর্দা' নিষিদ্ধ করলো আদালত! Dhaka: https://amaderprotidin.com.
- Amar Desh. (1 November 2010). ভেড়ামারায় তামাক চাষের পক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক. Dhaka: Amar Desh.
- Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health. (2014). The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. U.S.: Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.
- আমার দেশ. (১৭ এপ্রিল ২০০৮). যশোরে আলফা টোব্যাকো ফ্যাক্টরীতে শ্রমিক আন্দোলন, মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে অবস্থান. যশোহর: আমার দেশ.
- আমার সংবাদ. (২৪ মে ২০১৫). কুষ্টিয়ায় সিগারেট বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে অভিনব কায়দায় বিজ্ঞাপন. কুষ্টিয়া: আমার সংবাদ.
- ইত্তেফাক. (৬, মে ২০০৯). মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি. ইত্তেফাক. ঢাকা, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ: ইত্তেফাক.
- Bangladesh Barta. (17 Feb 2016). Efjf ctfhZfcjf gdbgezfdNgtv gsclZfco dmvrscv dMMsMzm rzdkcvfcL ncykbbfmSVj jfwAjzm. Khustiya: Bangladesh Barta.
- Bangladesh Cancer Society. (2018). Dhaka: Bangladesh Cancer Society, Amirican Cancer Society, Cancer Research - UK, Bureau of Economic Research-Department of Economics (Dhaka University).
- Bangladesh Cancer Society. (2018). তামাকজনিত ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে বাংলাদেশ. Dhaka: Bangladesh Cancer Society, Dhaka University,.
- Bangladesh Pratidin. (1 Oct 2018). ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশকে পুরস্কৃত. Dhaka: Bangladesh Pratidin.
- Bangladesh Pratidin. (2020, May 17). প্রধানমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে......হাজী মোঃ কাউস মিয়া. Bangladesh Pratidin. Dhaka, N/A, Bangladesh: Bangladesh Pratidin.
- banglanews24.com. (2013). পুরাতন ব্যান্ডরোল, হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি আকিজ বিড়ির. Dhaka: banglanews24.com.
- Banglanews24.com. (2018). দেশে মোট মৃত্যুর ৬৭ শতাংশ অসক্রামক রোগ থেকে. Dhaka: Banglanews24.com.
- Banglanews24.com. (25 June 2011). সারাদেশে ৪০ লাখ চারা বিতরণ করবে বিএটি, শুরু হলো চট্টগ্রাম থেকে. Dahaka: Banglanews24.com.
- Banik Barta. (2011). বনিক বার্তা, Dhaka: Banik Barta.
- BAT Bangladesh. (2019, 1 January 2019 1). About US. (British American Tobacco) Retrieved January 1 January, 2019, from BAT Bangladesh: http://www.batbangladesh.com/group/sites/BAT_9T5FQ2.nsf/vwPagesWebLive/DO9T5K3S?opendocument
- BATB. (2012). BAT Bangladesh organises Stakeholder Dialogue on World Water Day 2012. Dhaka: British American Tobacco Banglades.
- BATB. (2018, July 30). British American Tobacco Bangladesh. (B. A. Bangladesh, Producer, & British American Tobacco Bangladesh) Retrieved March 2019 15, 2019, from British American Tobacco Bangladesh: British American Tobacco Bangladesh
- BAU. (2017). Changing socioscapes of farming communities. Mymensing: Bangladesh Agricultural University.
- BBC. (2015). The secret bribes of big tobacco paper trail. London: British Broadcasting Corporation.
- BBC. (n.d.). The secret bribes of big tobacco. BBC Panorama. London: British Broadcasting Corporation.
- ইনকিলাব. (২ জুন ২০১৩). আলোচনা সভায় আইন প্রতিমন্ত্রী, তদবিরে সিগারেট কোম্পনীগুলো "শক্তিশালী লবিস্ট" নিয়োগ করেছে. Dhaka: ইনকিলাব.
- ইনকিলাব. (২৭ জুন ২০১০). বিড়ি শিল্প মালিক সমিতির সংবাদ সম্মেলন, ২৫ লাখ শ্রমিকের কর্ম-সংস্থান রক্ষায় বিড়ির শুল্ক প্রত্যাহার করুন. Dhaka: ইনকিলাব.
- bd-pratidin.com. (2019). বিশ্বে পুরুষ তামাকসেবী কমছে. Dhaka: bd-pratidin.com.
- Bhatta, D. C. (2011-2018). Defending Comprehensive Tobacco Control Policy Implementation in Nepal From Tobacco Industry Interference (2011–2018). Thailand: GGTC.
- Bhorer Kagoj. (2011). সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী, অনেক মন্ত্রী ও এমপি তামাক ব্যবসার সাথে জড়িত, ২৯ মে ২০১১. Dhaka.
- Bhorer Kagoj. (25 Feb, 2013). কৃষি বিভাগের সঙ্গে দারুণ সখ্য তামাক কোম্পানীর! Dhaka: Bhorer Kagoj.
- Bhorer kagoj. (25 February 2015). তামাক পণ্যের প্যাকেটে ছবিযুক্ত বার্তা প্রকাশের সময় বাড়লো. Dhaka: Bhorer kagoj.
- Bhorer Kagoj. (29 May 2011). সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী, অনেক মন্ত্রী ও এমপি তামাক ব্যবসার সাথে জড়িত. Dhaka.
- Bhorer Kagoj. (29 May 2011). সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী-অনেক মন্ত্রী ও এমপি তামাক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত. Dhaka: Bhorer Kagoj.
- Bhorer Kagoj. (3 January 2012). লোভনীয় প্রস্তাবে ঝিনাইদহের কৃষকরা ঝুঁকছেন তামাক চাষে, শিশু পাচ্ছে না পুষ্টি: মাটি হারাচ্ছে উর্বরতা. Dhaka: Bhorer Kagoj.
- Bonik Barta. (27 December 2016). আইন লংঘন করে ব্রান্ডিংয়ে বিপুল অর্থ ব্যায় বিএটিবিসির. Dhaka: Bonik Barta.
- Bonikbarta. (13 Nov, 2016). পরামর্শ ফির নামে ৬১৫ কোটি টাকা পাঠিয়েছে বিএটিবি. Dhaka: Bonikbarta.
- British American Tobacco Bangladesh. (2011). BAT Bangladesh wins 15 First Prizes in local 'Tree Fairs' in leaf growing areas . Dhaka: British American Tobacco Bangladesh.
- British American Tobacco Bangladesh . (2019, DEC 20). Sustainable Agriculture. Retrieved from British American Tobacco Bangladesh : British American Tobacco Bangladesh
- British American Tobacco Bangladesh. (2018, dec 25). British American Tobacco Bangladesh. Retrieved january 1, 2019, from British American Tobacco Bangladesh: http://www.batbangladesh.com
- BSTI. (2019, January 2019 1).

- http://bsti.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bsti.portal.gov.bd/page/f390c271_c2bb_4b87_afe1_3f70e8616943/New%20List%20%20of%20194%20Mandatory%20Product%20(1).pdf. (bsti.portal.gov.bd) Retrieved January 1, January 2019, from bsti.portal.gov.bd: bsti.portal.gov.bd
- Burning Brain Society, Hemant Goswami and Rajesh Kashyap. (2004-2005). Tobacco in Movies and empact on Youth. WHO & Ministry of Health and Family Welfare. India: Burning Brain Society.
- C Mekemson1, D. G. (2004). Tobacco use in popular movies during the past decade. BMJ Journal, 1.
- Canadian Cancer Society. (2018). CIGARETTE PACKAGE HEALTH WARNINGS - INTERNATIONAL STATUS REPORT. Canadian Cancero Society.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2010-2016). Tobacco Use in Top-Grossing Movies. United States : Centers for Disease Control and Prevention.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2010-2016). Tobacco Use in Top-Grossing Movies—United States 2010-2016, Morbidity and Mortality Weekly Report. United States.
- chandrabatinews.com. (2020). মিয়ানমারে অনুমতি ছাড়া তামাক কোম্পানির সাথে বৈঠকে নিষেধাজ্ঞা. Dhaka: chandrabatinews.com.
- প্রথম আলো. (১২ ফেব্রুয়ারী ২০১২). বিড়ি বানাতে স্কুল থ্যাগ, পারিবারিক আর্থিক সামর্থ বাড়ানো জরুরী. রাজশাহী: প্রথম আলো.
- প্রথম আলো. (১৭ মার্চ ২০১৯). চলচ্চিত্রে তামাকজাত পণ্যের প্রদর্শনে নিয়ম মানা হচ্ছে না. Dhaka: prothomalo.com.
- প্রথম আলো. (২৬ জুন ২০১০). পুরুস্কারের আশায় ধূমপান! Dhaka: প্রথম আলো.
- Crimeaction24.com. (2020). দাউদকান্দিতে প্রেরণা ফাউন্ডেশনের হ্যান্ড স্যানিটাইজার "শুদ্ধ" বিতরণ. Daudkandi: crimeaction24.com.
- CSNews. (2011). FDA Fires Back in Cigarette Warning Case. Chicago: CS News.
- Daily Amader Shomoy. (27 August 2010). বান্দারবানে তামাক চাষ বন্ধের মামলায় চার সচিব ও বিভাগীয় কমিশনারকে তলব. Dhaka: Daily Amader Shomoy.
- Daily Bonik Barta. (22 November 2011). অস্ট্রেলিয়ায় তামাক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ফিলিপ মরিস. Dhaka: Daily Bonik Barta.
- Daily Bonik Barta. (25 October 2014). অফিসে ধূমপান নিষিদ্ধ করল খোদ তামাক কোম্পানি. Dhaka: Daily Bonik Barta.
- Daily Haowa. (17 Feb 2016). Efjf ctfhZfcjf gdbgezfdNgtv gsclZfco dmvrscv dMMsMzm rzdkcvfcL ncykbbfmSVj jfwAjzm. Kustiya: Daily Haowa.
- Daily Inqilab. (18 Dec. 2011). তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে বিড়ি শিল্প রক্ষা করুন-শ্রমিক ফেডারেশন. Dhaka: The Daily Inqilab.
- Daily Inqilab. (2016). সীমান্তে চোরাচালান ১ - অবাধে আসছে ভারতীয় পণ্য. Dhaka: Daily Inqilab.
- Daily Ittefaq. (2020). বিড়ির শুল্ক কমানোর দাবিতে এনবিআরের সামনে শ্রমিকদের মানববন্ধন. Dhaka: Daily Ittefaq.
- Daily Ittefaq. (22 Dec 2009). রংপুরে বিভিন্ন পেশায় ৩৬ হাজার শিশু. Dhaka: Daily Ittefaq.
- Daily ittefaq. (9 March 2009). বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর অস্থায়ী শ্রমিকরা বঞ্চনার শিকার. Dhaka: Daily ittefaq.
- Daily Janakantha. (19 Dec 2011). বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন. Dhaka: The Daily Janakantha.
- Daily Janobani. (2020, 07 11). টাঙ্গাইলে নকল ব্যান্ডরোল ব্যবহারে কোটি টাকা সরকারি রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগ. Daily Janobani. Tangail, N/A, Bangladesh: https://dailyjanobani.com/.
- Daily Jugantar . (14 Oct, 2014). এমসিসিআই অ্যাওয়ার্ড পেল বিএটিবি. Dhaka: Dailt Jugantar.
- Daily Jugantor. (1 June 2019). তামাকের কর বৃদ্ধি চেয়ে অর্থমন্ত্রীকে ৮জন এমপির চিঠি. Daily Jugantor.
- Daily Kaler Kantho. (17 Dev 2017, December 10). বিড়ি শিল্প নিয়ে আগামী বাজেটে ষড়যন্ত্র নয়. Dhaka: Kaler Kantho.
- Daily Karatoa. (29 May 2010). তামাক চাষীদের স্বার্থরক্ষায় লালমনিরহাটে বিএনপির কর্মসূচী শুরু: রংপুরে সমাবেশ. Dhaka: Daily Karatoa.
- Daily Naya Diganta. (21 May 2012). সরকার বিড়ি শিল্পের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে।. Dhaka: Daily Naya Diganta.
- Daily Samakal. (21 Oct 2018). ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড পেল ১৯ প্রতিষ্ঠান. Dhaka: Daily Samakal.
- Daily Sangbad. (19 Dec 2011). তামাক শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় সরকারের সহায়তা চেয়েছে বিএটি. Dhaka: The Daily Sangbad.
- Daily Sta. (December 24, 2011). Finance Minister AMA Muhith at the exhibition. Dhaka: Daily Sta.
- Daily Star. (12:00 AM, November 04, 2016). BATTLE OF MINDS 2016, Setting the standard in talent quests. Dhaka: Daily Star.
- Daily Star. (17 Sept 2017). তামাক কোম্পানির ভ্যাট মওকুফের জন্যে ব্রিটিশ কূটনীতিকের তৎপরতা. Dhaka: Daily Star.
- Daily Star. (December 23, 2010). DU team wins Battle of Minds. Dhaka: Daily Star.
- dailycoxsbazar. (n.d.). প্রাক-বাজেট আলোচনা : বিড়ি ও সিগারেটে কর সমন্বয় চায় সিগারেট কোম্পানিগুলো. চট্টগ্রাম: dailycoxsbazar.
- Dailyinqilab. (2021). বাড়তি সুবিধায় সুদ হিসাবেই বিপুল টাকা নিচ্ছে জাপান টোব্যাকো. Dhaka: Dailyinqilab.
- Dainik Azadi. (2018). কৃষি জমিতে তামাকের আগ্রাসন. খাগড়াছড়ি: http://dainikazadi.net.
- Dainikamadershomoy. (2019). অসংক্রামক রোগের ঝুঁকিতে ৭০ শতাংশের বেশী মানুষ. Dhaka: Dainikamadershomoy.
- Dhaka Attack. (2016, March 31). ঢাকা অ্যাটাক Dhaka Attack. ঢাকা অ্যাটাক Dhaka Attack. Dhaka, Bangladesh, Bangladesh: Face Book.
- Dhaka Tribune. (Dec 7th, 2017). Buet takes the prize in Battle of Minds 2017. Dhaka: Dhaka Tribune.
- Dhaka Tribune. (December 7th, 2017). Buet takes the prize in Battle of Minds 2017. Dhaka: Dhaka Tribune.
- Ekushey-tv.com. (26 August 2019). দেশের ১৪ বার সর্বোচ্চ করদাতা কে এই কাউছ মিয়া. Dhaka: Ekushey-tv.com.
- Entertainment Times. (2016, 01 16). Retrieved March 5, 2019, from Entertainment Times: Entertainment Times
- বাংলাদেশ প্রতিদিন. (২২ জুন ২০১০). তামাকের রাজ্যে ২০ হাজার শিশুর দূর্বিষহ জীবন! রংপুর: বাংলাদেশ প্রতিদিন.
- বনিক বার্তা. (১৪ এপ্রিল ২০১৭). প্রাক-বাজেট আলোচনা : বিড়ি ও সিগারেটে কর সমন্বয় চায় সিগারেট কোম্পানিগুলো. ঢাকা: বনিক বার্তা.
- বণিক বার্তা. (১২ মে ২০১৪). বিএটিবিতে শ্রমিক অসন্তোষ. Dhaka: বণিক বার্তা.
- Food and Agriculture Organization. (2003). the global tobacco economy: Selected case studies. United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- GATS. (2017). Global Adult Tobacco Survey 2017 data factsheet. Dhaka: National Tobacco Control Cell, Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare and World Health Organization.
- GGTC. (2017, August 24). CSR. Retrieved August 3, 2020, from Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC): ggtc
- GGTC. (2019, July 7). CSR. Retrieved from Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC): GGTC
- GGTC. (2020). Big Tobacco's Revival of Sports Advertising: Deceptive Marketing to Lure Youth to Addiction (2020). Thaniland: Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC).
- GGTC. (2020). COVID-19 AND TOBACCO INDUS TRY INTERFERENCE. Thailand: Global center for good governance in tobacco control.
- GGTC. (2020). Tobacco Industry: Manipulating the Youth into a Lifelong Addiction (2020). Thailand: GGTC.

- GGTC. (2020). Tobacco Industry: Manipulating the Youth into a Lifelong Addiction (2020). Thailand: GGTC.
- Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC). (2017, August 24). CSR. Retrieved 2020, from Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC): ggtc
- Gonokantha. (20 Dec 2011). দেশীয় তামাক শিল্পের স্বার্থরক্ষায় সহায়তা চেয়েছে বিএটি. Dhaka: Gonokantah.
- মানবজমিন. (২০১৫). ঢাকা: মানবজমিন.
- Holy Times. (14 Nov, 2018). ট্যারিফ বাড়ানোতে অসৎ পথে ব্যবসা করার হুমকি আকিজ জর্দ্দার. Dhaka: Holy Times.
- hyMvšÍi. (15 A‡±vei 2008). ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকোর ব্যাটল অব মাইন্ডস, গ্রুমিং সেশনে অংশ নিল ১৪টি দল. ঢাকা: যুগান্তর.
- যুগান্তর. (১৬ জুলাই ২০১২). আকিজ বিড়ি কারখানায় গুলিতে দুই শ্রমিক নিহত. ঢাকা: যুগান্তর.
- যুগান্তর. (৫ জুন ২০১৩). নিষিদ্ধ শিশুশ্রম শুধুই কেতাবে, বিড়ি বাঁধার পেশায় দুরন্ত শৈশব হারিয়ে যায় মুন্নীদের. রংপুরের হারাগাছা: যুগান্তর.
- ICSB. (2017, Dec 01). 4th ICSB National Award for Corporate Governance Excellence, 2016. Retrieved Feb 14, 2019, from Institute of chartered secretaries of Bangladesh: Institute of chartered secretaries of Bangladesh
- jagonews24.com. (2019). ১০ বছর ধরে সচিব শহিদুল হক. Dhaka: jagonews24.com.
- jagonews24.com. (24 Nov, 2016). সর্বোচ্চ করদাতার স্বীকৃতি পেলো ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো. Dhaka: jagonews24.com.
- jaijai Din. (15 Sept 2014). আইন মন্ত্রণালয়ে আটকে গেছে ধূমপান বিধিমালা. Dhaka: Daily Jaijai din.
- Janakantha. (15 January 2015). বিধিমালায় আটকে আছে তামাক পণ্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবানী. Dhaka: Daily janakantha.
- Janakantha. (10 Aprile 2012). চুয়াডাঙ্গা ডিসি অফিস চত্বরে বিএটি বাংলাদেশের উদ্যোগে খাবার পানির প্যান্ট উদ্বোধন. Dhaka: Janakantha.
- Japa tv . (2020, June 6). বাজেট নিয়ে সংসদে জাপা চেয়ারম্যান জিএম কাদের এমপির গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য. Dhaka, N/A, Bangladesh: JAPA TV.
- joyjatra. (2020). করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রদান. Bagura: https://joyjatra.com/.
- Jugantor. (15 Oct 2008,). ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোর ব্যাটল অব মাইন্ডস গ্রুমিং সেশনে অংশ নিল ১৪টি দল. Dhaka: Jugantor.
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর. (2018, November 15). http://dae.portal.gov.bd. (কৃষি সম্প্রারণ অধিদপ্তর) Retrieved December 14, 2018, from dae.portal.gov.bd: dae.portal.gov.bd
- kalerkantho. (2020). অবৈধ সিগারেট কারখানার বিরুদ্ধে মামলা. Dhaka: kalerkantho.
- কালের কণ্ঠ. (২৬ অক্টোবর ২০১০). তামাক চাষের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর. কালের কণ্ঠ.
- Loksamaj. (2020). যশোরে প্রেরণা ফাউন্ডেশনের হ্যান্ড স্যানিটাইজার "শুদ্ধ" বিতরণ. Jossor: loksamaj.
- Manabzamin. (31 Dec 2015). জাঁকজমকভাবে হয়ে গেল 'ঢাকা অ্যাটাক' ছবির শুভ মহরত. Dhaka: Manabzamin.
- Mary Assunta. (2018). Good country practices in the implementation of WHO FCTC Article 5.3 and its guidelines. Report commissioned by the Convention Secretariat: WHO.
- Meherpurnews.com. (18 November 2019). মেহেরপুরে ঔষধী উদ্যান উদ্বোধন. Meherpur: Meherpurnews.com.
- সমকাল. (১৫ জুন ২০০৮). বেতন বৃদ্ধির দাবীতে টঙ্গীর টোব্যাকো শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ. Dhaka.
- সমকাল. (৮ মার্চ ২০০৮). তামাক বিরোধী আইনের তোয়াক্কা না করে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে কোম্পানীগুলো. ঢাকা: সমকাল.
- Ministry of Labour and Employment . (2014, 04 22). অতিরিক্ত সংখ্যা গেজেট. Retrieved February 15, 2018, from http://www.dpp.gov.bd: Ministry of Labour and Employment
- Ministry of Law. (2018, OCT 1). কৃষি বিপণন আইন. কৃষি বিপণন আইন. Dhaka, N/A, Bangladesh: Government printing press.
- সংশোধিত আইনের বিধিমালা প্রণয়ন. (২০১১). সংশোধিত আইনের বিধিমালা প্রণয়ন. Dhaka: সংশোধিত আইনের বিধিমালা প্রণয়ন.
- Muktobarta. (2020). অবৈধভাবে সিগারেট গুদামজাত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি. Dhaka: muktobarta24.com.
- Naya Diganta. (2015). বিএটিবির 'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৫' বন্ধের দাবি প্রজ্ঞার. Dhaka: Naya Diganta.
- NewAge. (29 Dec 2011). The Grand Finale of battle of mind 2011. Dhaka: NewAge.
- Newszonebd.com. (2020). কুষ্টিয়ায় নকল আকিজ বিড়ি জব্দ. Kustiya:
- https://www.newszonebd.com/news/7047/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A6%B2-%E0%A6%86%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%.
- NTVbd.com. (09 May 2018). বিএটির বিরুদ্ধে ১৮৬৩ কোটি টাকা কর ফাঁকির অভিযোগ। Dhaka: Ntvbd.com.
- Polansky JR, Driscoll D, Garcia C, Glantz SA. (2019). Smoking in Top-Grossing U.S. Movies, 2018external icon. San Francisco: University of California, San Francisco, Center for Tobacco Control Research and Education.
- Polansky JR, Driscoll D, Garcia C, Glantz SA. (2019). Smoking in Top-Grossing U.S. Movies, 2018external icon . San Francisco: University of California, San Francisco, Center for Tobacco Control Research and Education.
- Priyo.com. (2 Aug, 2016). শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে দুই কোম্পানির ১০ কোটি টাকা. Dhaka: Priyo.com.
- Progga. (2011). Bidi Industries in Bangladesh - Myth and Reality. Dhaka: Progatir Jonno Gyan - Progga.
- Progga. (2018). Bangladesh 2018, Tobacco Industry Interference index , Report on Implementation of FCTC Article 5.3. Dhaka: Progga.
- Prothom Alo. (1 January 2017). সর্বনাশা তামাক চাষ. Chittagong: Prothom Alo.
- Prothom Alo. (2012). তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন আটকে দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়. Dhaka: Prothom Alo.
- Prothom Alo. (29 May 2012). বিড়ি-সিগারেটের কর বির্তক-কৌশল ছাড়া কিছু নয়. Dhaka: prothom alo.
- Prothom Alo. (7 February 2010). সংরক্ষিত বনে তামাক চাষ, পরিবেশ বিনষ্টকারী এই প্রবণতা রুখতে হবে. Uhaka: Prothom Alo.
- Prothom-Alo. (19 January 2010). সংরক্ষিত বনে তামাক চাষ হুমকিতে বন্য প্রাণীর আবাস. Cox Bazar: Prothom-Alo.
- Prothomalo. (7 Sep 2014). 'বাংলা ভাই কে ছিল?' ফখরুলকে হানিফের প্রশ্ন. Dhaka: Prothomalo.
- Public Health Advocacy Institute. (2016). FDA Graphic Warnings. Boston: Public Health Advocacy Institute, Northeastern University School of Law.
- জনকণ্ঠ. (৯ জুন ২০১৩). বিড়ি কারখানায় মৃত্যু ঝুকিতে সাড়ে ১২ হাজার শিশু শ্রমিক. হারাগাছা.
- Risingbd.com. (2018). তামাকে রপ্তানি শুল্ক বহাল রাখার আহ্বান জানালেন সাবের চৌধুরী. Dhaka: Risingbd.com.
- Sangbad. (2018). ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকোর বিরুদ্ধে ব্যান্ডরোল জালিয়াতির অভিযোগ. Dhaka: Sangbad.
- Sangbad. (7 January 2016). তামাক পণ্যের প্যাকেটে ছবিসহ স্বাস্থ্য সর্তকবার্তা, নানা অযুহাতে বিলম্বিত করতে চাইছে তামাক কোম্পানীগুলো. Dhaka: Sangbad.

- Sangram. (2017). অবশেষে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ নীতির খসড়া অনুমোদন ॥ অর্থ খরচ হবে ১৪ খাতে. Dhaka: Daily Sangram.
- Sargent JD, Tanski S, Stoolmiller M. (2012). Influence of Motion Picture Rating on Adolescent Response to Movie Smokingexternal icon. Pediatrics .
- Sargent JD, Tanski S, Stoolmiller M. (2012). Influence of Motion Picture Rating on Adolescent Response to Movie Smokingexternal icon. Pediatrics: Sargent JD, Tanski S, Stoolmiller M.
- Sargent JD, Tanski S, Stoolmiller M. (2012). Influence of Motion Picture Rating on Adolescent Response to Movie Smokingexternal icon. . Pediatrics.
- SEATCA. (2019). South East Asia Tobacco Industry Interference Index. Bangkok: South East Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA). SEATCA. (2019). South East Asia Tobacco Industry Interference Index. Thailand: SEATCA.
- Shaheen, M. R. (31 Oct 2018, October 31). ৩০/১০/২০১৮ তারিখে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার আলারদর্গায় বৃটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ আয়োজিত Empty CPA container safe disposal programme এ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনার পরিচালক মহোদয়. Face Book. Dhaka, N/A, Bangladesh.
- shaptahik.com. (2009). বিশ্ব পানি দিবসে পানির প্যান্ট 'প্রবাহ' উদ্বোধন. Dhaka: shaptahik.com.
- Sharebazar protidin. (24 Octo 2019). অর্থমন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষিত, তামাকে ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক কমালো এনবিআর. Dhaka: Daily Sharebazar Protidin.
- sharebiz.net. (2017). ১৯২৪ কোটি টাকার রাজস্ব এড়াতে এডিআর চায় বিএটি. Dhaka: sharebiz.net.
- sharebusiness24.com. (3 Dec 2017). শেয়ারের বাজারের শ্রেষ্ঠ ২২ কোম্পানি. Dhaka: sharebusiness24.com.
- Sinha, S. (28 June 2019). তামাকের বাজেট নাকি বাজেটে তামাক খাত. Dhaka: Daily Bonik Barta.
- Somoy TV. (2020). সিগারেট কম খেলে রাজস্ব কোথায় পাবে. Dhaka: The Dreambuzz.
- Songbad. (15 September 2017). তামাক পণ্যের প্যাকেটে সচিত্র স্বাস্থ্য সর্তকবার্তা এক বছর সময় চেয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে এনবিআর এর চিঠি. Dhaka: Songbad.
- Songbad. (2 August 2009). হারাগাছে মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে বিড়ি শ্রমিকদের বিক্ষোভ সংঘর্ষে আহত ৩০. Dhaka: Songbad.
- Sylheter Dak. (27 October 2018). সম্পাদকীয়, সিগারেটের 'কৌশলী প্রচারণা'. Sylhe: Sylheter Dak.
- tangail24.com. (2020). টাঙ্গাইলে প্রেরণা ফাউন্ডেশনের হ্যান্ড স্যানিটাইজার "শুদ্ধ" বিতরণ. Tangail: Tangail24.com.
- Tax News bd.com. (2017). ১৯২৪ কোটি টাকা কর ফাঁকি দিয়েছে ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ. Dhaka: Tax News bd.com.
- the daily janakantha. (15 January 2015). বাংলাদেশে বিধিমালার বিষয়ে তামাক কোম্পানীগুলোর সাথে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বৈঠকের খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বিধিমালায় আটকে আছে তামাক পণ্যের মোড়কে ছবিসহ সর্তর্কবানী. Dhaka: the daily janakantha.
- the daily janakantha. (15 Jaunuary 2015). বাংলাদেশে বিধিমালার বিষয়ে তামাক কোম্পানীগুলোর সাথে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বৈঠকের খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বিধিমালায় আটকে আছে তামাক পণ্যের মোড়কে ছবিসহ সর্তর্কবানী. Dhaka: the daily janakantha.
- The Union. (19 Feb 2016). Prime Minister of Bangladesh highlights progress in tobacco control at South Asian summit on Sustainable Development Goals. Dhaka: The Union.
- The Union. (2013). The Union Toolkit for WHO FCTC Article 5.3: Guidance for Governments on Preventing Tobacco Industry Interference. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union).
- Thikana tv. (2020). কমেডি ফোনকলে বিড়ি শ্রমিক যে কারণে কাঁদলেন... Dhaka: Thikana tv.press.
- Tobacco Atlas. (2018). Tobacco Atlas,. New York: American Cancer Society and Vital Strategies.
- Truth Tobacco Industry Documents . (2018, July 2019 05). Truth Tobacco Industry Documents . (h. b. Library., Producer) Retrieved July 2019 05, 2018, from Truth Tobacco Industry Documents : Truth Tobacco Industry Documents (formerly known as Legacy Tobacco Documents Library)
- Truth Tobacco Industry Documents. (2005 June 01-Date Added UCSF). Regulation of the tobacco industry in Bangladesh. Dhaka: Truth Tobacco Industry Documents.
- Truth Tobacco Industry Documents. (Date Added UCSF :2005 June 01). Regulation of the Tobacco Industry in Bangladesh. Dhaka: Truth Tobacco Industry Documents.
- U.S. Department of Health and Human Services. (2012). Preventing Tobacco Use Among Youth and Young Adults: A Report of the Surgeon General. Atlanta, U.S: Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.
- U.S. Department of Health and Human Services. (2014). The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta: U.S: Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.
- U.S. Department of Health and Human Services. (2014). The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General,. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health,.
- U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health. (2012). Preventing Tobacco Use Among Youth and Young Adults: A Report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.
- UBINIG. (2012). তামাকের শৃংখল থেকে মুক্তি, উবেনীগ. Dhaka: UBINIB.
- UN. (2015). Sustainable Development Goals. United Nations General Assembly. New York: United Nations.
- Vorer Daak. (8 March 2009). পুরুস্কারের মোহে ফেলে ধূমপায়ী করার চেষ্টা. Dhaka: Vorer Daak.
- WBB TRUST. (2009). তামাক চাষ ও দরিদ্রতায় বিকল্প ফসলের সম্ভাবনা. Dhaka: WBB Trust.
- WBB Trust. (2011). বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বণ্ধে প্রতিবন্ধকত্ ও করনীয়. Dhaka: Work for a Better Bangladesh (WBB) Trust.
- WBB Trust. (2015). FCTC Article 5.3. Dhaka: WBB Trust.
- WBB Trust. (2015). Recommendation of FCTC Article 5.3. In A. I. Saifuddin Ahmed, FCTC Article 5.3 (p. 07). Dhaka: WBB Trust.
- WBB Trust. (2016). FCTC Article 5.3. Dhaka: Work for a Better Bangladesh (WBB) Trust.
- WBB Trust and TCRC. (2016). Assess Compliance to Existing Tobacco Control Law across 10 Sub District in Bangladesh. Tobacco Control and Research Cell. Dhaka: Tobacco Control and Research Cell of the Dhaka International University and Work for a Better Bangladesh.
- বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম. (১ জুন ২০১৩). সিগারেট কোম্পানির লবিস্টরা সক্রিয়. Dhaka: bdnews24.com.
- WHO. (2007). Impact of tobacco-related illness in Bangladesh. Bangladesh: WHO Regional Office for South-East Asia.
- WHO FCTC. (2018). 2018 Global Progress Report on Implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control. Geneva: WHO.
- WHO, MoHFW. (2017). Global Adult Tobacco Survey. Dhaka: WHO, MoHFW.
- সিলেটের ডাক. (২০১৮). সিগারেটের কৌশলী প্রচারণা. সিলেট: সিলেটের ডাক.

- World Health Organization (WHO). (2003, May 31). Tobacco Free Initiative (TFI) , World No Tobacco Day 2003. Retrieved February 7, 2018, from World Health Organization (WHO): World Health Organization (WHO)
- World Health Organization. (2009). Smoke-Free Movies: From Evidence to Actionpdf icon[PDF–754 KB]external icon. Geneva: Geneva, Switzerland, World Health Organization;.
- World Health Organization. (2009). Smoke-Free Movies: From Evidence to Actionpdf icon[PDF–754 KB]external icon. Geneva,: Geneva, Switzerland, World Health Organization.
- দৈনিক বাংলাদেশ সংবাদ. (27 May 2019). কুষ্টিয়া ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো ইন্ডা: ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত, রেজা আহাম্মেদ জয়:. Kustiya.
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২. (2006, 10 11). Laws of Bangladesh. Retrieved from Laws of Bangladesh: Laws of Bangladesh
- মেহেরপুর নিউজ ২৪ ডট কম. (১৪ জুলাই ২০১৯). মেহেরপুরে বিএটিবি'র ইফতার মাহফিল. মেহেরপুর: মেহেরপুর নিউজ ২৪ ডট কম.
- মেহেরপুর নিউজ ২৪ ডট কম. (২৩ মার্চ). গাংনী ভোমরদহ গ্রামে বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রকল্প প্রবাহ পান্টের উদ্বোধন . মেহেরপুর: মেহেরপুর নিউজ ২৪ ডট কম.
- FCTC Article 5.3 Toolkit, Guidance for Governments on Preventing Tobacco Industry Interference.
- https://www.theunion.org/what-we-do/publications/english/pubtc_factsheets-set.pdf
- দৈনিক ইনকিনাব. (২৬ এপ্রিল ২০১৭). মান্ধাতা আমলের বিনির্দেশিকায় সিগারেটের মান নির্ধারন. ঢাকা : দৈনিক ইনকিনাব.
- দৈনিক সংগ্রাম. (৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯). তামাক কারখানাগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে না, বহু শ্রমিক রোগে আক্রান্ত. নীলফামারী: দৈনিক সংগ্রাম.
- দ্যা হলি টাইমস. (২০১৮). ট্যারিফ বাড়ানোতে অসৎ পথে ব্যবসা করার হুমকি আকিজ জরদার. ঢাকা: দ্যা হলি টাইমস.
- দেশবাংলা. (১২ এপ্রিল ২০০৮). সিগারেটের অবৈধ বিজ্ঞাপনে রাজধানী সয়লাব. দেশবাংলা.
- ডেসটিনি. (১৯ এপ্রিল ২০০৮). আইন ভাঙ্গার মহড়ায় নেমেছে দেশের তামাক কোম্পানীগুলো. ডেসটিনি.
- দৈনিক খবর. (২৬ আগষ্ট ২০১০). বান্দারবানে তামাক চাষের ওপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা ঠেকাতে তামাক কোম্পানীর কোটি টাকার মিশন. Dhaka: দৈনিক খবর.
- (2011, December 19). (Bengal Foundation) Retrieved March 10, 2019, from Bengal Foundation
- (2019, January 1). (British American Tobacco Bangladesh) Retrieved January 1, 2019, from http://www.batbangladesh.com
- Ajkaler Khobor. (11 March 2010). সরকার ঘোষিত মজুরী দাবি, কুষ্টিয়ায় তিনটি ফ্যাক্টরি ১০ দিন বন্ধ. Dhaka: Ajkaler Khobor.
- Ajker kagoj. (5 April 2005). আইন লংঘনসহ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে তামাক কোম্পানীগুলো-সর্তকবানী সংবলিত কোন প্যাকেট বাজারে পাওয়া যায়নি. Dhaka: ajker kagoj.
- amader orthoneeti. (16 December 2010). টোব্যাকো কোম্পানী সার ও নগদ টাকা দিয়ে কৃষকদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ. Dhaka: amader orthoneeti.
- Amader Orthoneeti. (2 June 2010). তামাক ক্রয়ে টোবাকো কোম্পানীর, টালবাহানায় চাষীরা বিপাকে. Dhaka: Amader Orthoneeti.
- amader orthoneeti. (3 May 2013). নারীর কর্মসংস্থানের স্বার্থে বিড়ির ওপর শুল্ক না বাড়ানোর আহবান. Dhaka: amader orthoneeti.
- amaderprotidin.com. (2019). 'হাকিমপুরী জর্দা' নিষিদ্ধ করলো আদালত! Dhaka: https://amaderprotidin.com.
- Amar Desh. (1 November 2010). ভেড়ামারায় তামাক চাষের পক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক. Dhaka: Amar Desh.
- Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health. (2014). The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General.
- U.S.: Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.
- আমার দেশ. (১৭ এপ্রিল ২০০৮). যশোরে আলফা টোব্যাকো ফ্যাক্টরীতে শ্রমিক আন্দোলন, মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে অবস্থান. যশোহর: আমার দেশ.
- আমার সংবাদ. (২৪ মে ২০১৫). কুষ্টিয়ায় সিগারেট বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে অভিনব কায়দায় বিজ্ঞাপন . কুষ্টিয়া: আমার সংবাদ.
- ইত্তেফাক. (৬, মে ২০০৯). মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি. ইত্তেফাক. ঢাকা, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ: ইত্তেফাক.
- Bangladesh Barta. (17 Feb 2016). Efjf ctfhZfcjf gdbgezfdNgtv gsclZfco dmvrscv dMMsMzm rzdkcvfcL ncykbbfmSVj jfwAjzm. Khustiya: Bangladesh Barta.
- Bangladesh Cancer Society. (2018). Dhaka: Bangladesh Cancer Society, Amirican Cancer Society, Cancer Research - UK, Bureau of Economic Research-Department of Economics (Dhaka University).
- Bangladesh Pratidin. (1 Oct 2018). ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশকে পুরস্কৃত. Dhaka: Bangladesh Pratidin.
- banglanews24.com. (2013). পুরাতন ব্যান্ডরোল, হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি আকিজ বিড়ির. Dhaka: banglanews24.com.
- Banglanews24.com. (25 June 2011). সারাদেশে ৪০ লাখ চারা বিতরণ করবে বিএটি, শুরু হলো চট্টগ্রাম থেকে. Dahaka: Banglanews24.com.
- Banik Barta. (2011). বনিক বার্তা, Dhaka: Banik Barta.
- BAT Bangladesh. (2019, 1 January 2019 1). About US. (British American Tobacco) Retrieved January 1 January, 2019, from BAT Bangladesh: http://www.batbangladesh.com/group/sites/BAT_9T5FQ2.nsf/vwPagesWebLive/DO9T5K3S?opendocument
- BATB. (2012). BAT Bangladesh organises Stakeholder Dialogue on World Water Day 2012. Dhaka: British American Tobacco Banglades.
- BATB. (2018, July 30). British American Tobacco Bangladesh. (B. A. Bangladesh, Producer, & British American Tobacco Bangladesh) Retrieved March 2019 15, 2019, from British American Tobacco Bangladesh: British American Tobacco Bangladesh
- BAU. (2017). Changing socioscapes of farming communities. Mymensing: Bangladesh Agricultural University.
- BBC. (2015). The secret bribes of big tobacco paper trail. London: British Broadcasting Corporation.
- BBC. (n.d.). The secret bribes of big tobacco. BBC Panorama. London: British Broadcasting Corporation.
- ইনকিলাব. (২ জুন ২০১৩). আলোচনা সভায় আইন প্রতিমন্ত্রী, তদবিরে সিগারেট কোম্পনীগুলো "শক্তিশালী লবিস্ট" নিয়োগ করেছে. Dhaka: ইনকিলাব.
- ইনকিলাব. (২৭ জুন ২০১০). বিড়ি শিল্প মালিক সমিতির সংবাদ সম্মেলন, ২৫ লাখ শ্রমিকের কর্ম-সংস্থান রক্ষায় বিড়ির শুল্ক প্রত্যাহার করুন. উযধশধ: ইনকিলাব.
- Bhorer Kagoj. (25 Feb, 2013). কৃষি বিভাগের সঙ্গে দারুণ সখ্য তামাক কোম্পানীর! Dhaka: Bhorer Kagoj.
- Bhorer kagoj. (25 February 2015). তামাক পণ্যের প্যাকেটে ছবিযুক্ত বার্তা প্রকাশের সময় বাড়লো. Dhaka: Bhorer kagoj.
- Bhorer Kagoj. (২৯ মে ২০১১). সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী, অনেক মন্ত্রী ও এমপি তামাক ব্যবসার সাথে জড়িত. Dhaka.
- Bhorer Kagoj. (29 May 2011). সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী-অনেক মন্ত্রী ও এমপি তামাক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত. Dhaka: Bhorer Kagoj.
- Bhorer Kagoj. (3 January 2012). লোভনীয় প্রস্তাবে ঝিনাইদহের কৃষকরা ঝুঁকছেন তামাক চাষে, শিশু পাচ্ছে না পুষ্টি: মাটি হারাচ্ছে উর্বরতা. Dhaka: Bhorer Kagoj.
- Bonik Barta. (27 December 2016). আইন লংঘন করে ব্রান্ডিংয়ে বিপুল অর্থ ব্যায় বিএটিবিসির. Dhaka: Bonik Barta.
- Bonikbarta. (13 Nov, 2016). পরামর্শ ফির নামে ৬১৫ কোটি টাকা পাঠিয়েছে বিএটিবি. Dhaka: Bonikbarta.
- British American Tobacco Bangladesh. (2011). BAT Bangladesh wins 15 First Prizes in local 'Tree Fairs' in leaf growing areas . Dhaka: British American Tobacco Bangladesh.

- British American Tobacco Bangladesh . (2019, DEC 20). Sustainable Agriculture. Retrieved from British American Tobacco Bangladesh : British American Tobacco Bangladesh
- British American Tobacco Bangladesh. (2018, dec 25). British American Tobacco Bangladesh. Retrieved january 1, 2019, from British American Tobacco Bangladesh: http://www.batbangladesh.com
- BSTI. (2019, January 2019 1).
- http://bsti.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bsti.portal.gov.bd/page/f390c271_c2bb_4b87_afe1_3f70e8616943/New%20List%20%20of%20194%20Mandatory%20Product%20(1).pdf. (bsti.portal.gov.bd) Retrieved January 1, January 2019, from bsti.portal.gov.bd: bsti.portal.gov.bd
- Burning Brain Society, Hemant Goswami and Rajesh Kashyap. (2004-2005). Tobacco in Movies and empact on Youth. WHO & Ministry of Health and Family Welfare. India: Burning Brain Society.
- C Mekemson1, D. G. (2004). Tobacco use in popular movies during the past decade. BMJ Journal, 1.
- Canadian Cancer Society. (2018). CIGARETTE PACKAGE HEALTH WARNINGS - INTERNATIONAL STATUS REPORT. Canadian Cancero Society.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2010-2016). Tobacco Use in Top-Grossing Movies. United States : Centers for Disease Control and Prevention.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2010-2016). Tobacco Use in Top-Grossing Movies—United States 2010-2016, Morbidity and Mortality Weekly Report. United States.
- প্রথম আলো. (১২ ফ্রেরুয়ারী ২০১২). বিড়ি বানাতে স্কুল থ্যাগ, পারিবারিক আর্থিক সামর্থ বাড়ানো জরুরী. রাজশাহী: প্রথম আলো.
- প্রথম আলো. (১৭ মার্চ ২০১৯). চলচ্চিত্রে তামাকজাত পণ্যের প্রদর্শনে নিয়ম মানা হচ্ছে না. Dhaka: prothomalo.com.
- প্রথম আলো. (২৬ জুন ২০১০). পুরুস্কারের আশায় ধূমপান! Dhaka: প্রথম আলো.
- CSNews. (2011). FDA Fires Back in Cigarette Warning Case. Chicago: CS News.
- Daily Amader Shomoy. (27 August 2010). বান্দারবানে তামাক চাষ বন্ধের মামলায় চার সচিব ও বিভাগীয় কমিশনারকে তলব. Dhaka: Daily Amader Shomoy.
- Daily Bonik Barta. (22 November 2011). অস্ট্রেলিয়ায় তামাক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ফিলিপ মরিস. Dhaka: Daily Bonik Barta.
- Daily Bonik Barta. (25 October 2014). অফিসে ধূমপান নিষিদ্ধ করল খোদ তামাক কোম্পানি. Dhaka: Daily Bonik Barta.
- Daily Haowa. (17 Feb 2016). Efjf ctfhZfcjf gdbgezfdNgtv gsclZfco dmvrscv dMMsMzm rzdkcvfcL ncykbbfmSVj jfwAjzm. Kustiya: Daily Haowa.
- Daily Inqilab. (18 Dec. 2011). তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে বিড়ি শিল্প রক্ষা করুন-শ্রমিক ফেডারেশন. Dhaka: The Daily Inqilab.
- Daily Inqilab. (2016). সীমান্তে চোরাচালান ১ - অবাধে আসছে ভারতীয় পণ্য. Dhaka: Daily Inqilab.
- Daily Ittefaq. (22 Dec 2009). রংপুরে বিভিন্ন পেশায় ৩৬ হাজার শিশু. Dhaka: Daily Ittefaq.
- Daily ittefaq. (9 March 2009). বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর অস্থায়ী শ্রমিকরা বঞ্চনার শিকার. Dhaka: Daily ittefaq.
- Daily Janakantha. (19 Dec 2011). বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন. Dhaka: The Daily Janakantha.
- Daily Jugantar . (14 Oct, 2014). এমসিসিআই অ্যাওয়ার্ড পেল বিএটিবি. Dhaka: Dailt Jugantar.
- Daily Jugantor. (1 June 2019). তামাকের কর বৃদ্ধি চেয়ে অর্থমন্ত্রীকে ৮জন এমপির চিঠি. Daily Jugantor.
- Daily Kaler Kantho. (17 Dev 2017, December 10). বিড়ি শিল্প নিয়ে আগামী বাজেটে ষড়যন্ত্র নয়. Dhaka: Kaler Kantho.
- Daily Karatoa. (29 May 2010). তামাক চাষীদের স্বার্থরক্ষায় লালমনিরহাটে বিএনপির কর্মসূচী শুরু: রংপুরে সমাবেশ. Dhaka: Daily Karatoa.
- Daily Naya Diganta. (21 May 2012). সরকার বিড়ি শিল্পের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। Dhaka: Daily Naya Diganta.
- Daily Samakal. (21 Oct 2018). ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড পেল ১৯ প্রতিষ্ঠান. Dhaka: Daily Samakal.
- Daily Sangbad. (19 Dec 2011). তামাক শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় সরকারের সহায়তা চেয়েছে বিএটি. Dhaka: The Daily Sangbad.
- Daily Sta. (December 24, 2011). Finance Minister AMA Muhith at the exhibition. Dhaka: Daily Sta.
- Daily Star. (12:00 AM, November 04, 2016). BATTLE OF MINDS 2016, Setting the standard in talent quests. Dhaka: Daily Star.
- Daily Star. (17 Sept 2017). তামাক কোম্পানির ভ্যাট মওকুফের জন্যে ব্রিটিশ কূটনীতিকের তৎপরতা. Dhaka: Daily Star.
- Daily Star. (December 23, 2010). DU team wins Battle of Minds. Dhaka: Daily Star.
- dailycoxsbazar. (n.d.). প্রাক-বাজেট আলোচনা : বিড়ি ও সিগারেটে কর সমন্বয় চায় সিগারেট কোম্পানিগুলো. চট্টগ্রাম: dailycoxsbazar.
- Dainik Azadi. (2018). কৃষি জমিতে তামাকের আগ্রাসন. খাগড়াছড়ি: http://dainikazadi.net.
- Dhaka Attack. (2016, March 31). ঢাকা অ্যাটাক Dhaka Attack. ঢাকা অ্যাটাক Dhaka Attack. Dhaka, Bangladesh, Bangladesh: Face Book.
- Dhaka Tribune. (Dec 7th, 2017). Buet takes the prize in Battle of Minds 2017. Dhaka: Dhaka Tribune.
- Dhaka Tribune. (December 7th, 2017). Buet takes the prize in Battle of Minds 2017. Dhaka: Dhaka Tribune.
- Ekushey-tv.com. (26 August 2019). দেশের ১৪ বার সর্বোচ্চ করদাতা কে এই কাউছ মিয়া. Dhaka: Ekushey-tv.com.
- Entertainment Times. (2016, 01 16). Retrieved March 5, 2019, from Entertainment Times: Entertainment Times
- বাংলাদেশ প্রতিদিন. (২২ জুন ২০১০). তামাকের রাজ্যে ২০ হাজার শিশুর দুর্বিষহ জীবন! রংপুর: বাংলাদেশ প্রতিদিন.
- বনিক বার্তা. (১৪ এপ্রিল ২০১৭). প্রাক-বাজেট আলোচনা : বিড়ি ও সিগারেটে কর সমন্বয় চায় সিগারেট কোম্পানিগুলো. ঢাকা: বনিক বার্তা.
- বণিক বার্তা. (১২ মে ২০১৪). বিএটিবিতে শ্রমিক অসন্তোষ. Dhaka: বণিক বার্তা.
- GATS. (2017). Global Adult Tobacco Survey 2017 data factsheet. Dhaka: National Tobacco Control Cell, Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare and World Health Organization.
- Gonokantha. (20 Dec 2011). দেশীয় তামাক শিল্পের স্বার্থরক্ষায় সহায়তা চেয়েছে বিএটি. Dhaka: Gonokantah.
- মানবজমিন. (২০১৫). ঢাকা: মানবজমিন.
- Holy Times. (14 Nov, 2018). ট্যারিফ বাড়ানোতে অসৎ পথে ব্যবসা করার হুমকি আকিজ জর্দ্দার. Dhaka: Holy Times.
- যুগান্তর. (১৫ অক্টোবর ২০০৮). ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকোর ব্যাটল অব মাইন্ডস, গ্রুমিং সেশনে অংশ নিল ১৪টি দল. ঢাকা: যুগান্তর.
- যুগান্তর. (১৬ জুলাই ২০১২). আকিজ বিড়ি কারখানায় গুলিতে দুই শ্রমিক নিহত. ঢাকা: যুগান্তর.
- যুগান্তর. (৫ জুন ২০১৩). নিষিদ্ধ শিশুশ্রম শুধুই কেতাবে, বিড়ি বাঁধার পেশায় দুরন্ত শৈশব হারিয়ে যায় মুন্নীদের. রংপুরের হারাগাছা: যুগান্তর.
- ICSB. (2017, Dec 01). 4th ICSB National Award for Corporate Governance Excellence, 2016. Retrieved Feb 14, 2019, from Institute of chartered secretaries of Bangladesh: Institute of chartered secretaries of Bangladesh
- jagonews24.com. (2019). ১০ বছর ধরে সচিব শহিদুল হক. Dhaka: jagonews24.com.

- jagonews24.com. (24 Nov, 2016). সর্বোচ্চ করদাতার স্বীকৃতি পেলো ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো. Dhaka: jagonews24.com.
- jaijai Din. (15 Sept 2014). আইন মন্ত্রণালয়ে আটকে গেছে ধূমপান বিধিমালা. Dhaka: Daily Jaijai din.
- Janakantha. (15 January 2015). বিধিমালায় আটকে আছে তামাক পণ্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবানী. Dhaka: Daily janakantha.
- Janakantha. (10 Aprile 2012). চুয়াডাঙ্গা ডিসি অফিস চত্বরে বিএটি বাংলাদেশের উদ্যোগে খাবার পানির প্যান্ট উদ্বোধন. Dhaka: Janakantha.
- Jugantor. (15 Oct 2008,). ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোর ব্যাটল অব মাইন্ডস গ্রুমিং সেশনে অংশ নিল ১৪টি দল. Dhaka: Jugantor.
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর. (2018, November 15). http://dae.portal.gov.bd. (কৃষি সম্প্রারণ অধিদপ্তর) Retrieved December 14, 2018, from dae.portal.gov.bd: dae.portal.gov.bd
- কালের কণ্ঠ. (২৬ অক্টোবর ২০১০). তামাক চাষের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর. কালের কণ্ঠ.
- Manabzamin. (31 Dec 2015). জাঁকজমকভাবে হয়ে গেল 'ঢাকা অ্যাটাক' ছবির শুভ মহরত. Dhaka: Manabzamin.
- Mary Assunta. (2018). Good country practices in the implementation of WHO FCTC Article 5.3 and its guidelines. Report commissioned by the Convention Secretariat: WHO.
- Meherpurnews.com. (18 November 2019). মেহেরপুরে ঔষধী উদ্যান উদ্বোধন. Meherpur: Meherpurnews.com.
- সমকাল. (১৫ জুন ২০০৮). বেতন বৃদ্ধির দাবীতে টঙ্গীর টোব্যাকো শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ. Dhaka.
- সমকাল. (৮ মার্চ ২০০৮). তামাক বিরোধী আইনের তোয়াক্কা না করে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে কোম্পানীগুলো. ঢাকা: সমকাল.
- Ministry of Labour and Employment . (2014, 04 22). অতিরিক্ত সংখ্যা গেজেট. Retrieved February 15, 2018, from http://www.dpp.gov.bd: Ministry of Labour and Employment
- Ministry of Law. (2018, OCT 1). কৃষি বিপণন আইন. কৃষি বিপণন আইন. Dhaka, N/A, Bangladesh: Government printing press.
- সংশোধিত আইনের বিধিমালা প্রণয়ন. (২০১১). সংশোধিত আইনের বিধিমালা প্রণয়ন. Dhaka: সংশোধিত আইনের বিধিমালা প্রণয়ন.
- Naya Diganta. (2015). বিএটিবির 'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৫' বন্ধের দাবি প্রজ্ঞার. Dhaka: Naya Diganta.
- NewAge. (29 Dec 2011). The Grand Finale of battle of mind 2011. Dhaka: NewAge.
- NTVbd.com. (09 May 2018). বিএটির বিরুদ্ধে ১৮৬৩ কোটি টাকা কর ফাঁকির অভিযোগ। Dhaka: Ntvbd.com.
- Polansky JR, Driscoll D, Garcia C, Glantz SA. (2019). Smoking in Top-Grossing U.S. Movies, 2018external icon. San Francisco: University of California, San Francisco, Center for Tobacco Control Research and Education.
- Polansky JR, Driscoll D, Garcia C, Glantz SA. (2019). Smoking in Top-Grossing U.S. Movies, 2018external icon . San Francisco: University of California, San Francisco, Center for Tobacco Control Research and Education.
- Priyo.com. (2 Aug, 2016). শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে দুই কোম্পানির ১০ কোটি টাকা. Dhaka: Priyo.com.
- Progga. (2011). Bidi Industries in Bangladesh - Myth and Reality. Dhaka: Progatir Jonno Gyan - Progga.
- Progga. (2018). Bangladesh 2018, Tobacco Industry Interference index , Report on Implementation of FCTC Article 5.3. Dhaka: Progga.
- Prothom Alo. (1 January 2017). সর্বনাশা তামাক চাষ. Chittagong: Prothom Alo.
- Prothom Alo. (2012). তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন আটকে দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়. Dhaka: Prothom Alo.
- Prothom Alo. (29 May 2012). বিড়ি-সিগারেটের কর বির্তক-কৌশল ছাড়া কিছু নয়. Dhaka: prothom alo.
- Prothom Alo. (7 February 2010). সংরক্ষিত বনে তামাক চাষ, পরিবেশ বিনষ্টকারী এই প্রবণতা রুখতে হবে. Dhaka: Prothom Alo.
- Prothom-Alo. (19 January 2010). সংরক্ষিত বনে তামাক চাষ হুমকিতে বন্য প্রাণীর আবাস. Cox Bazar: Prothom-Alo.
- Prothomalo. (7 Sep 2014). 'বাংলা ভাই কে ছিল?' ফখরুলকে হানিফের প্রশ্ন. Dhaka: Prothomalo.
- Public Health Advocacy Institute. (2016). FDA Graphic Warnings. Boston: Public Health Advocacy Institute, Northeastern University School of Law.
- জনকণ্ঠ. (৯ জুন ২০১৩). বিড়ি কারখানায় মৃত্যু ঝুকিতে সাড়ে ১২ হাজার শিশু শ্রমিক. হারাগাছা.
- Risingbd.com. (2018). তামাকে রপ্তানি শুল্ক বহাল রাখার আহ্বান জানালেন সাবের চৌধুরী. Dhaka: Risingbd.com.
- Sangbad. (2018). ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকোর বিরুদ্ধে ব্যান্ডরোল জালিয়াতির অভিযোগ. Dhaka: Sangbad.
- Sangbad. (7 January 2016). তামাক পণ্যের প্যাকেটে ছবিসহ স্বাস্থ্য সর্তকবার্তা, নানা অযুহাতে বিলম্বিত করতে চাইছে তামাক কোম্পানীগুলো. Dhaka: Sangbad.
- Sangram. (2017). অবশেষে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ নীতির খসড়া অনুমোদন || অর্থ খরচ হবে ১৪ খাতে. Dhaka: Daily Sangram.
- Sargent JD, Tanski S, Stoolmiller M. (2012). Influence of Motion Picture Rating on Adolescent Response to Movie Smokingexternal icon. Pediatrics .
- Sargent JD, Tanski S, Stoolmiller M. (2012). Influence of Motion Picture Rating on Adolescent Response to Movie Smokingexternal icon. Pediatrics: Sargent JD, Tanski S, Stoolmiller M.
- Sargent JD, Tanski S, Stoolmiller M. (2012). Influence of Motion Picture Rating on Adolescent Response to Movie Smokingexternal icon. . Pediatrics.
- SEATCA. (2019). South East Asia Tobacco Industry Interference Index. Bangkok: South East Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA).
- SEATCA. (2019). South East Asia Tobacco Industry Interference Index. Thailand: SEATCA.
- Shaheen, M. R. (31 Oct 2018, October 31). ৩০/১০/২০১৮ তারিখে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার আলারদর্গায় বৃটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ আয়োজিত Empty CPA container safe disposal programme এ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনার পরিচালক মহোদয়. Face Book. Dhaka, N/A, Bangladesh.
- shaptahik.com. (2009). বিশ্ব পানি দিবসে পানির প্যান্ট 'প্রবাহ' উদ্বোধন. Dhaka: shaptahik.com.
- Sharebazar protidin. (24 Octo 2019). অর্থমন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষিত, তামাকে ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক কমালো এনবিআর. Dhaka: Daily Sharebazar Protidin.
- sharebiz.net. (2017). ১৯২৪ কোটি টাকার রাজস্ব এড়াতে এডিআর চায় বিএটি. Dhaka: sharebiz.net.
- sharebusiness24.com. (3 Dec 2017). শেয়ারের বাজারের শ্রেষ্ঠ ২২ কোম্পানি. Dhaka: sharebusiness24.com.
- Sinha, S. (28 June 2019). তামাকের বাজেট নাকি বাজেটে তামাক খাত. Dhaka: Daily Bonik Barta.
- Songbad. (15 September 2017). তামাক পণ্যের প্যাকেটে সচিত্র স্বাস্থ্য সর্তকবার্তা এক বছর সময় চেয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে এনবিআর এর চিঠি. Dhaka: Songbad.
- Songbad. (2 August 2009). হারাগাছে মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে বিড়ি শ্রমিকদের বিক্ষোভ সংঘর্ষে আহত ৩০. Dhaka: Songbad.
- (2019). South East Asia Tobacco Industry Interference Index, SATCA-2019. Bangkok, Thailand: SATCA.
- Sylheter Dak. (27 October 2018). সম্পাদকীয়, সিগারেটের 'কৌশলী প্রচারণা'. Sylhe: Sylheter Dak.
- Tax News bd.com. (2017). ১৯২৪ কোটি টাকা কর ফাঁকি দিয়েছে ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ. Dhaka: Tax News bd.com.
- the daily janakantha. (15 January 2015). বাংলাদেশে বিধিমালার বিষয়ে তামাক কোম্পানীগুলোর সাথে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বৈঠকের খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বিধিমালায় আটকে আছে তামাক পণ্যের মোড়কে ছবিসহ সর্তর্কবানী. Dhaka: the daily janakantha.

- the daily janakantha. (15 Jaunuary 2015). বাংলাদেশে বিধিমালার বিষয়ে তামাক কোম্পানীগুলোর সাথে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বৈঠকের খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বিধিমালায় আটকে আছে তামাক পণ্যের মোড়কে ছবিসহ সর্তর্কবানী. Dhaka: the daily janakantha.
- The Union. (19 Feb 2016). Prime Minister of Bangladesh highlights progress in tobacco control at South Asian summit on Sustainable Development Goals. Dhaka: The Union.
- The Union. (2013). The Union Toolkit for WHO FCTC Article 5.3: Guidance for Governments on Preventing Tobacco Industry Interference. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union).
- Tobacco Atlas. (2018). Tobacco Atlas,. New York: American Cancer Society and Vital Strategies.
- Truth Tobacco Industry Documents . (2018, July 2019 05). Truth Tobacco Industry Documents . (h. b. Library., Producer) Retrieved July 2019 05, 2018, from Truth Tobacco Industry Documents : Truth Tobacco Industry Documents (formerly known as Legacy Tobacco Documents Library)
- Truth Tobacco Industry Documents. (2005 June 01-Date Added UCSF). Regulation of the tobacco industry in Bangladesh. Dhaka: Truth Tobacco Industry Documents.
- Truth Tobacco Industry Documents. (Date Added UCSF :2005 June 01). Regulation of the Tobacco Industry in Bangladesh. Dhaka: Truth Tobacco Industry Documents.
- U.S. Department of Health and Human Services. (2012). Preventing Tobacco Use Among Youth and Young Adults: A Report of the Surgeon General. Atlanta, U.S: Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.
- U.S. Department of Health and Human Services. (2014). The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta: U.S: Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.
- U.S. Department of Health and Human Services. (2014). The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General,. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health,.
- U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health. (2012). Preventing Tobacco Use Among Youth and Young Adults: A Report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.
- UBINIG. (2012). তামাকের শৃংখল থেকে মুক্তি, উবেনীগ. Dhaka: UBINIB.
- UN. (2015). Sustainable Development Goals. United Nations General Assembly. New York: United Nations.
- Vorer Daak. (8 March 2009). পুরুস্কারের মোহে ফেলে ধূমপায়ী করার চেষ্টা. Dhaka: Vorer Daak.
- WBB TRUST. (2009). তামাক চাষ ও দরিদ্রতায় বিকল্প ফসলের সম্ভাবনা. Dhaka: WBB Trust.
- WBB Trust. (2011). বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বণ্ধে প্রতিবন্ধকত্ ও করনীয়. Dhaka: Work for a Better Bangladesh (WBB) Trust.
- WBB Trust. (2015). FCTC Article 5.3. Dhaka: WBB Trust.
- WBB Trust. (2015). Recommendation of FCTC Article 5.3. In A. I. Saifuddin Ahmed, FCTC Article 5.3 (p. 07). Dhaka: WBB Trust.
- WBB Trust. (2016). FCTC Article 5.3. Dhaka: Work for a Better Bangladesh (WBB) Trust.
- WBB Trust and TCRC. (2016). Assess Compliance to Existing Tobacco Control Law across 10 Sub District in Bangladesh. Tobacco Control and Research Cell. Dhaka: Tobacco Control and Research Cell of the Dhaka International University and Work for a Better Bangladesh.
- বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম. (১ জুন ২০১৩). সিগারেট কোম্পানির লবিস্টরা সক্রিয়. Dhaka: bdnews24.com.
- সিলেটের ডাক. (২০১৮). সিগারেটের কৌশলী প্রচারণা. সিলেট: সিলেটের ডাক.
- World Health Organization (WHO). (2003, May 31). Tobacco Free Initiative (TFI) , World No Tobacco Day 2003. Retrieved February 7, 2018, from World Health Organization (WHO): World Health Organization (WHO)
- World Health Organization. (2009). Smoke-Free Movies: From Evidence to Actionpdf icon[PDF–754 KB]external icon. Geneva: Geneva, Switzerland, World Health Organization;.
- World Health Organization. (2009). Smoke-Free Movies: From Evidence to Actionpdf icon[PDF–754 KB]external icon. Geneva,: Geneva, Switzerland, World Health Organization.
- দৈনিক বাংলাদেশ সংবাদ. (২৭ গধু ২০১৯). কুষ্টিয়া ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো ইন্ডা: ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত, রেজা আহাম্মেদ জয়:. Kustiza.
- মেহেরপুর নিউজ ২৪ ডট কম. (১৪ জুলাই ২০১৯). মেহেরপুরে বিএটিবি'র ইফতার মাহফিল. মেহেরপুর: মেহেরপুর নিউজ ২৪ ডট কম.
- মেহেরপুর নিউজ ২৪ ডট কম. (২৩ মার্চ). গাংনী ভোমরদহ গ্রামে বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রকল্প প্রবাহ পান্টের উদ্বোধন. মেহেরপুর: মেহেরপুর নিউজ ২৪ ডট কম.

[1]The Global Center for Good Governance in Tobacco Control, https://ggtc.world/about-ggtc

[2]WHO, https://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf

[1] https://moind.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moind.portal.gov.bd/notices/a0a0de3f_7e11_4635_bb23_1e1e2636fe80/BAT%20Letter.pdf

[2] https://moind.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moind.portal.gov.bd/notices/a0a0de3f_7e11_4635_bb23_1e1e2636fe80/BAT%20Letter.pdf

[3] https://www.bbc.com/bengali/news-52733934

[4] Research from WBB Trust

[৫] বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণের সাথে প্রচলিত সাংঘর্ষিক বলবৎ আইন/ নীতি/বিধি/কমিটি/প্রজ্ঞাপন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত তথ্য :

[6] https://www.bbc.com/bengali/news-45100590

[7] https://www.thefinancialexpress.com.bd/trade/nbr-exempts-epz-factories-from-25pc-tobacco-export-tax-1504856011

[8] http://www.dpp.gov.bd/bgpress/bangla/index.php/document/get_extraordinary/10623

[9] https://drive.google.com/file/d/16PDNyprjDyy1SSud_q3dDBeSFNm4tq1E/view

[10] https://drive.google.com/file/d/1RsZ1SYasjCDnC4GAZcamqyi73dKpAR9W/view

[11] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-927.html

[12]https://www.thefinancialexpress.com.bd/trade/nbr-exempts-epz-factories-from-25pc-tobacco-export-tax-1504856011

[25]https://www.vitalstrategies.org/bangladesh-

1. Bangladesh Cancer Society. (2018). তামাকজনিত ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে বাংলাদেশ. Dhaka: Bangladesh Cancer Society, Dhaka University,.

2. Banglanews24.com. (2018). দেশে মোট মৃত্যুর ৬৭ শতাংশ অসংক্রামক রোগ থেকে. Dhaka: Banglanews24.com.

3. BBC. (2015). The secret bribes of big tobacco paper trail. London: British Broadcasting Corporation.

4. bd-pratidin.com. (2019). বিশ্বে পুরুষ তামাকসেবী কমছে. Dhaka: bd-pratidin.com.

5. Bhatta, D. C. (2011-2018). Defending Comprehensive Tobacco Control Policy Implementation in Nepal From Tobacco Industry Interference (2011–2018). Thailand: GGTC.

6. Bhorer Kagoj. (2011). সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী, অনেক মন্ত্রী ও এমপি তামাক ব্যবসার সাথে জড়িত, ২৯ মে ২০১১. Dhaka.

7. প্রথম আলো. (২৬ জুন ২০১০). পুরুস্কারের আশায় ধূমপান! Dhaka: প্রথম আলো.

8. Daily Inqilab. (18 Dec. 2011). তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে বিড়ি শিল্প রক্ষা করুন-শ্রমিক ফেডারেশন. Dhaka: The Daily Inqilab.

9. Daily Janakantha. (19 Dec 2011). বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন. Dhaka: The Daily Janakantha.

10. Dainikamadershomoy. (2019). অসংক্রামক রোগের ঝুঁকিতে ৭০ শতাংশের বেশী মানুষ. Dhaka: Dainikamadershomoy.

11. Food and Agriculture Organization . (2003). the global tobacco economy: Selected case studies. United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

12. GGTC. (2020). Big Tobacco's Revival of Sports Advertising: Deceptive Marketing to Lure Youth to Addiction (2020). Thaniland: Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC).

13. GGTC. (2020). Tobacco Industry: Manipulating the Youth into a Lifelong Addiction (2020). Thailand: GGTC.

14. GGTC. (2020). Tobacco Industry: Manipulating the Youth into a Lifelong Addiction (2020). Thailand: GGTC.

15. Global center for good governance in tobacco control. (2020). COVID-19 AND TOBACCO INDUS TRY INTERFERENCE. Thailand: Global center for good governance in tobacco control.

16. jagonews24.com. (2019). ১০ বছর ধরে সচিব শহিদুল হক. Dhaka: jagonews24.com.

17. Prothom Alo. (2012). তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন আটকে দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়. Dhaka: Prothom Alo.

18. Songbad. (15 September 2017). তামাক পণ্যের প্যাকেটে সচিত্র স্বাস্থ্য সর্তকবার্তা এক বছর সময় চেয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে এনবিআর এর চিঠি. Dhaka: Songbad.

19. The Union. (2013). The Union Toolkit for WHO FCTC Article 5.3: Guidance for Governments on Preventing Tobacco Industry Interference. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union).

20. WBB Trust. (2011). বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বণ্ধে প্রতিবন্ধকত্ ও করনীয়. Dhaka: Work for a Better Bangladesh (WBB) Trust.

21. WHO. (2007). Impact of tobacco-related illness in Bangladesh. Bangladesh: WHO Regional Office for South-East Asia.

22. WHO FCTC. (2018). 2018 Global Progress Report on Implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control. Geneva: WHO.

23. WHO, MoHFW. (2017). Global Adult Tobacco Survey. Dhaka: WHO, MoHFW.

bdlaws.minlaw.gov.bd ওয়েব সাইট, এনবিআর এর ওয়েব সাইট, শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট, বিসিক এর ওয়েব সাইট, বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট, কুষি মন্ত্রনালয়ের ওয়েব সাইট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপনন অধিদপ্তর, নিবার্চন কমিশনের ওয়েব সাইট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকাশনা ও ওয়েব সাইট

samakal. (2022). প্রবাসী শ্রমিকদের কোরীয় ভাষা শেখাবে প্রেরণা ফাউন্ডেশন ও বিফেক. Dhaka: samakal. Retrieved from https://samakal.com/bangladesh/article/2204106327/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%AD%E0%

Somoy TV. (2022, April 23). Bangladesh Film Development Corporation | Ifter |. Retrieved from Somoy TV: https://www.youtube.com/watch?v=Y00bAXAomeM

The Business Standard. (July 19, 2022). JTI Bangladesh celebrates 50 years of Japan-Bangladesh friendship. Dhaka: JTI Bangladesh celebrates 50 years of Japan-Bangladesh friendship. Retrieved from https://www.tbsnews.net/economy/corporates/jti-bangladesh-celebrates-50-years-japan-bangladesh-friendship-376624?fbclid=IwAR34z9SKmKD0Fo8VV5ODbLH5Xjn0toKddl2SmLy4AXZ_d9wNzSq5IP-B3SQ

দৈনিক দেশতথ্য. (2022). কৃষি বিপবের সিএসআর. Dhaka: দৈনিক দেশতথ্য.

বিজয় বাংলা. (২০২২). রাজশাহীতে উৎপাদিত সৌরবিদ্যুৎ যোগ হচ্ছে জাতীয় গ্রিডে. ফেব্রুয়ারি, ১৯,: বিজয় বাংলা. Retrieved from https://bijoybangla.news/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6/?fbclid=IwAR3vZo8YYA6zgzcJhu2

The document has been produced with a grant from the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union). The contents of this document are the sole responsibility of the authors and can under no circumstances be regarded as reflecting the positions of the International Union Against Tuberculosis and Lung DIsease (The Union) or the donors

The Union
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Health solutions for the poor

Work for a Better Bangladesh Trust

14/3/A, Jafrabad, Rayer Bazar,
Dhaka-1207, Bangladesh
info@wbbtrust.org, www.wbbtrust.com